উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- দশমিনা, জেলা- পটুয়াখালী

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, দশমিনা, পটুয়াখালী

সমন্বয়ে

সুশীলন
Shushilan

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid · European Union · Norwegian Embassy · Sweden · Australian Aid · UNDP

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবন দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থানভেদে এদেশে প্রতিবছর বন্যা (নদীবাহিত/ বৃষ্টিপাতজনিত), টর্নেডো (ঘূর্নিঝড়), খরা/ অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঘনকুয়াশার মত বিভিন্ন ধরণের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর এলাকা ভিত্তিক নদী ভাঙ্গনের শিকার বহলোক ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে নিঃস্বহয়ে পড়ে এবং নদী-খাল ভরাটজনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া ও মানবসৃষ্ট ও শিল্পকারখানা জনিত বিভিন্ন ধরণের আপদ প্রতিনিয়ত মানুষকে আতংক গ্রস্থ করে রাখে। এ সমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদ সহ জান-মাল, পশুসম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্ঠী-ই ক্ষতি গ্রস্ত হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতে ও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদ সহ জান-মাল, পশুসম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার সুদূর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধু মাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যাবস্থাপণা কর্মসূচীর (CDMP-II) মাধ্যমে দূর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা বিষয়ক এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিক ভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপণা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করেতা পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদ সমূহ চিহ্নিত করে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন ও ঝুঁকি নিরসনের জন্য দশমিনা উপজেলায় কার্যকরী একটি দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে দূর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপণা কমিটি মনে করে।

কর্মপরিকল্পনাটি প্রনয়নে এলাকার নারী-পুরুষ, কৃষক-ভূমিহীন, প্রবীণ ও তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ইউনিয়ন এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির (UzDMC) সদস্য বৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত **সুশীলন** 'এর কর্মকর্তা ও গবেষকদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে যথা যথ অবদান রেখেছে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তবসম্মত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র উপজেলায় প্রণীত দূর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় দূর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্ব পূর্ন বিষয় সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তম্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দূর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যাবহারের মাধমে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন এবং দূর্যোগ কালীন সময়ে অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুন র্বাসন ব্যাবস্থার জন্য স্থানীয় ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ, দুর্যোগ পরিকল্পনায় অংশগ্রহন এবং কার্যকর অংশীদারীত্ব যা বাস্তবায়িত হলে আপদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ঝুঁকিসমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণের সহায় সম্পত্তি, জানমাল এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দূর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দূর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহন, দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো, সামাজিক সম্পদ ও নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা প্রনয়ন, ঝুঁকির কারণ সমূহ চিহ্নিত করণ, সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ চিহ্নিত করণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সমুহের স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে।

২০১৪ সালে সিডিএমপি' ও সহায়তায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি প্রনয়নে যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনকরছি। আমি আশাবাদী, স্থানীয় জনগন, স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দশমিনা উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

সদস্য সচিব

২০/৭/১৪

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
দশমিনা উপজেলা
পটুয়াখালী **জেলা**

সভাপতি

২০/৭/২০১৪

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং
উপজেলানির্বাহী অফিসার
দশমিনা উপজেলা
পটুয়াখালী জেলা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	i
সূচিপত্র	Ii
টেবিলের তালিকা	Iv
চিত্রের তালিকা	V
গ্রাফচিত্রের তালিকা	V
মানচিত্রের তালিকা	Vi
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	**১-১৭**
১.১ পটভূমি	১
১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	২
১.৩ দশমিনা উপজেলার পরিচিতি	২
১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	২
১.৩.২ আয়তন	২
১.৩.৩ জনসংখ্যা	৩
১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো	৩
১.৪.১ অবকাঠামো	৩
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	৯
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৫
১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ	১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	**১৯-৩৪**
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	১৯
২.২ ইউনিয়নের আপদ সমুহ	২০
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র	২১
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২২
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	২৪
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	২৪
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	২৮
২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি মানচিত্র	২৯
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩০
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩১
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৩১
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৩২
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৩২
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস	**৩৫-৪৬**
৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩৫
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৩৮
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪০
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৪১
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৪১
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি	৪৩

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি ৪৪
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ের ব্যবস্থাদী ৪৬

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান ৪৭-৬৪

৪.১ জরুরী সাড়া প্রদান (EOC) ৪৭
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা ৪৭
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা ৪৮
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা ৫০
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার ৫০
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি ৫০
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান ৫০
৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন ৫০
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা ৫০
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ ৫১
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা ৫১
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৫১
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৫১
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৫১
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৫১
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ ৫২
৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা ৫২
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৫৭
৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৬২
৪.৬ অর্থায়ন ৬২
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৬৩

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ৬৫-৮৫

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৬৫
৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার ৬৬
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৬৬
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার ৬৬
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৬৭
৫.২.৪ জরুরী জীবীকা সহায়তা ৬৭
সংযুক্তি ১: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ৬৮
সংযুক্তি ২ :উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৬৯
সংযুক্তি ৩: উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৭০
সংযুক্তি ৪: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৭১
সংযুক্তি ৫: এক নজরে দশমিনা উপজেলা ৭৮
সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী ৭৯
সংযুক্তি ৭: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মত বিনিময়/শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমুহ ৮০
সংযুক্তি ৮: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম,আবস্থান,শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮১
সংযুক্তি ৯: আপদের মানচিত্র (পোকার আক্রমন) ৮৫
সংযুক্তি ১০: আপদের মানচিত্র (সাইক্লোন) ৮৬
সংযুক্তি ১১: আপদের মানচিত্র (গুড়ি গুড়ি বৃষ্ঠি) ৮৭
সংযুক্তি ১২: আপদের মানচিত্র (বন্যা)(নদী ভাঙ্গন) ৮৮

সংযুক্তি ১৩: আপদের মানচিত্র (অতিবৃষ্টি) ৮৯
সংযুক্তি ১৪: আপদের মানচিত্র (নদী ভাঙ্গন) ৯০
সংযুক্তি ১৫: আপদের মানচিত্র (জলচ্ছাস) ৯১
সংযুক্তি ১৬: আপদের মানচিত্র (টর্নেডো) ৯২
সংযুক্তি ১৭: ঝঁকির মানচিত্র (পোকার আক্রমন) ৯৩
সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (সাইক্লোন) ৯৪
সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (গুড়ি গুড়ি বৃষ্ঠি) ৯৫
সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা) ৯৬
সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র (অতিবৃষ্টি) ৯৭
সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (নদী ভাঙ্গন) ৯৮
সংযুক্তি ২৩: ঝুঁকির মানচিত্র (জলচ্ছাস) ৯৯
সংযুক্তি ২৪: ঝুঁকির মানচিত্র (টর্নেডো) ১০০

টেবিলের তালিকা পৃষ্ঠা

টেবিল নম্বর ১.১: জিও কোড নম্বর সহ ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম। ২
টেবিল নম্বর ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা। ৩
টেবিল নম্বর ১.৩: এলজিডি এর তথ্য মতে এক নজরে দশমিনা উপজেলার রাস্তা। ৮
টেবিল নম্বর ১.৪: এক নজরে দশমিনা উপজেলার হাট বাজার ৮
টেবিল নম্বর ১.৫ : দশমিনা উপজেলার ক্লাব ১৩
টেবিল নম্বর ১.৬: পটুয়াখালী আবহাওয়া কেন্দ্রের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫
টেবিল নম্বর ১.৭: বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা ১৫
টেবিল নম্বর ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ। ২০
টেবিল নম্বর ২.২ উপজেলার আপদ সমুহ ২০
টেবিল নম্বর ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। ২৩
টেবিল নম্বর ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা। ২৪
টেবিল নম্বর ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়। ২৫
টেবিল নম্বর ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি। ৩০
টেবিল নম্বর ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩১
টেবিল নম্বর ২.৮ :জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা। ৩১
টেবিল নম্বর ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি। ৩২
টেবিল নম্বর২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব। ৩২
টেবিল নম্বর ৩.১: দশমিনা উপজেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ। ৩৫
টেবিল নম্বর ৩.২: দশমিনা উপজেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়। ৩৮
টেবিল নম্বর ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৪০
টেবিল নম্বর ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪১
টেবিল নম্বর ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪৩
টেবিল নম্বর ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪৪
টেবিল নম্বর ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪৬
টেবিল নম্বর ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টার কমিটির সদস্য তালিকা ৪৭
টেবিল নম্বর ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক। ৪৮
টেবিল নম্বর ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৫২
টেবিল নম্বর ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৫৮
টেবিল নম্বর ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার অবকাঠামো/ সম্পদ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৬২
টেবিল নম্বর ৪.৬: পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা। ৬৩
টেবিল নম্বর ৪.৭: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা। ৬৪
টেবিল নম্বর ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন। ৬৫

টেবিল নম্বর ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা। ৬৬
টেবিল নম্বর ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা। ৬৬
টেবিল নম্বর ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা। ৬৭
টেবিল নম্বর ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা। ৬৭

চিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

চিত্র ১.১: দশমিনা উপজেলার বাধঁ ভেংগে পানি প্রবেশ। ৪
চিত্রঃ ১.২: দশমিনা উপজেলার স্লুইজ গেট ৪
চিত্র ১.৩: দশমিনা উপজেলার ব্রীজ। ৪
চিত্র ১.৪: বাশবাড়িয়া হয়ে দশমিনা উপজেলা যাওয়ার রাস্তা। ৫
চিত্রঃ ১.৫ দশমিনা উপজেলার গ্রাম্য ঝুকিপুর্ন ইটের রাস্তা। ৬
চিত্রঃ ১.৬: দশমিনা ইউনিয়নের মাটির রাস্তা। ৭
চিত্রঃ ১.৭: দশমিনা উপজেলার সেচ ব্যবস্থা ৮
চিত্রঃ ১.৮: দশমিনা উপজেলার কাঁচা ঘরবাড়ী ৯
চিত্রঃ ১.৯: দশমিনা উপজেলা উচু টিউবয়েল ১০
চিত্রঃ ১.১০: দশমিনা উপজেলার সিল্ড স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ১১
চিত্রঃ ১.১১: দশমিনা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় কাম সেল্টার। ১২
চিত্রঃ ১.১২: দশমিনা উপজেলার মসজিদ ১২
চিত্রঃ ১.১৩: দশমিনা উপজেলার ঈদগাঁ ময়দান ১২
চিত্রঃ ১.১৪: দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১২
চিত্রঃ ১.১৫: দশমিনা উপজেলার একটি সামাজিক বনায়ন। ১৩
চিত্রঃ ১.১৬: দশমিনা শিল্প বানিজ্য ১৪
চিত্রঃ ১.১৭:দশমিনা উপজেলার বাশবাড়িয়া ইউনিয়নের বৃহত্তম বীজ বর্ধন খামার। ১৪
চিত্রঃ ১.১৮: স্কুল সংলগ্ন খেলার মাঠ দশমিনা উপজেলা ১৪
চিত্রঃ ১.১৯: দশমিনা উপজেলার কৃষিক্ষেত ১৬
চিত্রঃ ১.২০: দশমিনা উপজেলার তেঁতুলিয়া নদী ১৬
চিত্রঃ ১.২১: দশমিনা উপজেলার মাছুয়াখালি খাল। ১৭
চিত্রঃ ১.২২: দশমিনা উপজেলার পুকুরে মৎস্য চাষ। ১৭
চিত্রঃ ২.১: উপজেলা দুর্যোগের সামগ্রিক ইতিহাস ১৯
চিত্রঃ ২.২: ঘূর্ণি ঝড়ে বিদ্ধস্ত উপজেলার একটি গ্রাম। ২১
চিত্রঃ ২.৩: দশমিনায় পূর্ণিমায় পানিবন্দী আউলিয়াপুর গ্রাম। ২১
চিত্র ২.৪: বন্যা প্লাবিত দশমিনা উপজেলা ২১
চিত্রঃ ২.৫: নদী ভাঙ্গনে দশমিনা উপজিলার নদীর তীর। ২২
চিত্রঃ ২.৬ দশমিনা উপজেলার কালবৈশাখী ঝড়। ২২

গ্রাফ চিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

চিত্র ১.১: বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ইউনিয়ন ও পৌ্রসভা ভিত্তিক ঘরবাড়ির অবস্থান ৯
চিত্র ১.২: বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারী পরিবারের শতাংশ হার ১০
চিত্র ১.৩: বিভিন্ন পদ্ধতির পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী পরিবারের শতাংশ পরিসংখ্যান ১১

মানচিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

মানচিত্র ১.১: উপজেলার মানচিত্র ১৮
মানচিত্র ২.১: উপজেলার সামাজিক মানচিত্র ২৮
মানচিত্র ২.২: উপজেলার আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ২৯
সংযুক্তি ৯: আপদের মানচিত্র (পোকার আক্রমন) ৮৫
সংযুক্তি ১০: আপদের মানচিত্র (সাইক্লোন) ৮৬
সংযুক্তি ১১: আপদের মানচিত্র (গুড়ি গুড়ি বৃষ্ঠি) ৮৭
সংযুক্তি ১২: আপদের মানচিত্র (বন্যা) ৮৮
সংযুক্তি ১৩: আপদের মানচিত্র (অতিবৃষ্ঠি) ৮৯
সংযুক্তি ১৪: আপদের মানচিত্র (নদী ভাঙ্গন) ৯০
সংযুক্তি ১৫: আপদের মানচিত্র (জলচ্ছাস) ৯১
সংযুক্তি ১৬: আপদের মানচিত্র (টর্নেডো) ৯২
সংযুক্তি ১৭: ঝঁকির মানচিত্র (পোকার আক্রমন) ৯৩
সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (সাইক্লোন) ৯৪
সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (গুড়ি গুড়ি বৃষ্ঠি) ৯৫
সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা) ৯৬
সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র (অতিবৃষ্ঠি) ৯৭
সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (নদী ভাঙ্গন) ৯৮
সংযুক্তি ২৩: ঝুঁকির মানচিত্র (জলচ্ছাস) ৯৯
সংযুক্তি ২৪: ঝুঁকির মানচিত্র (টর্নেডো) ১০০

প্রথম অধ্যায়
স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ গুলোর মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন ভবিষ্যতের ব্যাপার, একথা এখন আর ঠিক নয়, এটা এখনই আমাদের চারপাশে ঘটছে এবং ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের লক্ষণগুলো এখনই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এটি স্পষ্ট ও বাস্তব ঘটনা যা বাংলাদেশের সামাজিক ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। দেশের দক্ষিনাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরা, লু-হাওয়া, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে পৌনপৌনিক বন্যা, পাহাড়ী অঞ্চলে ঢল ও ভূমিধ্বস এবং দেশব্যাপী নদীভাঙ্গন এ পরিস্থিতিকে আরও বিপদাপন্ন করে তুলেছে। এগুলোর ভবিষ্যৎ প্রভাবের অনেক কিছুই এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি এবং সম্ভাব্য প্রতিকার ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাও অনিশ্চিত।

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কাযকারীতা, নিবিড় ও ফলাফলধর্মী কমপদ্ধতি,সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগনের অংশগ্রহণের উপরে নিভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে ।

এদেশে প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলা এর মধ্যে অন্যতম। হিমালয়ের কোলঘেষে ছোট্ট বদ্বীপ, বাংলাদেশ। নদী মাতৃক এ দেশে যেনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলা ভূমি। প্রকৃতি আর জনপদ যেনো এখানে মিলে মিশে এক অপরূপ ভালোবাসার সেতুবন্ধন রচনা করে চলেছে। প্রকৃতি এখানে দ্বৈত স্বাতন্ত্রে, নিজস্ব স্বরূপে বলীয়ান। কখনও সে অসম্ভব কোমল সৌন্দর্যে বিকশিত, আবার কখনও সে, ভীষণ ভয়াল মূর্তীতে মৃত্যু সংহারী রূপে ধাবমান, প্রানঘাতক। ২০০২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দুর্যোগের ইতিহাস পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায় যে ঘুর্ণীঝড়, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, আইলা, সিডর, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, নদী ভাঙ্গন, ঝড়, বন্যা, খরা এই এলাকায় আঘাত হেনেছে। ঘূর্ণিঝড়, জলচ্ছাস, নদীভাঙ্গন, বন্যা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা যেন এদেশের চিরাচরিত প্রাকৃতিক ঘটনা। আবহমান কাল ধরেই বাংলার মানুষ সংরাম করে চলেছে, বেচে আছে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে। এই আপদ গুলিই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলায় প্রতি বছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারনের জীবন ও জীবিকার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলেছে। প্রতিবছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও জেলা পর্যায়ে কোন রকম পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলার জন্য প্রনয়ন করা হয়েছে। এই দলিলের ১ম থেকে ৩য় অধ্যায়ে বাঘা উপজেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, কৌশলপত্রের প্রাসঙ্গিকতা, অন্তর্নিহিত কারণগুলোর রূপরেখা ও বাঘা উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব, ভিন্ন ভিন্ন অভিযোজন কৌশলের বিবরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৩-৫ বছরের কর্মপরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়া হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে সাধারণ মানুষ, বিশেষত সমাজ-রাজনৈতিক কর্মী ও উন্নয়ন কর্মীদের অংশগ্রহনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিকিকরনের রূপরেখা দেয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারনের সুরক্ষা এবং একই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগ্রাধিকার নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ এর ঝুঁকি সর্ম্পকে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার সমাজ ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথা সম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এর মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন, অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুর্নবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকার এবং নির্দিষ্ট সময় এর জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তঃর্জাতিক, এনজিও ও দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ দশমিনা উপজেলার পরিচিতি

পটুয়াখালি জেলার উপজেলা গুলির মধ্যে পুর্বে অবস্থিত দশমিনা উপজেলা। এ উপজেলাটি ০৬ টি ইউনিয়ন, ৫১ টি গ্রাম ও ৫৫ টি মৌজা নিয়ে গঠিত। উপজেলার পূর্বে দিক দিয়ে বয়ে গ্যাছে তেতুলিয়া নদী, পশ্চিম দিকে রয়েছে পটুয়াখালী সদর, দক্ষিণ দিকে রয়েছে গলাচিপা উপজেলা, উত্তর দিকে রয়েছে বাউফল উপজেলা। এই উপজেলার আয়তন ৩০০.৭৪ বর্গ কিমি। দশমিনা উপজেলাটি কৃষি নির্ভর একটি এলাকা হওয়ায় কৃষি কাজ এ অঞ্চলের সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস। পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলাটি ধান, বাদাম, আলু, পান, তরমুজ চাষের জন্য বিখ্যাত। এ জেলায় প্রচুর পরিমানে ধান, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, খেসারী, মুগ,তিল, সরিষা, তরমুজ, ও পান প্রভৃতি উৎপাদন হয়। এ অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজের সেচ ব্যবস্থার জন্য নদী, খাল ও বৃস্টির পানি ব্যবহার করে। এ উপজেলার বাশবাড়িয়া ইউনিয়নে বি এ ডি সি ভিত্তি বীজ ভান্ডার রয়েছে। এটি বাংলাদেশ এর বৃহত্তম ভিত্তি বীজ ভান্ডার, ১০৪৪ একর এলাকা ব্যাপী নিয়ে গঠিত যা ২০০৯ সালে প্রতিস্ঠিত হয়। দর্শনীয় স্থান হিসাবে বর্তমানে ব্যাপকভাবে পরিচিত। দশমিনা সদর থেকে ২ কিঃমিঃ দূরে দশমিনা ইউনিয়নে অবস্থিত কবিরাজ বাড়ীর বড় দীঘি রয়েছে। যা পুরাতন কৃতিত্বের একটি নিদর্শন।

১.৩.১ ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের পুর্বে অবস্থিত পটুয়াখালি জেলার অন্তগত ০৮ টি উপজেলার মধ্যে দশমিনা একটি উপজেলা। এর আয়তন ৩০০.৭৪ বর্গ কিমি এর ভুমির প্রকৃতি নিম্নভুমি, এখনে ভুমির উচচতা সমুদ্রস্তর থেকে ৩৩ থেকে ৫০ ফিট। এখানকার বৃষ্টিপাতের গড় ৭৫ মিঃমিঃ। দশমিনা উপজেলার পূর্ব দিকে রয়েছে তেতুলিয়া নদী, পশ্চিম দিকে রয়েছে পটুয়াখালী সদর, দক্ষিণ দিকে রয়েছে গলাচিপা উপজেলা, উত্তর দিকে রয়েছে বাউফল উপজেলা। এ উপজেলার মধ্য দিয়ে ছোট বড় তিনটি নদী প্রবাহিত হয়েছে।

১.৩.২ আয়তন

জেলা সদর হতে মাত্র ৪০ কিঃমিঃ দূরত্বে দশমিনা উপজেলা মোট ০৬টি ইউনিয়ন রয়েছে যা মোট ৩০০.৭৪ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা নিয়ে গঠিত। দশমিনা উপজেলার উত্তরে বাউফল ও পশ্চিমে পটুয়াখালী সদর উপজেলা, গলাচিপা ও পূর্বে লালমোহন উপজেলা । উক্ত উপজেলার মোট মৌজার সংখ্যা ৫৫ টি এবং মোট গ্রামের সংখ্যা ৫১টি।

টেবিল নম্বর ১.১: জিও কোড নম্বর সহ ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম।

উপজেলার নাম ও জিও কোড নম্বর	ইউনিয়নের নাম ও জিও কোডনম্বর	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
	আলিপুর (১০)	চাদপুর, মৌবাড়িয়া, মধুপুর, রুহিতপুর, খালিশা খালি, মীরমদন, পশ্চিম আলিপুর, পূর্ব আলিপুর, আলিপুর। (মোট মৌজা সংখ্যা= ০৯ টি)
	বহরমপুর (২১)	বগুড়া, বহরমপুর, দক্ষিণ আদমপুর, উত্তর আদমপুর। (মোট মৌজা সংখ্যা= ০৪ টি)
	বাশবাড়িয়া	বাশবাড়িয়া, চর বাশবাড়িয়া, চর ধান্ধানিয়া, চর হুস্নাবাদ, দক্ষিণ দাশপাড়া, গাছানি। (মোট

উপজেলার নাম ও জিও কোড নম্বর	ইউনিয়নের নাম ও জিও কোডনম্বর	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
দশমিন (১৫)	(৩১)	মৌজা সংখ্যা= ০৬ টি)
	বেতাগি শাঙ্কিপুরা (৪২)	বেতাগি, বেতাগি রামবল্লভ, বেতাগি শাঙ্কিপুরা, চিঙ্গুরিয়া, দাবাড়িবেতাগি, গরমালি, গোপালদি, জাফ্রাবাদ, বেতাগি জাফ্রাবাদ, খারিজা বেতাগি, মাছুয়াখালি, মাছুয়াখালি চর, সামিরমারদানা, শেরতালু বেতাগি, তাফাল বাড়িয়া। (মোট মৌজা সংখ্যা= ১৫ টি)
	দশমিনা (৫২)	আরাজবেগি, চর দশমিনা, চর হাদি, দশমিনা, গোপালদি নিজাবাদ, কান্তাখালি, লক্ষিপুর, পশ্চিম লক্ষিপুর, পূর্ব লক্ষিপুর, সাইদজাফর। (মোট মৌজা সংখ্যা= ১০ টি)
	রণগোপালদি (৮৪)	আউলিয়া পাড়া, চর বোরহান, চর ঘূণ, চর শাহাজালাল, দক্ষিণ রণগোপালদি, গুলি, জাউথা, পাতার চর, উত্তর রণগোপালদি। (মোট মৌজা সংখ্যা= ০৯ টি)

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, দশমিনা ২০১১

১.৩.৩ জনসংখ্যা

পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১,২৩,৩৮৮ জন যার মধ্যে পুরুষ সংখ্যা ৬০,২৪১ মহিলা সংখ্যা ৬৩,১৪৭। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩৫১ জন/বর্গ কিঃমিঃ, মোট খানা ২৮,৪৯০। এই উপজেলায় মুসলমান ৮৪%জন, হিন্দু ১৫% জন, অন্যান ০১% খ্রীষ্টান নেই, বৌদ্ধ নেই এবং কোন উপজাতি নেই।

টেবিল নম্বর ১.২: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা।

ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫) %	বৃদ্ধ (৬০+) %	প্রতিবন্ধি %	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানা	ভোটার
আলিপুর (১০)	১০১৮৩	১০৩৫৫	৩৮.১	৭.২	১.৪	২০৫৩৮	৪৯৮১	১২৪৪৩
বহরমপুর (২১)	৭৪৭৬	৮৪৯৪	৩৭.৬	৯.৯	১.৪	১৫৯৭০	৩৬৭৭	১০৭৯৭
বাশবাড়িয়া (৩১)	৮৮৫০	৯৪০৯	৩৬.৯	৮.৮	১.৩	১৮২৫৯	৪১৭০	১২০৮৩
বেতাগি শাঙ্কিপুরা (৪২)	৯৬২০	১০০৩৮	৩৭.৭	৭.৬	০.৯	১৯৬৫৮	৪৫৪৭	১২৭৫৮
দশমিনা (৫২)	১৩২৩৮	১৪১৫৩	৩৭.১	৭.৮	১.৫	২৭৩৯১	৬০০৩	১৭৩৮০
রণগোপালদি (৮৪)	১০৮৭৮	১০৬৯৮	৩৮.২	৯.২	.৬	২১৫৭৬	৫১১২	১৪৬৫০
মোট	৬০২৪৫	৬৩১৪৭	৩৭.৬	৮.৩	১.২	১২৩৩৯২	২৮৪৯০	৮০১১১

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, দশমিনা ও আদমশুমারী, ২০১১

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

দশমিনা মুলতঃ কৃষি প্রধান উপজেলা। এখানকার সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি ও মৎস। তাই এখানে কৃষি ভিত্তিক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। উপজেলার সকল ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন। উপজেলায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থাকলেও কোন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। এরমধ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশুর খামার, অটো রাইস মিল, ছাপা খানা, ঝালাই কারখানা, কোল্ডস্টোরেজ,ইট-ভাটা এবং বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প অন্যতম। এছাড়াও শিল্পো-কলকারখানা বরফকল, আটাকল, স'মলি ইত্যাদি রয়েছে। অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য বলতে বাঁধ, স্লুইস গেট,রাস্তাঘাট, ব্রীজ ও কালভার্ট ইত্যাদি বোঝায়।

১.৪.১ অবকাঠামো

দশমিনা উপজেলায় বন্যা ও জোয়ারের পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য নদীওখালের তীরবর্তী অঞ্চলে ছোট বড় মিলে মোট ৩টি বাধঁ রয়েছে। উক্ত বাঁধ গুলোর সর্বমোট দৈঘ্য প্রায় ৩৫.৫কিমি, নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক বাধেঁর অবস্থান পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো

বাঁধ

দশমিনা উপজেলাতে ৩৫.৫কিঃমিঃ বাধঁ রয়েছে। দশমিনা কলেজ গেট থেকে হাজির হাট পর্যন্ত ০৬ কিমি। উত্তর রনগোপালদী শরিফ জোমাদ্দার বাড়ী থেকে পশ্চিম দিকে আমির উদ্দিন চৌকিদার বাড়ী হইয়া কালীবাড়ী বাড়ী বাধঁ পর্যন্ত ১০ কিমি ভেড়ী বাধঁ। (যা পুনঃনিরমান দরকার)। উত্তর চরঘুণী লঞ্চঘাট হইতে দঃদিকে আইজ উদ্দিন চৌকিদার বাড়ী পশ্চিম পাশদিয়া ফকিরবাড়ী বাধঁ ঘাট পর্যন্ত ০৩ কিঃমিঃভেরীবাধঁ যা বর্তমানে (১০০০-১৫০০ফিট রয়েছে)।

চিত্রঃ ১.১: দশমিনা উপজেলার বাধঁ ভেংগে পানি প্রবেশ।

স্লুইস গেট

দশমিনা উপজেলাতে নদী ও খালের সংলগ্ন রাস্তায় অসংখ্য স্লুইসগেট রয়েছে। তার মধ্যে উত্তর রনগোপালদী ১টা, মধ্য রনগোপালদীতে ১টা, পুঃআউলিয়াপুরে ১টি, কালারানী বাজারের পুঃপাশে,পাতারচর স্লুইচ বাজারে ১টি, চলাভাংগা খালের দঃ পাশে, ভুতিয়ার খালে ১টি, আলিপুর স্লুইজের বাজারে ১টি স্লুইস গেট রয়েছে।

চিত্রঃ ১.২: দশমিনা উপজেলার স্লুইজ গেট

ব্রীজ ও কালভার্ট

পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলার মধ্যো জালের মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় নদী ও খাল। ব্যাবসা বানিজ্য পরিচালনার জন্য জেলার সাথে উপজেলা, উপজেলার সাথে ইউনিয়নের সরাসরি যোগাযোগের জন্য এ উপজেলাতে ৩৬৯টি ব্রীজ রয়েছে। ছোট বড় ১৩৫ টি কালভার্ট রয়েছে। এই ব্রীজ গুলো লোহা, কংক্রিট ও কাঠের তৈরী। দশমিনা উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নে মোট ৪৬৬টি ব্রীজ/কালভার্ট আছে। নিম্নে তার উল্লেখযোগ্য অংশ দেওয়া হল।

চিত্রঃ ১.৩: দশমিনা উপজেলার ব্রীজ।

দশমিনা রনগোপালদি থেকে টাগরীরহাট হয়ে পটুয়াখালী (দশমিনার অংশ)পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ১২ টি। বাংগালের হাট থেকে বাশারিয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৫ টি। দশমিনা থেকে হাজিরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৩ টি। দশমিনা HQ থেকে আলিপুর হাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০২ টি। দশমিনা HQ থেকে রাঙ্গাপালদী হাট হয়ে উলানিয়া গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৮ টি। আলীপুর গ্রথসেন্টার থেকে উলানিয়া গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৯ টি। গাছানি গ্রথসেন্টার হাজিরহাট গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৭ টি।বড়গোপালদী গ্রথসেন্টার আলীপুর গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৩ টি। বড়গোপালদী গ্রথসেন্টার থেকে আয়শার হাট RHD পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০৮ টি। দশমিনা ইউপি থেকে খাইরহাট পর্যন্ত রাস্ত, এখানে কালভাট রয়েছে ০৩ টি। দশমিনা U.P থেকে আরজবেগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা ,এখানে কালভাট রয়েছে ০৯ টি। দশমিনা UP থেকে মোল্লারহাট পর্যন্ত রাস্তা, এখানে কালভাট রয়েছে ১২ টি। রাঙ্গাপালদী UP থেকে রাবিবাড়ীরহাট পর্যন্ত রাস্তা ,এখানে কালভাট রয়েছে ০২ টি। আলিপুর UP থেকে কাপুরিয়াকাতচিরি হাট পর্যন্ত রাস্তা, এখানে কালভাট রয়েছে ০২ টি। আলিপুর UP থেকে পাতাবুনিয়া গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্ত, এখানে কালভাট রয়েছে ০৩ টি। বেতাগীসানকিপুর UP থেকে জামিরমৃধার হাট পর্যন্ত রাস্তা, এখানে কালভাট রয়েছে ০২ টি। বেতাগীসানকিপুর UP থেকে বাংলার হাট HRS পর্যন্ত রাস্তা, এখানে কালভাট রয়েছে ০৩ টি। বাশঁবাড়ীয়া UP থেকে দঃদাশপাটা RHD রোড় পর্যন্ত রাস্তা এখানে কালভাট রয়েছে ০৪ টি। বহরামপুর UP থেকে ঠাকুরের হাট পর্যন্ত রাস্ত, এখানে কালভাট রয়েছে ০৪ টি। দশমিনা ইউপি থেকে মাছুয়াখালীর হাট পর্যন্ত রাস্তা,এখানে কালভাট রয়েছে ০৩ টি। বাশবাড়ীয়া ইউপি থেকে প্রাইমারী স্কুল হাট পর্যন্ত রাস্তা, এখানে কালভাট রয়েছে ০২ টি। বাশবাড়ীয়া ইউপি থেকে বগীর বাজার পর্যন্ত রাস্তা, এখানে কালভাট রয়েছে ০৪ টি। আলীপুর ইউপি থেকে মধুপুরা হাট পর্যন্ত রাস্তায় কালভাট রয়েছে ০২ টি। রাঙ্গাপালদী ইউপি থেকে পাতারচর চন্দের হাট পর্যন্ত রাস্তা, এখানে কালভাট রয়েছে ০২ টি।

চরবোরহান লঞ্চঘাট থেকে বিরাজের খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা, এখানে কোন কালভাট নেই।চরবোরহান আদশ্যগ্রাম থেকে এয়ারথান কেল্লা পর্যন্ত রাস্ত মোট ৩ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩ কিঃমিঃ। এখানে কোন কালভাট নেই।পুজাখোলা থেকে কাটাখালি টিলা পর্যন্ত রাস্তা এখানে কালভাট রয়েছে ০২টি। চরঘুনী BWDB থেকে পোলগোড়া হাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩ কিঃমিঃ রাস্তা, এখানে কালভাট রয়েছে০১টি।রামানাত সেন সঃপ্রাঃবিদ্যালয় থেকে পাঞ্চাম আলীরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা, এখানে ১টি কালভাট রয়েছে। হাজিরহাট UZR থেকে দান্দনিয়া BWDB বাধ পর্যন্ত রাস্তা এখানে ১টি কালভাট রয়েছে।নিগাবাদ রেজিঃপ্রাঃবিদ্যাঃ থেকে কাটাখালী BWDB বাধ পর্যন্ত রাস্তা ,এখানে ১টি কালভাট রয়েছে। বাগুরা R&H থেকে কারপুরকাঠী বডার পর্যন্ত রাস্তা, এখানে ১টি কালভাট রয়েছে।

রাস্তা ঘাট

এলজিইডির তথ্য মতে দশমিনা উপজেলাতে মোট রাস্তা সংখ্যা ৩৪৬টি যার দৈ্ঘ্য ৯৩৭.৩৯ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৮৩.৬৬ কিঃমিঃ পাঁকা, ৮২২.১৫ কিঃমিঃকাঁচা ও ৩০.২২ কিঃমিঃ ইটের রাস্তা রয়েছে উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম্য রাস্তার আবস্থানের কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া হল-

চিত্রঃ ১.৪: বাশবাড়িয়া হয়ে দশমিনা উপজেলা যাওয়ার রাস্তা।

উপজেলা রাস্তা

দশমিনা রনগোপালদি থেকে টাগরীরহাট হয়ে পটুয়াখালী (দশমিনার অংশ) পর্যন্ত রাস্তা মোট ১২.৯ কিঃমিঃ, তার মধ্যে পাকা ১২.৯ কিঃমিঃ।বাংগালের হাট থেকে বাশারিয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.৩ কিঃমিঃ, তার মধ্যে পাকা ৪.৩ কিঃমিঃ। দশমিনা থেকে হাজিরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.০৩ কিঃমিঃ,তার মধ্যে ইটের রাস্তা ২.৬৯ কিঃমিঃ। দশমিনা HQ থেকে আলিপুর হাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৬.৮২ কিঃমিঃ,তার মধ্যে পাকা ৬.৮২ কিঃমিঃ । দশমিনা HQ থেকে রাঙ্গাপালদী হাট হয়ে উলানিয়া গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তা মোট ১৫.৭ কিঃমিঃ, তার মধ্যে পাকা ২.১৪ কিঃমিঃ, ইটের রাস্তা ১৩.৫৬ কিঃমিঃ। আলীপুর গ্রথসেন্টার থেকে উলানিয়া গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তা মোট ৯.৫৮ কিঃমিঃ, তার মধ্যে পাকা .৭৫ কিঃমিঃ, কাঁচা ৮.৮৩ কিঃমিঃ। গাছানি গ্রথসেন্টার হাজিরহাট গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তা মোট ৫.৫ কিঃমিঃ,তার মধ্যে পাকা ৫.৫ কিঃমিঃ।বড়গোপালদী গ্রথসেন্টার আলীপুর গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তা মোট ৮.৪ কিঃমিঃ, তার মধ্যে কাঁচা ৮.৪ কিঃমিঃ।বড়গোপালদী গ্রথসেন্টার থেকে আয়শার হাট RHD পর্যন্ত রাস্তা মোট ৮.৫ কিঃমিঃ, তার মধ্যে পাকা ০৫ কিঃমিঃ, কাচা ৩.৫ কিঃমিঃ।

ইউনিয়ন রাস্তা

দশমিনা ইউপি থেকে খাইরহাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৯ কিঃমিঃ,তার মধ্যে কাচা ৩.১৪ কিঃমিঃ,ইটের রাস্তা .০৫ কিঃমিঃ। দশমিনা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আরজবেগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা মোট ৫.৩৫ কিঃমিঃ, তার মধ্যে পাকা ৫কিঃমিঃ, কাচা .৩৫ কিঃমিঃ। দশমিনা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মোল্লারহাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৮.৪ কিঃমিঃ,তার মধ্যে পাঁকা ০১ কিঃমিঃ, কাঁচা ৭.৩ কিঃমিঃ। রাঙ্গাপালদী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে রাবিবাড়ীরহাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.১ কিঃমিঃ, তার মধ্যে পাঁকা ০.৫ কিঃমিঃ, কাঁচা ৩.৩৫ কিঃমিঃ,ইটের রাস্তা .২৫কিঃমিঃ। আলিপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কাপুরিয়াকাতচিরি হাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.৬ কিঃমিঃ,তার মধ্যে পাঁকা ০১ কিঃমিঃ, কাঁচা ৩.৬ কিঃমিঃ। আলিপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পাতাবুনিয়া গ্রথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা মোট৫.১৫ কিঃমিঃ, তার মধ্যে পাঁকা ২.৪ কিঃমিঃ, কাঁচা ২.৭ কিঃমিঃ। বেতাগীসানকিপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জামিরমৃধার হাট পর্যন্ত মোট ৩.১ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে পাঁকা ০১ কিঃমিঃ, কাঁচা ২.৪ কিঃমিঃ। বেতাগীসানকিপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বাংলার হাট HRS পর্যন্ত মোট ৭ কিঃমিঃ রাস্তা, কাঁচা ৭ কিঃমিঃ।বাশঁবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দঃদাশপাটা RHD রোড় পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.১ কিঃমিঃ, কাঁচা ১.৯ কিঃমিঃ। বহরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ঠাকুরের হাট পর্যন্ত রাস্ত মোট ৮ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে পাঁকা ০ কিঃমিঃ, কাঁচা ৫.২ কিঃমিঃ,ইটের রাস্তা ২.৮ কিঃমিঃ। দশমিনা ইউপি থেকে মাছুয়াখালীর হাট পর্যন্ত রাস্ত মোট ৩.৪ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে পাঁকা ০১ কিঃমিঃ, কাঁচা ২.৪ কিঃমিঃ। বাশবাড়ীয়া ইউপি থেকে প্রাইমারী স্কুল হাট পর্যন্ত রাস্ত মোট ৪.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৪.৫ কিঃমিঃ রাস্তা। বাশবাড়ীয়া ইউপি থেকে বগীর বাজার পর্যন্ত রাস্ত মোট ২.২ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.২ কিঃমিঃ রাস্তা। আলীপুর ইউপি থেকে মধুপুরা হাট পর্যন্ত রাস্তায় মোট ৪.৮কিঃমিঃ, কাঁচা ৪.৮ কিঃমিঃ। রাঙ্গাপালদী ইউপি থেকে পাতারচর চন্দের হাট পর্যন্ত রাস্ত মোট ৪ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৪ কিঃমিঃ।

ভিলেজ রাস্তা -এ

চরবোরহান লঞ্চঘাট থেকে বিরাজের খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্ত মোট ২.২ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.২ কিঃমিঃ। চরবোরহান সাইক্লোন সেল্টার থেকে আদাশ্য গ্রাম পর্যন্ত রাস্ত মোট ২.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.৫ কিঃমিঃ। চরবোরহান আদশ্যগ্রাম থেকে এয়ারথান কেল্লা পর্যন্ত রাস্ত মোট ৩ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩ কিঃমিঃ। চরবোরহান লঞ্চঘাট থেকে

জয়নাল চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত মোট ২.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.৫ কিঃমিঃ। মাদ্রাসা চরবোরহান রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় থেকে সাইক্লন সেলটার পর্যন্ত রাস্ত মোট ৩ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩ কিঃমিঃ। পাতারচর সাইক্লন সেল্টার থেকে সত্তার ফরাজির বাড়ি হয়ে দঃ পাতারচর পর্যন্ত রাস্ত মোট ২.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.৫ কিঃমিঃ। পুজাখোলা থেকে কাটাখালি টিলা পর্যন্ত রাস্তা মোট ০৪ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.৪৩ কিঃমিঃ,ইটের রাস্তা১.৫৮ কিঃমিঃ।চরঘুনী BWDB থেকে পোলগোড়া হাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩ কিঃমিঃ। চরঘুনী নিবারকান্দা থেকে আউলিয়াপুর হাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৪ কিঃমিঃ। কালিবাড়ী বান্দা থেকে উলানিয়া UZR পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩.৫ কিঃমিঃ। পাতারচর চন্দেরহাট থেকে রবিবারের হাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.৫ কিঃমিঃ। রামানাত সেন সঃপ্রাঃবিদ্যালয় থেকে পাঞ্চাম আলীরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ১ কিঃমিঃ,ইটের রাস্তা ২কিঃমিঃ রাস্তা রয়েছে। টাঙ্কেরবান্দা থেকে বেতাগী ইউপি বডার পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ১.৫ কিঃমিঃ। টাঙ্কেরবান্দা থেকে আঃরাশেদ ফকিরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোট ৩ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩ কিঃমিঃ।স্লুইজের হাট থেকে বি বি রয় হাইস্কুল হয়ে স্লুইজ RPS পর্যন্ত রাস্তা মোট ৪.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৪.৫ কিঃমিঃ। রামানাতসেন প্রঃবিদ্যাঃ থেকে চান্দেরহাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.৫ কিঃমিঃ। হাজিরহাট UZR থেকে দান্দনিয়া BWDB বাধ পর্যন্ত রাস্তা মোট ২ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২ কিঃমিঃ। গয়নাঘাটা থেকে নায়াভাংগুনি খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৫ কিঃমিঃ। নিগাবাদ রেজিঃপ্রাঃবিদ্যাঃ থেকে কাটাখালী BWDB বাধ পর্যন্ত রাস্তা মোট ৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৫ কিঃমিঃ। R&HRD থেকে পুঃ চরহোস্নাবাদ মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মোট ২ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২ কিঃমিঃ। বাগুরা R&H থেকে কারপুরকাঠী বডার পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৭৮ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ১.৭৮ কিঃমিঃ। রামানাতসেন প্রঃবিদ্যাঃ থেকে চান্দেরহাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ২.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.৫ কিঃমিঃ। এখানে কোন কালভাট নেই। হাজিরহাট UZR থেকে দান্দনিয়া BWDB বাধ পর্যন্ত রাস্তা মোট ২ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২ কিঃমিঃ। গয়নাঘাটা থেকে নায়াভাংগুনি খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা মোট ৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৫ কিঃমিঃ। নিগাবাদ রেজিঃপ্রাঃবিদ্যাঃ থেকে কাটাখালী BWDB বাধ পর্যন্ত রাস্তা মোট ৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৫ কিঃমিঃ। R&HRD থেকে পুঃ চরহোস্নাবাদ মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মোট ২ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২ কিঃমিঃ। বাগুরা R&H থেকে কারপুরকাঠী বডার পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৭৮ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ১.৭৮ কিঃমিঃ। চিকেরগুধি থেকে সিকদারবাড়ী নেহারবারা গোপালদীUZR পর্যন্ত রাস্তা মোট ১.৫কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ১.৫ কিঃমিঃ। বেতাগী সিকদার বাড়ী থেকে চিংগুরিয়ার পুঃপাশ পর্যন্ত মোট ৫কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৫ কিঃমিঃ। বেতাগীহাট থেকে চিংগুরিয়া রোড পর্যন্ত মোট ৩.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩.৫ কিঃমিঃ। খারিজা বেতাগী হাই স্কুল থেকে চিকার স্লুইজ পর্যন্ত মোট ৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৫ কিঃমিঃ। ঠাকুরেরহাট থেকে শরিয়াতিয়া দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত মোট ৬ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৬ কিঃমিঃ। মাছুয়াখালী ব্রীজ থেকে R&H রোড পর্যন্ত মোট ৪ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৪ কিঃমিঃ। সের আলীর মোল্লাবাড়ী থেকে বাগীরোড পর্যন্ত মোট ৩.৪৪ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ১.৮৭কিঃমিঃ,ইটের রাস্তা ১.৫৪কিঃমিঃ। বাগী থেকে গাছানীরোড হয়ে BWDB বাঁধ পর্যন্ত মোট ৪ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৪ কিঃমিঃ। আরোজবেগীর হাট থেকে দশমিনা হয়ে আলীপুর রোড পর্যন্ত মোট ৭ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩.৮৫ কিঃমিঃ, পাঁকা ৩.১৫কিঃমিঃ। সাইদ জাফর ব্রীজ থেকে আরোজবেগী ব্রীজ পর্যন্ত মোট ২.৮ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.৮ কিঃমিঃ। চাঁদপুর হাট থেকে মধুপুর সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত মোট ২.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.৫ কিঃমিঃ। যৌথা ব্রীজ থেকে রাঙ্গাপালদী হাই স্কুল পর্যন্ত মোট ৩.৯ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩.৯ কিঃমিঃ। সিদ্দুকুর আহাম্মেদ মোল্লা বাড়ী থেকে যৌথা সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত মোট ৩ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩ কিঃমিঃ। আলীপুর বাজার থেকে পাতার চর খেয়াঘাট পর্যন্ত মোট ২.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.৫ কিঃমিঃ। পাতারচর খেয়াঘাট থেকে সাইক্লন সেল্টার পর্যন্ত মোট ৩.২৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩.২৫ কিঃমিঃ। পুজাখোলা থেকে হাজিরহাট হয়ে করিম চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত মোট ৩ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩ কিঃমিঃ। পোলগোড়ার হাট হাইস্কুল থেকে কাফুলাবমীর বুন্দন পর্যন্ত মোট ৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৫ কিঃমিঃ। আনোয়ার মেম্বারবাড়ী থেকে গেদাহাজিরহাট পর্যন্ত মোট ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ১.৫ কিঃমিঃ। বানসিবাড়ীয়া মসজিদ থেকে ধুলু হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত মোট ২.৮কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২.৮ কিঃমিঃ। চর বানসিবাড়ীয়া আদশ্যগ্রাম থেকে কমিউনিটি ফেরীঘাট পর্যন্ত মোট ৩.২কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩.২ কিঃমিঃ। যৌথা সাইক্লোন সেন্টার থেকে উলানিয়া UZR পর্যন্ত মোট ৫ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৫ কিঃমিঃ। আলীপুর হাট

চিত্রঃ ১.৫: দশমিনা উপজেলার গ্রাম্য ঝুকিপুর্ন ইটের রাস্তা।

থেকে আজাহার খলিফার বাড়ী পর্যন্ত মোট ৩ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩ কিঃমিঃ। চানপুরা আদশ্য RPS থেকে ডি.চাদপুরা হাফেজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত মোট ৩ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ৩ কিঃমিঃ। যৌথাব্রীজ থেকে কালিবাড়ীবান্দা পর্যন্ত মোট ২ কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ২ কিঃমিঃ। কাদবানু মেম্বরের বাড়ী থেকে পাঞ্চাম আলীখান বাড়ী পর্যন্ত মোট ১.৫কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ১.৫ কিঃমিঃ। নিযাবাদ আশ্রয়ন থেকে রানুয়াহাট পর্যন্ত মোট ৩.৫কিঃমিঃ রাস্তা, তার মধ্যে কাঁচা ১.৫ কিঃমিঃ,পাকা ১.৪ কিমিঃ, ইটের রাস্তা ০.৬ কিঃমিঃ। পুঃআলিপুর যে আর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে টাঙ্কহাট বাধঁ পর্যন্ত ২.৫ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। দশমিনা UP অফিস থেকে লতিফ মেম্বারের বাড়ীর কাছের ব্রীজ পর্যন্ত ২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। গইনাঘাট উত্তর ব্যাংক থেকে বড় গোপালদী UZR পর্যন্ত ৪.৫ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৪.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। গইনাঘাট থেকে বড় গোপালদী UZR পর্যন্ত ২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। W. চরহাদি আদশ্য গ্রাম থেকে E.আদশ্য গ্রাম পর্যন্ত ৪ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। চরহাদি ফরেস্ট অফিস থেকে ভোলা জেলার বর্ডার পর্যন্ত ২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। চরহাদি w.বর্ডার থেকে পুঃ বোপারদের পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তার মধ্যে ১.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। চরহাদি পঃপাশের খাল থেকে পুঃ ভোলা বডার পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৩ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। চরহাদি সাইক্লোন সেন্টার থেকে পুঃদিকের নদী পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৩ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। চরহাদি পুঃনদী থেকে ফরেস্ট গাডেনের কাছে পুঃবডার পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা।

ভিলেজ রাস্তা- বি

চিত্রঃ ১.৬: দশমিনা ইউনিয়নের মাটির রাস্তা।

পুর্ব বেতাগী প্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে চৌমুহনি পর্যন্ত ৪ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। বেতাগী সিকদার বাড়ী থেকে মহিসা ভাংগার খাল পর্যন্ত ১,৬৪ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ১.৬৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। বেতাগী সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে বেতাগী হাট পর্যন্ত ৩.৭ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৩.৭ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। মধুখালি ব্রীজ থেকে দঃআদমপুর ইউনুস দারগির বাড়ী পর্যন্ত ২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। বেতাগী খাল বেড়ী থেকে হাতেম আলী ডাঃবাড়ী পর্যন্ত ২.৫ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। নেহালগঞ্জ বাজার থেকে আদমপুরার হাট পর্যন্ত ২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। BWDB বাধ থেকে গাছানি খান বাড়ী পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ১.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। কাঁটাখালী BWDB বাধ থেকে দশমিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যাঃ পর্যন্ত ৩.৭ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৩.৭ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। সায়েদ জাফর খাল থেকে BWDB বাধ পর্যন্ত ২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। নুরুল হক মৃধার বাড়ী থেকে বেতাগী ইউনিয়ন পরিষদ বডার পর্যন্ত ২.৬ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২.৬ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। টাঙ্খের বুন্দা থেকেবেতাগী ইউনিয়ন পরিষদ বডার পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। কাটাখালী বুন্দা থেকে চন্দের খাল পর্যন্ত ১.৭৫ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ১.৭৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। গুলি সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে ভোলাই শিং সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত ২.৫ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। বড়গোপালদী হাট থেকে শাফের আলীর বাড়ী পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ রাস্তার মধ্যে ২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। দঃ রাম্বালাভ প্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে BWDB বাধ পর্যন্ত ১.২২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ১.২২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। রাম্বালাভ প্রাঃ বিদ্যাঃ থেকে মজিদের বাড়ী পর্যন্ত ২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। চিকের স্লুইজ থেকে পুঃবেতাগী হাট পর্যন্ত ২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। তাছিমুদ্দিনের বাড়ী থেকে রাম্বাল্লাভ দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত ৩.২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৩.২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। হাজী মোজ্জাফফার খানের বাড়ী থেকে কদম আলী রারীর বাড়ী থেকে পর্যন্ত ৪ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। বাশবাড়ীয়া জাহাংগীর মেম্বার বাড়ী থেকে নেদারল্যন্ড হসপিটাল পর্যন্ত ১ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ১ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। আকবর মৃধার বাড়ী থেকে নিরোধ মাস্টার বাড়ী পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ৩ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। বাশবাড়ীয়া শিদু গারজির বাড়ী থেকে আনোয়ার মীরের বাড়ী পর্যন্ত ২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। কচিরখাল বান্দা থেকে মোল্লার হাট হয়ে ইব্রাহিম হাট পর্যন্ত ২ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। বহরামপুর উঃপাশে ওমর আলীর বাড়ী থেকে হরিচরনের বাড়ী পর্যন্ত ১.৩ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ১.৩ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। উঃআদমপুরা মনয়ার আলীর বাড়ী থেকে হাতেম মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ১.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। জিতেন্দ্র শীলের বাড়ী থেকে হামেদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত ১.৭ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ১.৭ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। তালুকদার বাড়ী থেকে উঃ বহরাম্পুর রারীবাড়ী পর্যন্ত ২.৭ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ২.৭ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা। বগুরা তালুকদার বাড়ী থেকে গঞ্জের আলী চৌকিদার বাড়ী পর্যন্ত ১.৪ কিঃমিঃরাস্তার মধ্যে ১.৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা।

টেবিল নম্বর ১.৩: এলজিডি এর তথ্য মতে এক নজরে দশমিনা উপজেলার রাস্তা

রাস্তার প্রকার	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	পাকা (কি.মি.)	কাঁচা (কি.মি.)	এইচ বি বি
উপজেলা রাস্তা	০৯ টি	৯০.৫৮	৪৮.১৬	২৬.২৩	১৬.১৯
ইউনিয়ন রাস্তা	১৫ টি	৭২.৬৯	১৫.০০	৫৪.৫৯	৩.১০
গ্রাম্য রাস্তা এ	১১৫ টি	৩৫২.৭৫	১৩.১৫	৩৩২.৬৭	৬.৯৩
গ্রাম্য রাস্তা বি	২০৭ টি	৪১৯.৬৭	৭.০০	৪০৮.৬৭	৪.০০
মোট	৩৪৬টি	৯৩৭.৩৯	৮৩.৬৬	৮২২.১৫	৩০.২২

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা এল,জি,ই,ডি অফিস, দশমিনা।

সেচ ব্যবস্থা

চিত্রঃ ১.৭: দশমিনা উপজেলার সেচ ব্যবস্থা

মূলত দশমিনা উপজেলার কৃষি নির্ভর এলাকা হওয়ায় কৃষি কাজ এ অঞ্চলের সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস। পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলাটি ধান, বাদাম, আলু, পান, তরমুজ চাষের জন্য বিখ্যাত। এ জেলায় প্রচুর পরিমানে ধান, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, খেসারী, মুগ,তিল, সরিষা, তরমুজ, ও পান প্রভৃতি উৎপাদন হয়।এ অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজের সেচ ব্যবস্থার জন্য নদী, খাল ও বৃস্টির পানি ব্যবহার করে। পাশাপাশি শুস্ক মৌসুমে এন জি ও কতৃক বসানো গভির নলকূপ,শক্তি চালিত পাম্প ব্যবহার করে থাকে। যদিও বর্তমানে ধান চাষ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, তবুও ধানসহ অন্যান্য চাষের জন্য সেচ ব্যবস্হার প্রয়োজন। এ উপজেলাতে মোট নলকুপ সংখ্যা ৪৩৪৭ টি, সরকারী ভাবে বসানো ১৪৩৬ টি গভীর নলকূপ, ২৪২৩ টি আ-গভির নলকুপ, ৪৮৮ টি শক্তি চালিত পাম্প রয়েছে। এ উপজেলাতে কোন বরেন্দ অফিস নেই। কৃষি নির্ভর এ উপজেলায় সেচের আওতাভুক্ত মোট জমি রয়েছে ৩৯,১০৩ হেক্টর । শুষ্ক মৌসুমে এ জমিগুলোতে প্রচুর সেচের প্রয়োজন হয় । তাই সেচ কার্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে নদী, খাল ও বৃস্টির পানির পাশাপাশি এন জি ও কতৃক বসানো আ-গভির, শক্তিচালিত নলকুপ। যা প্রয়জনের তুলনায় খুবই কম।

হাটবাজার

দশমিনা উপজেলা কৃষি ও মৎস প্রধান হলেও এখানে কোন বড় ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। তবে এ উপজেলায় বেশ কয়েকটি স-মিল,আটা ময়দার মিল, ঝালাই শিল্প ও ইট ভাটা ইত্যাদি শিল্প রয়েছে। এ উপজেলা সামুদ্রীক উপকুলিও অঞ্চল হওয়ায় এখানকার প্রায় প্রত্যেকটি হাট বাজারে মৎস চাষ,ধরার উপকন পাওয়া যায়। এই কৃষিজ শস্য বাজারজাত করতে উপজেলায় মোট ২১ টি হাট-বাজার ও ৪টি গ্রথ সেন্টার রয়েছে। তার মধ্যে-আলিপুর হাট, কালামিয়ার হাট, আলিপুর স্লুইজের হাট, আমতলার হাট, নেহালগঞ্জ হাট,দক্ষিন আদমপুর হাট, গছানির হাট, বাশঁবারিয়া লঞ্চ ঘাট। বড়গোপালদিহাট, ঠাকুরের হাট, জমির মৃধারহাট, বেতাগির হাট,নলখলার হাট, আরজবেগির হাট, হাজির হাট। রন গোপালদির হাট, আউলিয়াপুর হাট, জৌতার হাট। এ সব হাটবাজার থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমানে ধান, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, খিসারী, তিল, সরিষা, তরমুজ, ও পান প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। এছাড়াও এ উপজেলায় স্বর্ণকার, কামার,কুমার,ঝালাই শ্রমিক রয়েছে। এখানে ইউনিয়ন ভিত্তিক হাটবাজার গুলি নিম্নে দেওয়া হলঃ

টেবিল নম্বর ১.৪: এক নজরে দশমিনা উপজেলার হাট বাজার

ইউনিয়নের নাম	হাট বাজার
আলিপুর	আলিপুর হাট, কালামিয়ার হাট, আলিপুর স্লুইজের হাট।
বহরমপুর	আমতলার হাট, নেহালগঞ্জ হাট, দক্ষিন আদমপুর হাট।
বাশবাড়িয়া	গছানির হাট, বাশঁবারিয়া লঞ্চ ঘাট।
বেতাগি শাঙ্কিপুরা	বড়গোপালদিহাট, ঠাকুরের হাট, জমির মৃধারহাট, বেতাগির হাট।
দশমিনা	নলখলার হাট, আরজবেগির হাট, হাজির হাট।
রণগোপালদি	রন গোপালদির হাট, আউলিয়াপুর হাট, জৌতার হাট।

তথ্যসুত্রঃ দশমিনা উপজেলা তথ্য বাতায়ন,২০১১

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

একটি এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সম্পদের সমৃদ্ধি সেই এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। গলাচিপা উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রার্থনাস্থান, খেলার মাঠ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ডাকঘর, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, বনায়ন প্রভৃতি সামাজিক সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। অত্র এলাকায় অবস্থিত এনজিও সমূহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করায় তাদেরকেও সামাজিক সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। *(তথ্যসূত্রঃউপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, দশমিনা)*

ঘরবাড়ি

সমুদ্র উপকুলীও অঞ্চল হওয়ায় এ উপজেলার আওতায় ঘরবাড়ি সাধারনত মাটি, গাছ, টিন, বাঁশ, ইট, গোলপাতা, খড়, মাটির টালি, ইট, বালি, রড, সিমেন্ট প্রভৃতি ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়। মাটির প্রকৃতি বেলে ওদোয়াশ। এ অঞ্চলে টিন ও কাঠের তৈরী পাটাতন দোতলা লক্ষ্য করা য়ায়, তাছাড়া এ এলাকায় ইট,বালি,সিমেন্ট,রড় দ্বারা তৈরী দালানকোঠার সংখ্যা খুবই কম। উৎপাদিত শষ্য সংরক্ষণের জন্য ঘরবাড়ি গুলোর কাঠামো পাটাতন ও টপ সিস্টেমের তৈরি করা হয়ে থাকে। *(তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো, ২০১১)*

চিত্রঃ ১.৮: দশমিনা উপজেলার কাঁচা ঘরবাড়ী

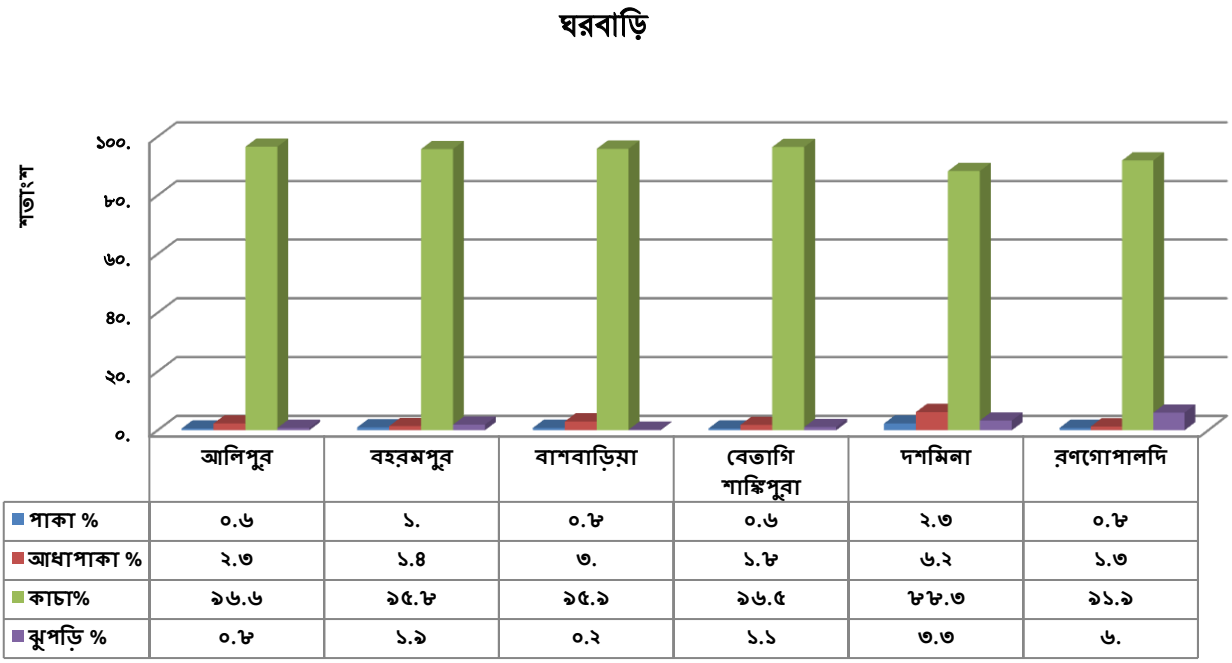

	আলিপুর	বহরমপুর	বাশবাড়িয়া	বেতাগি শাঙ্কিপুরা	দশমিনা	রণগোপালদি
পাকা %	০.৬	১.	০.৮	০.৬	২.৩	০.৮
আধাপাকা %	২.৩	১.৪	৩.	১.৮	৬.২	১.৩
কাচা%	৯৬.৬	৯৫.৮	৯৫.৯	৯৬.৫	৮৮.৩	৯১.৯
ঝুপড়ি %	০.৮	১.৯	০.২	১.১	৩.৩	৬.

গ্রাফচিত্র ১.১: বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক ঘরবাড়ির অবস্থা। *তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১*

গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দশমিনা উপজেলায় সকল ইউনিয়নে শতকরা ১.১% পাঁকা, ২.৮% আধাপাঁকা, ৯৩.৭% কাঁচা এবং ২.৪% ঝুপড়ি জাতীয় ঘরবাড়ি রয়েছে। যেহেতু এই সব ইউনিয়নে কাঁচা ও আধাপাকা ঘরের সংখ্যা অত্যাধিক এবং চর অঞ্চলে ঝুপড়ি ঘর বেশী সুতরাং বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়,জলচ্ছাস, ঘুর্ণীঝড়, নদী ভাঙ্গন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অত্র ইউনিয়নের মানুষ ও গবাদিপশু অত্যন্ত ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় বসবাস করে ও প্রতিবছর ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

পানি

চিত্রঃ ১.৯: দশমিনা উপজেলা উচু টিউবয়েল

দশমিনা উপজেলার খাওয়ার পানির জন্য এ উপজেলাতে মোট নলকুপ সংখ্যা ৪৩৪৭ টি, সরকারী ভাবে বসানো ১৪৩৬ টি গভীর নলকূপ,২৪২৩টি আ-গভির নলকুপ, ৪৮৮টি শক্তি চালিত পাম্প রয়েছে। এ উপজেলাতে কোন বরেন্দ অফিস নেই। যার মধ্যে ৩৪ টি টিউবওয়েল নস্ট রয়েছে। এ উপজেলার মানুষ শতকরা অনুসারে ০.২% ট্যাপ, ৯৪.৬% টিউবওয়েল ও ৫.২% অন্যান্য। উপজেলার খাওয়ার পানির উৎস গভির নলকুপ ব্যাবহার করে থাকে। এ উপজেলায় পানির বর্তমান স্তর ০ থেকে ৫.৩মিটার। পানির বর্তমান স্তর থেকে লেয়ার কম হলে এ আঞ্চলের নলকুপে লবন পানি দেখা যায় না। এ উপজেলাতে ৭০ টি উঁচু টিউবওয়েল রয়েছে যা, বন্যা বা জলচ্ছাসের সময় ডুবে যায় না, উপজেলা জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলি অফিসের তথ্য মতে আলিপুরে ৩৪৩ টি টিউবওয়েলের মধ্যে ০৪ টি নস্ট রয়েছ। বহরাম পুরে ২৫৪ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ০৪ টি নস্ট রয়েছ। বাশবাড়ীয়ায় ৩০৭ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ০২ টি নস্ট রয়েছ। বেতাগী সাঙ্কিপুরে ২৯০ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ০৫ টি নস্ট রয়েছ। দশমিনাতে ৪৫৩ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১৬ টি নস্ট রয়েছ। রনগোপালদীতে ২৮৯ টি সরকারি টিউবওয়েলের মধ্যে ১৫ টি নস্ট রয়েছে। উচু টিউবওয়েল গুলি দূর্যোগের সময় সুপিয় খাবার পানি গামবাসির তৃষ্ণা মিটাতে বিশষ ভুমিকা পালন করে থাকে। *(তথ্যসূত্রঃদশমিনা উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অফিস)*

	আলিপুর	বহরমপুর	বাশবাড়িয়া	বেতাগি শাঙ্কিপুরা	দশমিনা	রাণগোপাল দি
ট্যাপ %	০.১	০	০	০.১	০.৫	০.৪
টিউবওয়েল %	৯৭.১	৯৭.৪	৯৬.৬	৮৫.৯	৯৪.৪	৯৬.৬
অন্যান্য %	২.৮	২.৬	৩.৪	১৩.৯	৫.১	৩.

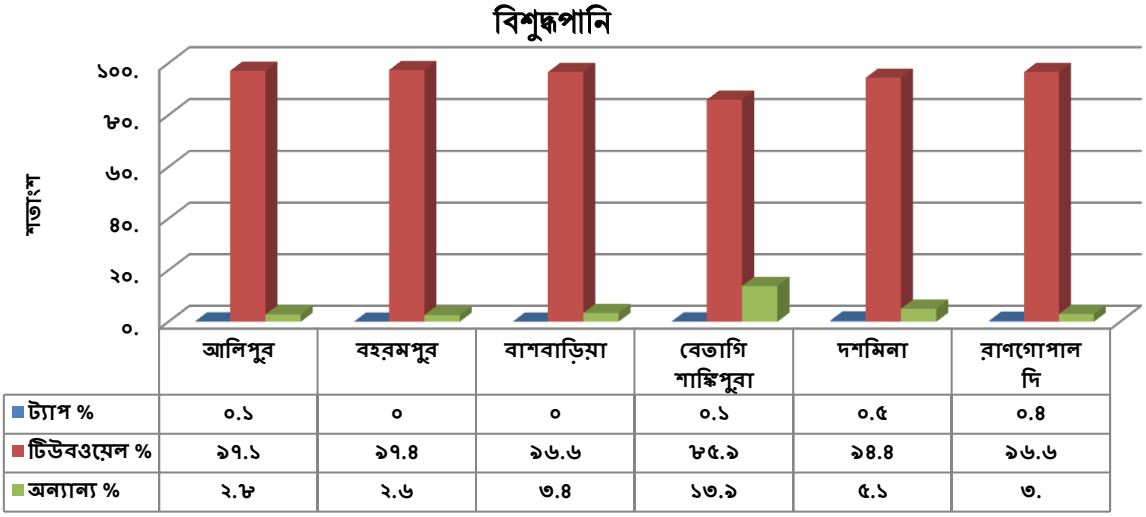

গ্রাফচিত্র ১.২: বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারী পরিবারের শতাংশ হার। *তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১*

গ্রাফ চিত্রের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দশমিনা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে মোট ৯৪.৬%পরিবারের মানুষ খাবার পানির উৎস হিসেবে নলকূপের পানি, ০.২% পরিবারের মানুষ ট্যাপের পানি এবং ৫.২% মানুষ অন্যান্য উৎস যেমন পুকুর, খাল/ খাড়ি, নদী ইত্যাদি থেকে পানি সংগ্রহ ও ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া সহ সকল ইউনিয়নেই বিশুদ্ধ পানির বিকল্প উৎসের বিকল্প ব্যবস্থা নেই। ফলে খরা মৌসুমে যখন ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যায় এবং নলকূপের স্বাভাবিক পানির সরবরাহ ব্যাহত হয় তখন অত্র এলাকার জনসাধারণ বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও প্রসুতি মা এবং গবাদি পশুপাখি ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় পতিত হয়। বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এখন থেকেই যদি বিশুদ্ধ পানির বিকল্প ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা না হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি ভয়ংকর আর্সেনিকের বিস্তার ঘটে

তাহলে এ উপজেলায় মানবিক বিপর্যয় ঘটবে সেকথা সহজেই অনুমেয়। (*তথ্যসূত্রঃদশমিনা উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর) অফিস*

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

চিত্রঃ ১.১০: দশমিনা উপজেলার সিল্ড স্যানিটারি ল্যাট্রিন,

এই উপজেলার সেনিটেশন কভারেজ ৭১.৭১% তাই সঠিক পয়ঃনিস্কাশন ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিশ্চিত করতে দশমিনা উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিজ খরচে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় সাপেক্ষে নলকুপ মেরামত করে দেয়, সরকার নির্ধারিত মুল্যে স্লাব রিং বিক্রয়/সরবরাহ করে, পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করে (সীমিত আকারে), উপজেলা হেড কোয়ার্টারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরির ব্যাপারে জনসাধারণকে পরামর্শ প্রদান করে এবং দুর্যোগকালীন সময়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সহযোগিতামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দশমিনা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার তুলনামূলক পরিসংখ্যান (শতকরা হার) গ্রাফচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল। (*তথ্যসূত্রঃ উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, দশমিনা)*

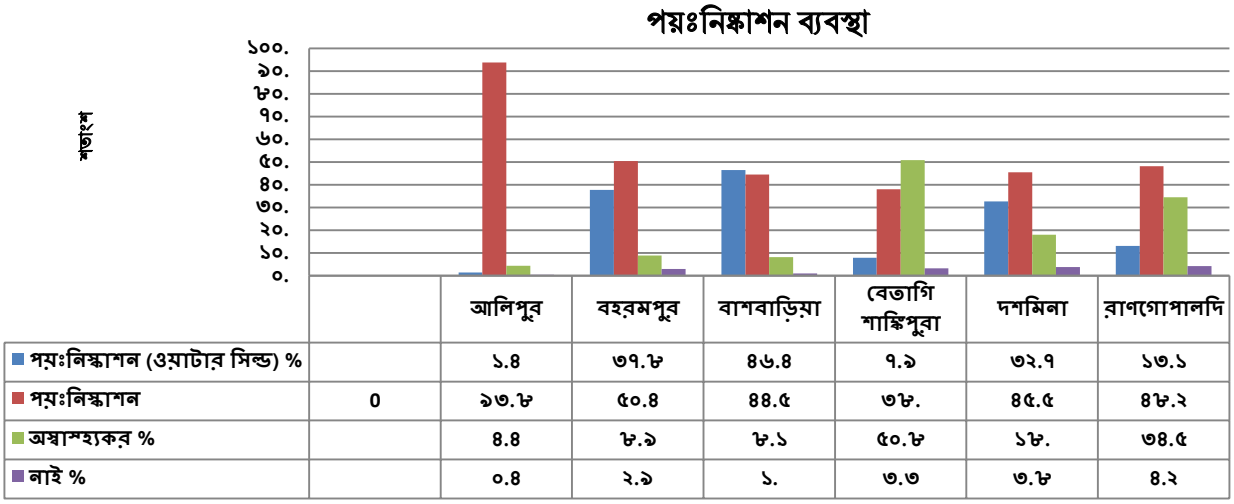

		আলিপুর	বহরমপুর	বাশবাড়িয়া	বেতাগি শাঙ্কিপুরা	দশমিনা	রাণগোপালদি
পয়ঃনিস্কাশন (ওয়াটার সিল্ড) %		১.৪	৩৭.৮	৪৬.৪	৭.৯	৩২.৭	১৩.১
পয়ঃনিস্কাশন	0	৯৩.৮	৫০.৪	৪৪.৫	৩৮.	৪৫.৫	৪৮.২
অস্বাস্থ্যকর %		৪.৪	৮.৯	৮.১	৫০.৮	১৮.	৩৪.৫
নাই %		০.৪	২.৯	১.	৩.৩	৩.৮	৪.২

গ্রাফচিত্র ১.৩: বিভিন্ন পদ্ধতির পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী। তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১

গ্রাফ চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দশমিনা উপজেলায় পয়ঃনিস্কাশনের জন্য ব্যবহার করে শতকরা ২৩.২% ভাগ সিল্ড স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ৫৩.৪% ভাগ নন-সিল্ড স্যানিটারি ল্যাট্রিন ২০.৮% ভাগ নন-স্যানিটারি ল্যাট্রিন, এবং ২.৬% ভাগ পরিবারে স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধা বঞ্চিত। উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন ইউনিয়নে অস্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। স্বাস্থ্যসম্মত (ওয়াটার সীল্ড এবং নন ওয়াটার সীল্ড) পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাও খুবই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা নেই এমন পরিবার রয়েছে ফলে খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী মৌসুমে যখন পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ভেঙ্গে পড়ে তখন অত্র এলাকার জনগন বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এমনকি গবাদি পশুপাখিও মারাত্নক ঝুঁকির মধ্যে পতিত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার

পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলার প্রায় ৬৫% শিক্ষিত, পুরুষ ৬৮%,মহিলা ৬২% পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলাতে ১৪৩ টি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (নতুন রেজীঃসরকারী সহ), বেসরকারি প্রাঃবিদ্যালয় ৩৮ টি, মাধ্যমিক উচচ বিদ্যালয় ১৬ টি, আন্যান্ন ২৬টি,২২ টি মাদ্রাসা সহ সরকারী/বেসরকারি ৪ টি কলেজ রয়েছে। দুর্যোগ কালিন সময়ে এই শিক্ষা প্রতিস্টান গুলি আশ্রয় কেন্দ্র

হিসাবে ব্যাবহার করা হয়। নিম্নে দশমিনা উপজেলায় অন্তর্গত ইউনিয়ন সমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত তালিকা সংযুক্তি ৮: এ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্রঃ ১.১১: দশমিনা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় কাম সেল্টার।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

দশমিনা উপজেলায় ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের মানুষ বাস করে। এ উপজেলায় মসজিদ ১২৬ টি, মন্দির ৪৪ টি, বৌদ্ধ বিহার নেই, প্যাগোডা নেই এবং কোন গির্জা নেই।

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্)

এ উপজেলাতে ৯০ টি ঈদগাঁহ্ রয়েছে। মুসলিম ধর্মের অনুসারিরা বৎসরে ২বার একসংঘে মিলিত হয় ও জামাতে নামাজ আদায় করে। এই ঈদ গা গুলি সাধারনত কোন নিদ্রিস্ট সন্তানের খোলা ময়দান অথবা মসজিদের জামায়ত মাঠকে ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্) হিসাবে ব্যাবহার করে।দুযোগের সময় এই মাঠগুলি আশ্রয় স্থান হিসাবে ব্যবহিত হয়।

চিত্রঃ ১.১২: দশমিনা উপজেলার মসজিদ

চিত্রঃ ১.১৩: দশমিনা উপজেলার ঈদগাঁ ময়দান

স্বাস্থ্য সেবা

উপজেলাতে একটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ০১ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে। উপজেলা সাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র রয়েছে ১৬ টি, ডাক্তার ০৯জন, সিনিয়র নার্স ১৩ জন,সহকারী নার্স ০১জন,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ১১টি, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ১৩ টি, এম.সি.এইচ. ইউনিট ০১টি, এ উপজেলায় সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ২৫,৮৩৩ জন।

চিত্রঃ ১.১৪: দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

ব্যাংক

দশমিনা উপজেলার উল্লেখযোগ্য ব্যাংকসমূহ হল- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক, গ্রামীন কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। এই উপজেলাতে মোট ০৫ টি ব্যাংক রয়েছে।*(তথ্য সূত্র, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ,দশমিনা)*

পোষ্ট অফিস/সাব পোষ্ট অফিস

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ডাক বিভাগেও আধুনিকতার ছোঁয়া বিদ্যমান। দশমিনা উপজেলাতে পোস্ট অফিস/সাব-পোস্ট অফিস ০৭টি। *(তথ্য সূত্র, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ,দশমিনা)*

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র/বিনোদন: দশমিনা উপজেলাতে ২২ টি ক্লাব রয়েছে।নিম্নে টেবিলে ক্রীড়া সংগঠন ক্লাব গুলির কিছু অংশ দেওয়া হল।*(তথ্যসুত্রঃ উপজেলাও ইউনিয়ন পরিষদ,দশমিনা)*

টেবিল নম্বর ১.৫ : দশমিনা উপজেলার ক্লাব / ক্রীড়া সংগঠন।

ক্রীড়া সংগঠন	ইউনিয়ন
উপজেলা পরিষদ একাদশ ক্লাব।	দশমিনা
টিএন্টি একাদশ ক্লাব।	দশমিনা
মোল্লা একাদশ ক্লাব	দশমিনা
উপজেলা পরিষদ একাদশ ক্লাব।	দশমিনা
টিএন্টি একাদশ ক্লাব।	দশমিনা
মোল্লা একাদশ ক্লাব।	দশমিনা
উপজেলা পরিষদ একাদশ ক্লাব।	দশমিনা
টিএন্টি একাদশ ক্লাব।	দশমিনা
মোল্লা একাদশ ক্লাব।	দশমিনা
উপজেলা পরিষদ একাদশ ক্লাব।	দশমিনা
টিএন্টি একাদশ ক্লাব।	দশমিনা
মোল্লা একাদশ ক্লাব।	দশমিনা
মাছুয়াখালী বড় হাজী বাড়ী ক্রিড়া সংঙ্গা।	আলীপুর
বড় গোপালদী ক্রীড়া সংঙ্গা।	আলীপুর
ঠাকুরের হাট ক্রীড়া সংঙ্গা।	আলীপুর
বেতাগী হাট ক্রীড়া সংঙ্গা।	আলীপুর
জমির মৃধা হাট ক্রীড়া সংঙ্গা।	আলীপুর
জলিসা বাজার ক্রিড়া সংঘ।	বাশবাড়ীয়া
কদমতলা হোসনাবাদ ক্রিড়া একাদশ।	বাশবাড়ীয়া
ছোপখালী ক্রিড়া সংঘ।	বাশবাড়ীয়া

তথ্যসুত্রঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ,দশমিনা

বনায়ন

দশমিনা পটুয়াখালির দশমিনা উপজেলাটি একটি দূর্যোগ প্রবণ অঞ্চল। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও লবনাক্ততার কারণে এখানে বনাঞ্চল প্রতিবছর হ্রাস পাচ্ছে। তবে স্থানীয় লোক প্রশাসন ও এনজিও দের উদ্দ্যোগে সামাজিকভাবে বনভূমি সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। বনভূমি প্রায় শতকরা ১২ শতাংশ। এছাড়াও এনজিওদের কর্মতৎপরতার কারনে এলাকার লোকজন এখন স্থানীয় ভাবে সামাজিক বনায়নের উপর যথেষ্ঠ জোর দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবেও চলছে বনায়নের কাজ। দশমিনা উপজেলাতে ১০হেঃ বনায়ন রয়েছে।

চিত্রঃ ১.১৫: দশমিনা উপজেলার একটি সামাজিক বনায়ন।

শিল্প কলকারখানা

দশমিনা উপজেলাইয় শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ ই কৃষি ও মৎস্যের উপর নির্ভরশীল। এ ইউপজেলায় কোন বৃহৎ শিল্প, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, গড়ে উঠেনি, খুবই অল্প সংখ্যক লোক সরকারী চাকরীতে কর্মরত। এ উপজেলাতে ছোট পরিশরে গাছের ব্যবসা, মাছের ব্যবসা, চাল ও ডালের ব্যবসা রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা

এই উপজেলাতে বি এ ডি সি ভিত্তি বীজ ভান্ডার যা বাশবাড়িয়া ইউনিয়ন এ অবস্থিত। এটি বাংলাদেশ এর বৃহত্তম ভিত্তি বীজ ভান্ডার যা ১০৪৪ একর এলাকা ব্যাপী এবং ২০০৯ সালে প্রতিস্থিত।

চিত্রঃ ১.১৬: দশমিনা শিল্প বানিজ্য

চিত্রঃ ১.১৭:দশমিনা উপজেলার বাশবাড়িয়া ইউনিয়নের বৃহত্তম বীজ বর্ধন খামার।

এনজিও / সেবাদানকারী সংস্থা

দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ঝুঁকি প্রবন এলাকা হওয়ায় জনসাধারনের জীবনযাত্রার মান উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সময়ে ব-জি,ও এখানে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। এদের মধ্যে সিসিডিপি, উল্লেখযোগ্য। পরিবার পরিকল্পনা, মাইক্রোক্রেডিট, শিমু শিক্ষা, নারী নির্যাতন, স্যানিটেশন, মাইক্রোক্রেডিট, স্যানিটেশন, দুস্থদের আইনী সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা, চোখের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা, দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, শিশু শিক্ষা।

খেলার মাঠ

দশমিনা উপজেলায় প্রায় প্রতিটি স্কুল সংলগ্ন খেলার মাঠ রয়েছে। এ উপজেলাতে শতাধিক খেলার মাঠের মধ্য ১৫ টি উচু মাঠ রয়েছে। যা দুর্যোগ কালিন সময়ে আশ্রয় স্থান হিসাবে ব্যবহিত হয়।

চিত্রঃ ১.১৮: স্কুল সংলগ্ন খেলার মাঠ দশমিনা উপজেলা

কবরস্থান / শ্মশানঘাট

দশমিনা উপজেলাতে ৫৮ টি কবরস্থান ও ব্যক্তিগত কয়েকটি শ্মশানঘাট রয়েছে। দশমিনা উপজেলা পরিষদের তথ্য অনুসারে গলাচিপা উপজেলাতে কোন সরকারী কবরস্থান নেই এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক শ্মশানঘাট রয়েছে। উত্তর বাশঁবাড়িয়া ও পূর্ব আউলিয়াপুরের কিছু কিছু কবরস্থান জোয়ারের পানি্তে ডুবে যায়। তবে নদীর তীরবর্তী গ্রাম গুলির কবরস্তান গুলি জোয়ারের পানিতে নিম্নজিত থাকে।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

দশমিনা উপজেলায় যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম হিসাবে মুলত সড়ক পথ ও নদী পথকে ব্যাবহার করে থাকে। রিক্সা, মটর সাইকেল, নছিমন এ অঞ্চলের যাতায়তের প্রধান মাধ্যম। এ উপজেলার রাস্তার দৈর্ঘ্য ৮৯৫.০৪ কিঃমিঃ। উপজেলা রাস্তা ৯ টি যার মোট দৈর্ঘ্য ৭৫.০৫ কিঃমিঃ, গ্রামীণ সড়ক A ১১৫ টি যার দৈর্ঘ্য ৩৩৬.৭২ কিঃমিঃ, গ্রামীণ সড়ক B ২০৬ টি যার দৈর্ঘ্য ৪১২.৬৬ কিঃমিঃ। *(তথ্যসূত্রঃ এলজিইডি, দশমিনা উপজেলা)*

বন ও বনায়ন

দশমিনা উপজেলায় গাছপালা ও বনায়নের জন্য যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। এই উপজেলাতে প্রচুর ফলের গাছ আছে যার ফলে সবুজে ভরা এ অঞ্চলে গাছপালার কোন কমতি নেই। আমগাছ ছাড়াও এখানে প্রচুর আকাশমনি, শিশু, জামরুল, ইউক্যালিপ্টাস, অর্জুন, আকাশিয়া, বাবলা, বরই, সফেদা গাছ রয়েছে। এ উপজেলায় সরকারিভাবে ১০ হেক্টর বনায়ন রয়েছে যা উপজেলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। *(তথ্যসুত্রঃ উপজেলাও ইউনিয়ন পরিষদ,দশমিনা)*

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

জলবায়ু বলতে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট সময়ের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, তুষারপাত, শিশিরপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা ও আর্দ্রতা সম্বলিত গড় আবহাওয়াকে বুঝায়। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার পরিমাণ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো উদ্ভিদ ও আবাদি ফসলের ধরণ নির্ধারণ করে। তাই ঋতুভেদে বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। জলবায়ুর উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখাযায় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এ উপজেলায়ও ক্রান্তিয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে প্রধানত তিনটি মৌসুম জোরালো ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ বর্ষণ এ সময় হয়। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রকোপ প্রধানত মে-নভেম্বর মাসে বেশী হয়। কোন কোন বছর এ অঞ্চল ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে। শীতকাল আরম্ভ হয় নভেম্বরে এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল, কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাস্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে। একে 'কালবৈশাখী' বলা হয়। এ সময় শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

বৃষ্টিপাতের ধারা

বৃষ্টিপাতের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শীতকালে গড় বৃষ্টিপাত ১১ মিলি মিটার, যা ঐ সময়ের বাস্পীভবনের পরিমাণের চেয়ে কম। দীর্ঘ মেয়াদী পরিসংখ্যানে আরো দেখাযায় যে, বছরে শীত মৌসুমে ৪/৫ মাস প্রায় শুষ্ক থাকে, আবার বর্ষা মৌসুমে কোন মাসে মাত্রাধিক বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের মাসিক হার ৭৫মিঃমিঃ এর কম বিধায় এ মাস গুলোকে শুস্ক মাস বলা চলে। গড় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা যথাক্রমে নীচে দেখানো হলো- দশমিনা উপজেলার আবহাওয়া পটুয়াখালী কেন্দ্রের আবহাওয়ার প্রায় অনুরূপ হবে বলে ধরা যায়।

টেবিল নম্বর ১.৬: পটুয়াখালী আবহাওয়া কেন্দ্রের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)

মাস	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুল	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	বাৎসরিক
বৃষ্টিপাত	১৩	১৬	৪৮	১০৯	২৭৪	৫৭৯	৬০০	৫২৪	৪০১	১৭৭	৬২	২০	২৮২৩

মৌসুম	মৌসুমের গড় বৃষ্টিপাত
রবি মৌসুম (নভেম্বর- ফেব্রুয়ারি) প্রাক-খরিপ মৌসুম (র্মাচ-মে) খরিপ মৌসুম (জুন-অক্টোবর)	১১১ ৪৩১ ২,২৮১

তথ্য সূত্রঃ জেলা তথ্য বাতায়ন,পটুয়াখালী, ডিসেম্বর ২০১৩

শীত ও গ্রীষ্মে এই জেলার তাপমাত্রায় যথেষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। পটুয়াখালী আবহাওয়া কেন্দ্রের দীর্ঘমেয়াদী গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)

টেবিল নম্বর ১.৭: বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা

মাস	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	বাৎসরিক
তাপ মাত্রা	১৯.০	২১.৮	২৬.২	২৭.৯	২৮.৮	২৮.২	২৭.৪	২৭.৫	২৭.৪	২৭.৭	২৪.৯	২০.৬	২৫.৬

তথ্য সূত্রঃ বাংলাদেশ জেলা তথ্য বাতায়ন,পটুয়াখালী, ডিসেম্বর ২০১৩

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর:
পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ০ থেকে ৫.৩ মিটার। বিস্তারিত পানি চ্যাপ্টারে দেওয়া হয়েছে।

১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার
উপজেলার ভূভাগ সমতল থেকে কিছুটা অসমতল পলল ভূমির ডাংগা ও বিল নিয়ে গঠিত। এ উপজেলাকে প্রধানতঃ দু'টি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ (ক) কটাল পলল ভূমি এবং (খ) মেঘনা পলল ভূমি। উপজেলার মোট নীট ফসলী জমির পরিমান ১৬,৫০০হেক্টর,যার মধ্যে মোট ফসলী জমি ৩৯,১০৩ হেক্টর। এর মধ্যে এক ফসলী জমি ৩০১৫ হেক্টর, দুই ফসলী জমি ৪৩৬৭ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমি ৯০১৮ হেক্টর। মোট খাস জমি ১৩৪৪৮.৬৪ একর, কৃষি জমি ১৩৪৪৫.৭৭ একর, অকৃষি জমি ২.৮৭ একর, বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি জমি ৫৩৩.২৭ একর (কৃষি) রয়েছে।

কৃষি ও খাদ্য
প্রধান উৎপন্ন ফসল ধান, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, খিসারী, তিল, সরিষা, তরমুজ, ও পান। এছাড়া অত্রএলাকাতে প্রচুর মৌসুমি শাক-সবজি উৎপাদিতৎ হয়। উপজেলাতে মোট জমির পরিমাণ ২৩,৮৩৪ হেক্টর, নীট ফসলী জমি ১৬,৫০০ হেক্টর, মোট ফসলী জমি ৩৯,১০৩ হেক্টর, এক ফসলী জমি ৩,০১৫ হেক্টর, দুই ফসলী জমি ৪,৩৬৭ হেক্টর ও তিন ফসলী জমি ৯,১১৮ হেক্টর। মোট খাস জমি ১৩৪৪৮.৬৪ একর, কৃষি ১৩৪৪৫.৭৭ একর, অকৃষি ২.৮৭ একর, বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি জমি ৫৩৩.২৭ একর। দশমিনা উপজেলায় পুকুরের সংখ্যা ১১,৮৮৪টি। এ উপজেলায় বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা পূরনের এর মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব। তাই দশমিনা উপজেলায় মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন এই বিপুল সম্ভাবনা মাছ উৎপাদনের জন্য সক্ষম। এ উপজেলায় বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা পূরনের এর মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব। পূর্বে দশমিনা উপজেলায় প্রায় প্রতিটি পরিবারে কম বেশি গরু-ছাগল রয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি ও গোখাদ্যের অভাবে পশুসম্পদ দিন দিন অনেক কমে যাচ্ছে। বর্তমানে ২২ টি গবাদিপশুর খামার, উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা ১১ টি, ৯৬টি ব্রয়লার মুরগীর খামার রয়েছে যা মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলতে এবং অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

চিত্রঃ ১.১৯: দশমিনা উপজেলার কৃষিক্ষেত

নদী
বাংলাদেশ একটি নদী মাত্রিক দেশ। এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে জালের মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। নদী বিধৌত পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলাতে তেতুলিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এ উপজেলায় ২টি বড় নদী তেতুলীয়া নদী ও বুড়া গৌরঙ্গা নদী, ঠাকুরের হাট নামে ছোট ১টি নদী সহ মোট ৩টি নদী রয়েছে। দশমিনা উপজেলার ১নং রণগোপালদী ইউনিয়নের পুর্ব পাশ দিয়ে পাতার চর চন্দ্রর হাট হয়ে আলীপুর ইউনিয়নের পুর্ব দিক হয়ে কালারানীর হাটের পাশ দিয়ে আরোজবেগীর হাট হয়ে দশমিনা ইউনিয়নের হাজীর হাট হয়ে বাশঁবাড়ীয়া প্রঃ স্কুল হাট এর পুর্ব পাশ হয়ে বহরামপুর গেদার হাট পর্যন্ত তেতুলিয়া নদী বহমান।

চিত্রঃ ১.২০: দশমিনা উপজেলার তেঁতুলিয়া নদী

খাল

পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার ০৬টি ইউনিয়নের মধ্য অসংখ্য খাল রয়েছে। বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়নের মধ্যে দিয়ে একটি খাল রয়েছে। যা দশমিনা হতে মাছুয়াখালীর মধ্যে দিয়ে বড়গোপালদী, ঠাকুরের হাট,বামভল্লব,জমির মৃধার হাট, চন্দ্রাবা এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। দশমিনা ইউনিয়নের মধ্য রয়েছে দশমিনার খাল, চরহোনাবাদের খাল, আরজবেগীর খাল, কাটা খালীর খাল,তেতুলীয়া নদী, নলখলা খাল ও সৈয়দ জাফর খালগুলির খাল, খলিশাখালীর খাল, পোনহুরা হাঠখোলা খাল, ধলাপাড়া খাল, জিমতলা খাল, হোগলা খাল, কুমারখালী খাল, দশমিনা ভাড়ানী খাল। দশমিনা হয়ে বড় গোপালদী দিয়ে আলীপুর ইউনিয়নের মধ্যে দিয়ে একটি খাল রয়েছে,যা আলীপুর হতে উলানিয়া মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই খালগুলির মোট দৈর্ঘ্য আনুমানিক ৪০-৫০ কিঃমিঃ। *(তথ্যসুত্রঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ,দশমিনা)*

চিত্রঃ ১.২১: দশমিনা উপজেলার মাছুয়াখালি খাল।

পুকুর

ওয়েব পোর্টাল ২০১১, অনুসারে পুকুর সংখ্যা ৭,৪৫৪ টি । দশমিনা উপজেলা মৎস্য অফিস পুকুর জরিপের তথ্য অনুযায়ী উপজেলাতে বর্তমান মোট পুকুর ১১,৮৮৪ টি। এর মাঝে ব্যবহার উপযোগী ছিল শতকরা ৬০ ভাগ পুকুর। এ উপজেলায় মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে ১০%এবং পারিবারিক চাহিদা মেটাতে ৯০%পুকুর ব্যবহার করা হয়। *(তথ্যসুত্রঃদশমিনা উপজেলা মৎস্য অফিস)*

চিত্রঃ ১.২২: দশমিনা উপজেলার পুকুরে মৎস্য চাষ।

লবণাক্ততা

উপজেলাতে সাভাবিক সময়ে লবনাক্ততা স্বাভাবিক সময়ে সহনীয় মাত্রায় হলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক ধ্বংসাত্বক প্রভাব খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। তবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলচ্ছাস ও বন্যার কারনে কৃষি জমিতে লবনাক্ততা বেড়ে গিয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ উপজেলাতে কোন লবনাক্ততা নাই । *(তথ্যসুত্রঃ দশমিনা উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অফিস)*

আর্সেনিক দুষণ

এই উপজেলার আর্সেনিক প্রবনতা ৩০% এ অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষনাগার সমূহে নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে নলকূপের পানির আর্সেনিক, ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয় হলেও আর্সেনিকের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রয়ে। *(তথ্যসুত্রঃ দশমিনা উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অফিস)*

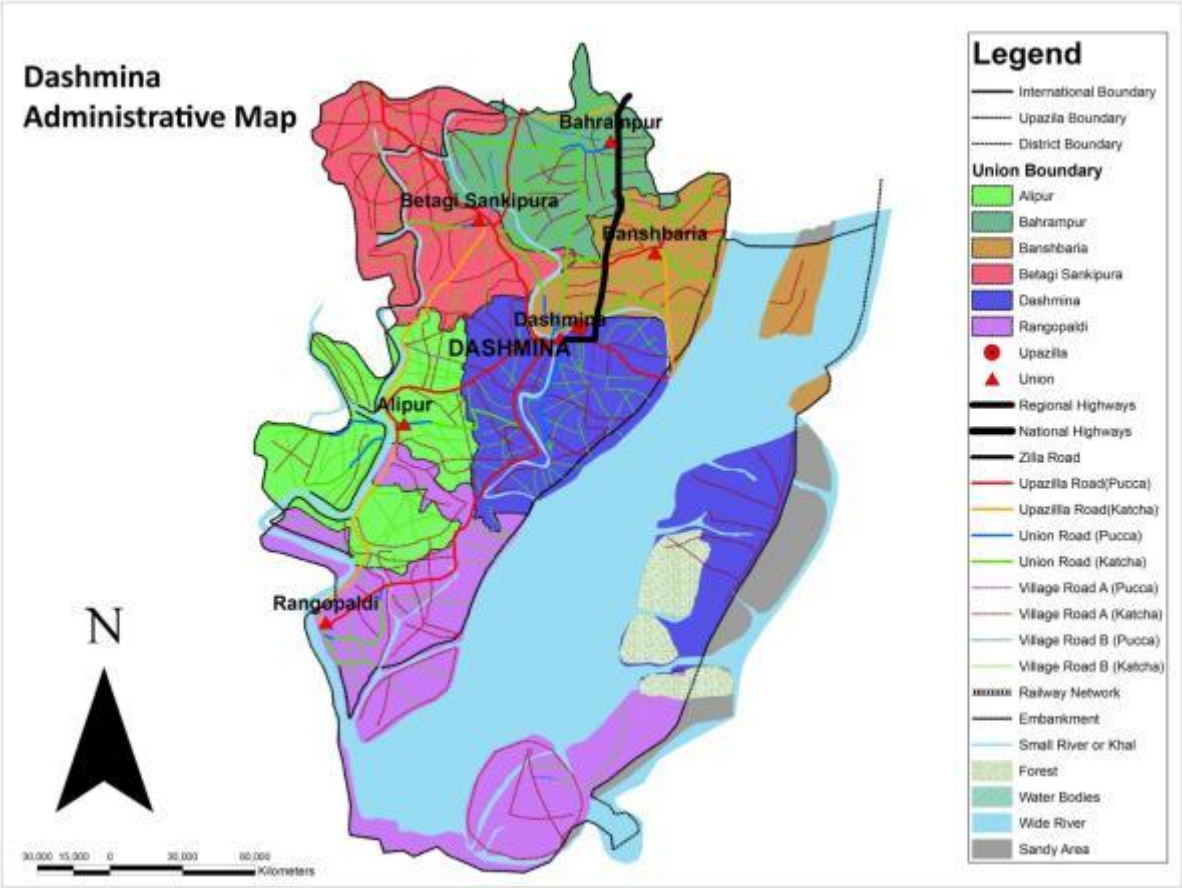
Dashmina
Administrative Map
Bahrampur
Betagi Sankipura
Banshbaria
Dashmina
DASHMINA
Alipur
Rangopaldi
N
30,000 15,000 0 30,000 60,000
Kilometers
Legend
International Boundary
Upazila Boundary
District Boundary
Union Boundary
Alipur
Bahrampur
Banshbaria
Betagi Sankipura
Dashmina
Rangopaldi
Upazila
Union
Regional Highways
National Highways
Zilla Road
Upazilla Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Small River or Khal
Forest
Water Bodies
Wide River
Sandy Area

দ্বিতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

চিত্রঃ ২.১: দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

দুযোগ হল একটি মারাত্বক পরিস্থিতি যা প্রকৃতি বা মানব সৃস্ঠ আপদের ফল দেখা দেয়। সাধারন অর্থে দুর্যোগ বলতে আপদ বোঝায় কিন্তু সব আপদই দুর্যোগ নয়। আপদ ও বিপাদাপন্নতা এ দুটি উপাদান একত্রে হলেই তাকে দুর্যোগ বলে। দশমিনা উপজেলাটি বাংলাদেশের দক্ষিন প্রান্তে অবস্থিত পটুয়াখালি জেলার একটি উপজেলা হওয়ায়, উপজেলাটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ শিকার হয়। এই উপজেলার আয়তন ৩০০.৭৪ বর্গ কিলোমিটার যেখানে ১,১৮,১৮০ জন (প্রায়) জন মানুষ বসবাস করে। বঙ্গাপ্রসাগরের উপকুলবর্তী অঞ্চল হওয়ায় নিচুভুমি ও সমুদ্র হতে অরক্ষিত। বঙ্গাপ্রসাগরের আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজ এর মত। শীর্ষ ভাগে রয়েছে বাংলাদেশের সম্পুর্ন উপকুলীয় অঞ্চল সুতারং অন্যান্ন উপকুলীয় অঞ্চলের মত এ উপজেলার ঝুকি অনেক বেশি। কালবৈশাখী ঝড়, জলচ্ছাস, সাইক্লোন, টর্নেডো, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, নদীভাঙ্গান, শৈত্যপ্রবাহ, এই অঞ্চলের দূর্যোগ। প্রায় প্রতিবছরই উল্লিখিত দুর্যোগসমূহ দেশের কোন না কোন অঞ্চলে আঘাত হেনে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। সার্বিক দুর্যোগের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। পূর্বে ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮,২০০০,-২০০৯ ও ২০১৩ সালে উপজেলার ব্যাপক বন্যা ও জলোচ্ছাস হয়। ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ সালে সিডর বাংলাদেশের ১২টি জেলায় বেশি আঘাত হানে যার মধ্যে চারটি জেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পটুয়াখালি জেলা তার মধ্যে অন্যতম। সিডরে এ জেলায় ৪৫৭ জন লোক মারা যায়। তাছাড়া এলাকার বনায়ন, ফসলী জমিসহ ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ২৫ মে, ২০০৯ সালে আইলায় পটুয়াখালিতে ৭,৮১,৯২৬ জন আইলার শিকার হয়, যার মধ্যে দশমিনা উপজেলার ২০০টি পরিবার অন্তভুক্ত রয়েছে। বিশেষ করে দশমিনা উপজেলার উত্তর রনগোপালদী শরিফ জোমাদ্দার বাড়ী থেকে পশ্চিম দিকে আমির উদ্দিন চৌকিদার বাড়ী হইয়া কালীবাড়ী বাড়ী বাধঁ পর্যন্ত ১০ কিঃমিঃ ভেড়ী বাধঁ ও উত্তর চরঘুণী লঞ্চঘাট হইতে দঃদিকে আইজ উদ্দিন চৌকিদার বাড়ী পশ্চিম পাশদিয়া ফকিরবাড়ী বাধঁ ঘাট পর্যন্ত ০৩ কিঃমিঃভেরীবাধঁ যা বর্তমানে ১০০০-১৫০০ ফিট রয়েছে যা পূর্ণ নির্মন দরকার, এই বাঁধ ভেঙ্গে লবনাক্ত সামুদ্রিক পানিতে প্লাবিত হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ও কৃষিজমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় চর বরহান, চরহাদি, চরশাহাজালাল, দশমিনা, বাঁশবাড়িয়া ও রণগোপালদি ইউনিয়ন। ২০১৩ সালে মহাসেন ঝড়ের আঘাতে এ এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এসব দুর্যোগের কারণে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, পশুসম্পদ ও জীববৈচিত্রসহ অন্যান্য কর্মকান্ড মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও জলবায়ু পরিবরতিনের ফলে হঠাৎ করে তেতুলিয়া নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে চরাঞ্চলের প্রায় ১৫০০ টি পরিবারকে গৃহহারা হতে হয়। এছাড়া প্রতিবছর জলোচ্ছাসের কারণে ফসলী জমির এবং দরিদ্র মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জনগনের মাথাপিছু আয় কমেছে, বেড়েছে দারিদ্রতা ও বাড়ছে মানুষের স্বাস্থ্যহানির প্রবনতা,তাছাড়া বৃক্ষনিধন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভারসাম্যহীনতার কারণে দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ কবলিত হতে পারে। বিশ্লেষন অনুযায়ী ঘূর্ণি ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, নদী ভাঙ্গান, কালবৈশাখী এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। দুর্যোগে ক্ষতির পরিমান, ঘটার সময়কাল, এবং ঘটার সময়, ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমুহ ছক আকারে দেয়া হল-

টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাত /উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
ঘূর্ণীঝড়	২০০৪, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১৩	বেশি	কৃষি সম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা
		মাঝারী	মৎস্য, গবাদিপশু
জলচ্ছাস	২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩	বেশি	মৎস্য, স্বাস্থ্য খাত, অবকাঠামো,
		মাঝারী	কৃষি সম্পদ, প্রানীসম্পদ, যোগাযোগ
বন্যা	১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ , ২০০৪, ২০০৯	বেশি	কৃষি, মানব সম্পদ, অবকাঠামো
		মাঝারী	মৎস্য, প্রানীসম্পদ, যোগাযোগ
নদী ভাঙ্গান	১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৮,এবং ২০০৯, ১৬ই মে ২০১৩সাল।	বেশি	কৃষি, অবকাঠামো, রাস্তাঘাট ইত্যাদি
		মাঝারী	মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ,
কালবৈশাখী	১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৭ ও ২০০৫, ৬ই মে ২০০২সাল।	বেশি	কৃষি, মানব সম্পদ, অবকাঠামো
		মাঝারী	মৎস্য, প্রানীসম্পদ, যোগাযোগ

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

২.২ উপজেলার আপদ সমুহ

দশমিনা উপজেলাটি কৃষি নির্ভরও সমুদ্র উপকুলিয় নিকটবর্তী অঞ্চল হওয়ায় এ উপজেলায় বসবাসকারীদের বেশী বেশী দূর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। যে আপদগুলো এ দুর্ভোগের জন্য দায়ী এবং জনজীবনে ক্ষয়ক্ষতির অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নে দেওয়া হল-

টেবিলঃ২.২: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপজেলার আপদ সমুহ

উপজেলার সকল ইউনিয়নের সম্মিলিত আপদ সমূহ		উপজেলার চিহ্নিত আপদ সমূহ ও আপদের অগ্রাধিকার
প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ		
১. তাপদাহ	১২. ভূমিকম্প	
২. বন্যা	১৩. ঘূর্ণি ঝড়	
৩. পানির স্তর	১৪. জলাবদ্ধতা	
৪. অতিবৃষ্টি	১৫. অনিয়মিত বৃষ্টিপাত	
৫. শৈত্যপ্রবাহ	১৬. টর্নেডো	১. ঘূর্ণি ঝড়
৬. খরা	১৭. শিলাবৃষ্টি	২. জলোচ্ছাস
৭. নদীভাঙ্গন	১৮. বজ্রপাত	৩. বন্যা
৮. ঘনকুয়াশা	১৯. ইঁদুরের আক্রমণ	৪. নদী ভাঙ্গন
৯. জলোচ্ছাস	২০. ফসলে পোকার আক্রমণ	৫. কালবৈশাখী
১০. আর্সেনিক	২১.।লবনাক্ততা	
মানবসৃষ্ট আপদ		
২২. অগ্নিকান্ড	২৪. ভূমি দখল	
২৩. অপরিকল্পিত অবকাঠামো স্থাপন		

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রের বিস্তারিত বর্ননা

ঘূর্ণি ঝড়

পটুয়াখালির দশমিনা উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না.যার ফলে এলাকার প্রায় ২০ শতাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রতি বছর জলোচ্ছাস হলেও ২৩শে মে ২০০৪, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৪, ১১ই মাচ ২০০৫, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, ১৫ই নভেম্বর ২০০৮, ২৫শে মে ২০০৯, ৮ই অক্টোবার ২০১০, ১৬ই জুন ২০১১, ১৬ই মে ২০১৩সালের ঘূর্ণি ঝড় ছিলো ব্যপক। *(তথ্যসূত্র: উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, দশমিনা)*

চিত্রঃ ২.২: ঘূর্ণি ঝড়ে বিদ্ধস্ত উপজেলার একটি গ্রাম।

জলোচ্ছাস

পটুয়াখালির দশমিনা উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। তাছাড়া পূর্ণিমার প্রভাবে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে উপজেলার বেড়িবাধ ভেঙ্গে ফসলী জমি-মাছের ঘের ও বাসাবাড়ি তলিয়ে যায়। খাবার পানির প্রকট অভাব দেখা দিয়ে থাকে। এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না, যার ফলে এলাকার প্রায় ২০ শতাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রতি বছর এ উপজেলায় জলোচ্ছাস হলেও ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, ১৫ই নভেম্বর ২০০৭, ১৫ই নভেম্বর ২০০৮, ২৫শে মে ২০০৯ ও ১৬ই জুন ২০১১, ১৬ই মে ২০১৩ সালের জলোচ্ছাস ছিলো ব্যপক। *(তথ্যসূত্র: উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, দশমিনা)*

চিত্রঃ ২.৩: দশমিনায় পূর্ণিমায় পানিবন্দী আউলিয়াপুর গ্রাম।

বন্যা

পটুয়াখালির দশমিনা উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। এখানে আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত বন্যা অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে কোন ফসল চাষ করা যায় না। প্রতি বছর বন্যা হলেও ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালের বন্যা ছিলো ব্যাপক।*(তথ্যসূত্র: উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, দশমিনা)*

চিত্র ২.৪: বন্যা প্লাবিত দশমিনা উপজেলা

নদী ভাঙ্গন

দশমিনা উপজেলার প্রতিটি অঞ্চলে জালের মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী। নদী বিধৌত এ উপজেলাতে ছোট বড় মিলিয়ে ০৩ টি নদী রয়েছ। ছাড়া দশমিনা উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদীগুলো হলো তেঁতুলিয়া ও বুড়া গৌরঙ্গ নদী ও ঠাকুরের হাট নামে পরিচিত। পটুয়াখালির দশমিনা উপজিলার নদীর তীরবর্তী গ্রাম, চর বাশদিয়া, সোনারচর, দশমিনা ইউনিয়ন, চর হাদীর ২০০ পরিবার বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ উপজেলায় নদি ভাঙ্গনকে একাটি বড় আপদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আপদের কারনে উপজেলার মানুশের শত শত একর ফসলি জমি এবং চর অঞ্চলের বসবাসরত মানুষের বসতবাড়ি জমি নদি গর্ভে চলে যায়। যার ফলে তারা গৃহহীন হয়ে পরে। প্রতি বছর নদি ভাঙ্গানের কারনে চর অঞ্চল লোকজনকে দুর্বিসহ জীবন কাটাতে হয়। ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ , ২০০৪, ২০০৮,এবং ২০০৯, ১৬ই মে ২০১৩সাল সালের নদী ভাঙ্গন ছিল ব্যাপক।*(তথ্যসূত্র: উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস,দশমিনা ।)*

চিত্রঃ ২.৫: নদী ভাঙ্গনে দশমিনা উপজিলার নদীর তীর।

কালবৈশাখী

১৫-২০ বছর পূর্বে এ এলাকায় কালবৈশাখী ঝড় স্বাভাবিক মাত্রায় ছিলো। কিন্তু ঋতু বৈচিত্রের কারনে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝড়ের প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে জানমাল ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।প্রতি বছর পটুয়াখালির দশমিনা উপজেলাতে কালবৈশাখির আঘাতে কম বেশি ক্ষতি হলেও ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৭ ও ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ছিলো উল্লেখযোগ্য।*(তথ্যসূত্র: উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, দশমিনা।)*

চিত্রঃ ২.৬ দশমিনা উপজেলার কালবৈশাখী ঝড়।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

দশমিনা উপজেলার ঘূর্ণি ঝড়, জলোচ্ছাস ,বন্যা, নদীভাঙ্গন , কালবৈশাখী, প্রভৃতি আপদ গুলোর প্রভাবে প্রভাবে বিপদাপন্ন হচ্ছে উপজেলার প্রায় ১১৭০৩৭ জন জন জনগোষ্ঠী। এছাড়া ও প্রাণীকুল, মৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামোগুলোও বিপদাপন্নের বাইরে নয়। তাই এই বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এখানে বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্তির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে এবং সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে। কোন কোন এলাকা কি কি কারনে কিভাবে বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে দেখানো হল:-

টেবিলঃ ২.৩ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
ঘূর্ণিঝড়	• বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয় • যোগাযোগের কষ্ট হয় • কবর স্থান ডুবে যায়। • মানবসম্পদের ক্ষতি হয় • অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। • মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয • খাবার পানির অভাব হয় • পশুসম্পদের ক্ষতি হয় • শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	• দশমিনা উপজেলায় ৩৯ টি স্কুল কাম সাইক্লোন সেন্টার রয়েছে। • দশমিনা উপজেলায় ১৪৭.০০ কিঃমিঃ, উঁচু পাকা রাস্তা রয়েছে। • দশমিনা উপজেলায় ২০টি উঁচু টিউবয়েল রয়েছে।
জলোচ্ছ্বাস	• যোগাযোগের কষ্ট হয় • মানবসম্পদের ক্ষতি হয় • অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। • মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয • খাবার পানির অভাব হয় • পশুসম্পদের ক্ষতি হয় • শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	• পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপাজেলতে ৩৯ টি সাইক্লোন সেন্টার আছে • এই উপজেলার ০৬ টি ইউনিয়নের ১৫ টি কবরস্থান উচু আছে। • দশমিনা উপজেলায় মোট ৩৫.৫ কিমিঃ দৈঘ্য বাঁধ রয়েছে। তার মধ্যে একটি বাঁধ ৩৫কিঃমিঃ পানপট্টি লঞ্চ ঘাট থেকে সুনির বাধ হাট পর্যন্ত। • পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলায় দশমিনা।কিঃমিঃ উচু রাস্তা রয়েছে।
বন্যা	• বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয় • যোগাযোগের কষ্ট হয় • কবর স্থান ডুবে যায়। • মানবসম্পদের ক্ষতি হয় • অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। • মৎস্যসম্পদের ক্ষতি হয • খাবার পানির অভাব হয় • পশুসম্পদের ক্ষতি হয় • শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	• দশমিনা উপজেলার পানি নিষ্কাশনের মাধ্যম হল রাবনাবাদ, তেঁতুলিয়া, বুড়াগোরাঙ্গো নদী ও দশমিনার খাল, চরহোনাবাদের খাল, আরজবেগীর খাল, কাটা খালীর খাল, তেতুলীয়া নদী, নলখলা খাল, সৈয়দ জাফর খাল, গুলির খাল, খলিশাখালীর খাল, • দশমিনা উপজেলা ২০ টি উঁচু টিউবওয়েল রয়েছে। • দশমিনা উপজেলাইয় ৬ ফুট উঁচু মোট- ৩৫ কিঃমিঃ বাঁধ রয়েছে। • দশমিনাউপজেলা ১৫ টি কবর স্থান উঁচু রয়েছে। • পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলায় ১৪৭.০০ কিঃমিঃ উচু রাস্তা রয়েছে। • দশমিনা উপজেলার ১০ হেক্টর বনায়ন রয়েছে।
নদীভাঙ্গন	• নদীভাঙ্গনে কৃষি জমিসহ ফসলের ক্ষতি হয়। • যোগাযোগের কষ্ট হয় • মানব সম্পদের ক্ষতি হয় • অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। • মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয়। • পশু সম্পদের ক্ষতি হয়।	• দশমিনা উপজেলায় কলেজগেট থেকে চরহাদী পর্যন্ত ০৬ কিঃমিঃ রাস্তা সদৃশ বাঁধ রয়েছে যা আকস্মিক বন্যা মোকাবেলায় এ উপজেলার জন্য দূর্গ হিসাবে কাজ করে। • দশমিনা উপজেলা নদী ভাঙ্গন এলাকায় ৬ফুট উঁচু মোট- ৩৫.৫ কিঃমিঃ বাঁধ রয়েছে।

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
কালবৈশাখী	• ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয় • যোগাযোগের কষ্ট হয় • মানব সম্পদের ক্ষতি হয় • অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। • পশু সম্পদের ক্ষতি হয় • শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	• দশমিনা উপজেলা ১০ হেক্টর বনায়ন রয়েছে। • দশমিনাউপজেলায় ৩৯ টি সাইক্লোন সেন্টার রয়েছে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে দশমিনা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম গুলি বিভিন্ন আপদের সম্মুখীন হয়। এ উপজেলার অধিকাংশ জনগস্ঠী কৃষি ও মৎসের উপর নির্ভশীল। সামুদ্রীক উপকুলিয় অঞ্চল হয়ায় এখানকার মানুষদেরকে আপদ গুলিকে মোকাবিলা করতে হয়। উপজেলার সব স্থানের বিপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপদের ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা,বিপদাপন্নের কারন ওবিপদাপন্ন জনসংখ্যা নিম্নে সংখিপ্ত দেওয়া হলঃ

টেবিল ২.৪. সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা।

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
ঘূর্ণি ঝড়	চরহাদি, চরবোরহান, চরশাহাজালাল,দশমিনা,বাঁশবাড়িয়া, রণগোপালদি। সহ সমগ্র উপজেলা	নদীর তীরবর্তী এলাকা	১২৩৩৯২
জলোচ্ছাস	বাশ বাড়ীয়া, রাঙ্গাপালদী, চরবোরহান, আরোজবেগী, কালারানী, হাজিরহাট, চরহাদি, চরশাহাজালাল, দশমিনা,বাঁশবাড়িয়া, রণগোপালদি। সহ সমগ্র উপজেলা	নদীর তীরবর্তী এলাকা	৫৫৪৭৫
বন্যা	বাশ বাড়ীয়া, রাঙ্গাপালদী, চরবোরহান, আরোজবেগী, কালারানী, হাজিরহাট, সহ সমগ্র উপজেলা	নদীর তীরবর্তী এলাকা	৫৫৪৭৫
নদীভাঙ্গন	বাশ বাড়ীয়া, রাঙ্গাপালদী, চরবোরহান,আরোজবেগী,কালারানী, হাজিরহাট, চরবাশবাড়ীয়া ,সোনারচর।	প্রয়জনের তুলনায় বনায়ন কম	৪০৫০০
কালবৈশাখী	চরহাদি, চরবোরহান, চরশাহাজালাল,দশমিনা,বাঁশবাড়িয়া, রণগোপালদি। সহ সমগ্র উপজেলা	নদীর তীরবর্তী এলাকা	৪০৫০০

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ

দশমিনা উপজেলাটি কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন নির্ভর। এ উপজেলার অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রাধান্য দিলেও আপদ ও ঝুঁকি হ্রাসের জন্য মৎস, প্রাণী, স্বাস্থ্য, জীবিকা, অবকাঠামো সব দিকেই উন্নয়ন প্রয়োজন। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল-

টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়।

খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	দশমিনা উপজেলায় মোট ২৩৮৩৪ হেক্টর জমিতে ১৬৫০০ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হয়। প্রধান উৎপন্ন ফসল ধান, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, খিসারী, তিল, সরিষা, তরমুজ, ও পান। এছাড়া অত্রএলাকাতে প্রচুর মৌসুমি শাক-সবজি উৎপাদিতৎ হয়। উপজেলাতে মোট জমির পরিমাণ ২৩,৮৩৪ হেক্টর, নীট ফসলী জমি ১৬,৫০০ হেক্টর, মোট ফসলী জমি ৩৯,১০৩ হেক্টর, এক ফসলী জমি ৩,০১৫ হেক্টর, দুই ফসলী জমি ৪,৩৬৭ হেক্টর ও তিন ফসলী জমি ৯,১১৮ হেক্টর। মোট খাস জমি ১৩৪৪৮.৬৪ একর, কৃষি ১৩৪৪৫.৭৭ একর, অকৃষি ২.৮৭ একর, বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি জমি ৫৩৩.২৭ একর।	দশমিনা উপজেলায় ৮৫% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে দিনমজুর ৬০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ৩০%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১৫%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%। আয় হয় ৭৫.৬৬%। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি ঘূর্ণিঝড়,বন্যা, জলচ্ছাস, নদীভাঙ্গন, তাহলে কৃষিজ ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তাই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়ের জন্য দশমিনা উপজেলার কৃষিতে আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন। যার ফলে দশমিনা উপজেলার কৃষি সম্প্রসারিত হবে যা কিছুটা দুর্যোগ সহায়ক।
মৎস্য	দশমিনা উপজেলাকে মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে গণ্য করা যায়। উপজেলায় উপজেলা তথ্য বাতায়ন ২০১১, অনুসারে পুকুর সংখ্যা ৭,৪৫৪ টি । দশমিনা উপজেলা মৎস্য অফিস পুকুর জরিপের তথ্য অনুযায়ী উপজেলাতে বর্তমান মোট পুকুর ১১,৮৮৪ টি। এর মাঝে ব্যবহার উপযোগী ছিল শতকরা ৬০ ভাগ পুকুর। এ উপজেলায় মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে ১০%এবং পারিবারিক চাহিদা মেটাতে ৯০%পুকুর ব্যবহার করা হয়। এ উপজেলায় মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার ০৬ টি, এই বিপুল সম্ভাবনা মাছ উৎপাদনের জন্য সক্ষম। এ উপজেলায় বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা ৬১৮০ মেঃটন, উপজেলায় বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন হয় ৫৫১৩ মেঃ টন। মৎস্য চাহিদা পূরনের মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। এ উপজেলায় ১২০টি মৎস্য ঘের রয়েছে,ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব। তাই দশমিনা উপজেলায় মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন এই বিপুল সম্ভাবনা মাছ উৎপাদনের জন্য সক্ষম। এ উপজেলায় বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা পূরনের এর মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি হয় তাহলে কৃষি ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি মাছ চাষ করে তাহলে কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাছাড়া ধান ও মাছের সমন্বিত চাষ করলে, ধান নষ্ট হলেও মাছের উৎপাদন দুর্যোগকালে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য মাছ চাষের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় মৎস্যখাত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
পশুসম্পদ	দশমিনা উপজেলায় প্রায় প্রতিটি পরিবারে কম বেশি গরু-ছাগল ছিল। প্রয়োজনীয় চারণভূমি ও গোখাদ্যের অভাবে পশুসম্পদ অনেক কমে গেছে। উপজেলায় বর্তমানে ২২ টি গবাদিপশুর খামার, উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা ১১ টি, গবাদিপশুর খামার, পুর্বে মাত্র ৯৬টি ব্রয়লার মুরগীর খামার ছিল যা বর্তমানে ২৪,৩৮০টি, যা মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি অর্থনীতিতে ও ভূমিকা রাখবে।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি বন্যা ও জলোচ্ছাস হয় তাহলে মৎস্য চাষী ও কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি পশু পালন করে তাহলে তাৎক্ষণিক আর্থিক ক্ষতির থেকে রক্ষা পাবে এবং দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। সেজন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য পশুসম্পদের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় পশুসম্পদ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।

খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
স্বাস্থ্য	দশমিনা উপজেলাতে একটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ০১ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে। উপজেলা সাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র আছে ১৬ টি, ডাক্তার ০৯জন, সিনিয়র নার্স ১৩ জন, সহকারী নার্স ০১ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ১১টি, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ১৩ টি, এম.সি.এইচ. ইউনিট ০১ টি, এ উপজেলায় সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ২৫৮৩৩ জন।	দুর্যোগের ফলে দশমিনা উপজেলায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পায়, এজন্য স্বাস্থাসেবার আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়।
জীবিকা	দশমিনা উপজেলায় ৯০% মানুষ কৃষিকাজে সম্পৃক্ত (দিনমজুর ৫০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২৫%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১০%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%)। অন্যান্য খাত গুলো হল- অ-কৃষিজ শ্রম ২.৫০%, শিল্প ০.৭৬%, বাণিজ্য ৯.০১৩%, যোগাযোগ ও পরিবহন ৩.৯৫%, চাকুরি ৪.৮৩%, নির্মাণ ০.৯%, ধর্মীয় সেবা ০.০৮%, রেমিটেন্স ০.০৬% এবং অন্যান্য ২.২৫%। দশমিনা উপজেলায় মানুষের জীবিকা ভিন্নরুপ হওয়ায় তাদের অর্থনীতি খুবই সমৃদ্ধশালী। আনুপাতিক হারে এই উপজেলাতে মানুষের অভাব খুবই কম। কারন তারা বেশীরভাগই নির্ভরযোগ্য পেশায় জড়িত। যার ফলে দশমিনা উপজেলার মানুষের জীবন জীবিকা বেশ উন্নত।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দশমিনা উপজেলায় বন্যা, জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব পড়ে। কিন্তু মানুষ যদি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহন করে, তাহলে দুর্যোগকালে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব। এবং দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
গাছপালা	দশমিনা উপজেলায় গাছপালা ও বনায়নের জন্য যথেষ্ট সুনাম আছে। এই উপজেলাতে প্রচুর ফলের গাছ আছে যার ফলে সবুজে ভরা এ অঞ্চলে গাছপালার কোন কমতি নেই। আমগাছ ছাড়াও এখানে প্রচুর আকাশমনি, শিশু, জামরুল, ইউক্যালিপ্টাস, অর্জুন, আকাশিয়া,বাবলা,বরই,সফেদা গাছ রয়েছে। দশমিনা উপজেলায় সরকারিভাবে ১৬ হেক্টর বনায়ন রয়েছে যা উপজেলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।	দশমিনা উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, জলোচ্ছাস নদীভাঙ্গন, ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া জলোচ্ছাসের প্রভাবে প্রচুর ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ প্রচুর অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়। যা মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে এবং পরিবেশ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এসব মোকাবেলার জন্য প্রচুর পরিমানে গাছপালার কোন বিকল্প নেই। তাই দশমিনা উপজেলায় একটা স্লোগান হওয়া উচিত “ গাছ লাগান এবং পরিবেশ বাঁচান” যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট ভুমিকা পালন করে।

খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
অবকাঠামো	দশমিনা উপজেলায় প্রচুর অবকাঠামো গত সম্পদ রয়েছে। যার মধ্যে ৩৫.৫ কিঃমিঃ বাঁধ, ৪৬৬ টি ব্রীজ ,কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্যপথ মিলিয়ে সর্বমোট মোট রাস্তা ৮৯৫.০৪ কিঃমিঃ, পাকা রাস্তা ৬৭.৪৩ কিঃমিঃ, কাঁচা রাস্তা ৮২৭.৬১ কিঃমিঃ ,ইটের রাস্তা ৩০.২২কিঃমিঃ। সেচের জন্য বর্তমানে ১২৩ টি গভীর নলকূপসহ মোট ৪,২৭৬ টি নলকুপ রয়েছে। এছাড়া ২১ টি হাট ও ৪ টি গ্রোথ সেন্টার রয়েছে যা উপজেলার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই অবকাঠামোগত সম্পদগুলো দশমিনা উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজ তথা অর্থনীতিতে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে।	দশমিনা উপজেলায় বন্যা, জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গন, হলে অবকাঠামোগত সম্পদগুলো দুর্যোগকালে বিভিন্নভাবে কাজে লাগে যেমন - বাঁধ নদীভাঙ্গনের হাত থেকে উপজেলাকে রক্ষা করে। কালভার্টগুলো বন্যা, জলোচ্ছাস হলে যোগাযোগের কাজে ব্যবহার হয়। নলকূপগুলো খরা মৌসুমসহ অন্য সময়ে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করে প্রচুর কৃষিসম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। রাস্তাঘাট বিভিন্ন জেলা/ উপজেলার সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক উন্নয়ন করে। দুর্যোগের সময় হাটবাজার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অবকাঠামোগত সম্পদকে যথেষ্ট শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নাই।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৭ সামাজিক ম্যাপ

দশমিনা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে গলাচিপা উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে সামাজিক মানচিত্র করার উদ্দেশ্য ,গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার গ্রামগুলির অবকাঠামোসমূহ ,রাস্তা-ঘাট ,ব্রিজ ,কালভার্ট , বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ,হাট-বাজার ,নদী-খাল ,ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্রে দশমিনা উপজেলার সার্বিক অবস্থা পৃষ্ঠা ২৮ এ দেখানো হয়েছে।

২.৮ দুর্যোগ এবং ঝুঁকি ম্যাপ

দশমিনা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে গলাচিপা উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র করার উদ্দেশ্য ,গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় এলাকার আপদসমূহ চিহ্নিত করে দশমিনা উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। উপজেলার কোন ইউনিয়নে কি ধরনের আপদ সংঘটিত হয় তা ঝুঁকি মানচিত্রে অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে। দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্রে দশমিনা উপজেলার সার্বিক অবস্থা পৃষ্ঠা ২৯ এ দেখানো হয়েছে।

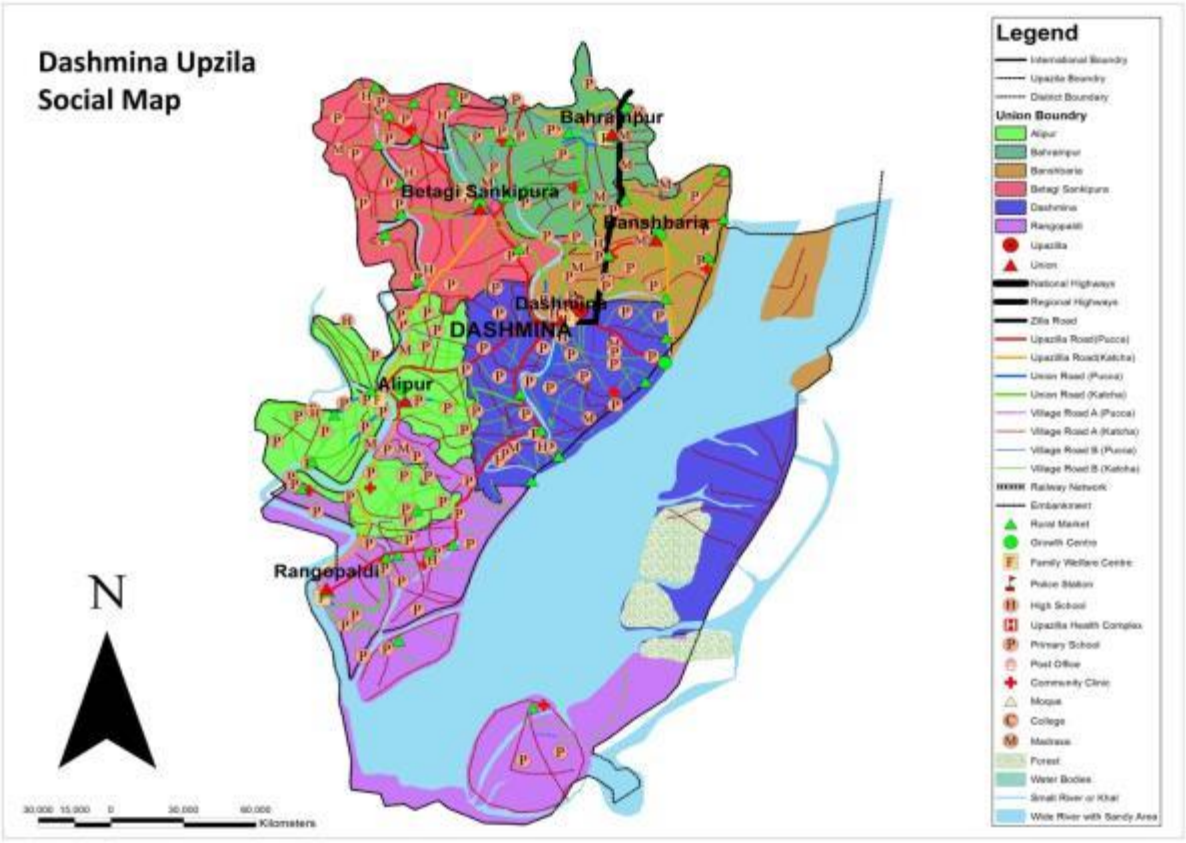

Dashmina Upzila
Social Map
Bahrampur
Betagi Sankipura
Banshbaria
Dashmina
DASHMINA
Alipur
Rangopaldi
N
Kilometers
Legend
District Boundary
Union Boundry
Upazila
Union
National Highways
Regional Highways
Zilla Road
Railway Network
Embankment
Rural Market
Growth Centre
Family Welfare Centre
High School
Upazilla Health Complex
Primary School
Post Office
Community Clinic
College
Madrasa
Forest
Water Bodies
Small River or Khal
Wide River with Sandy Area

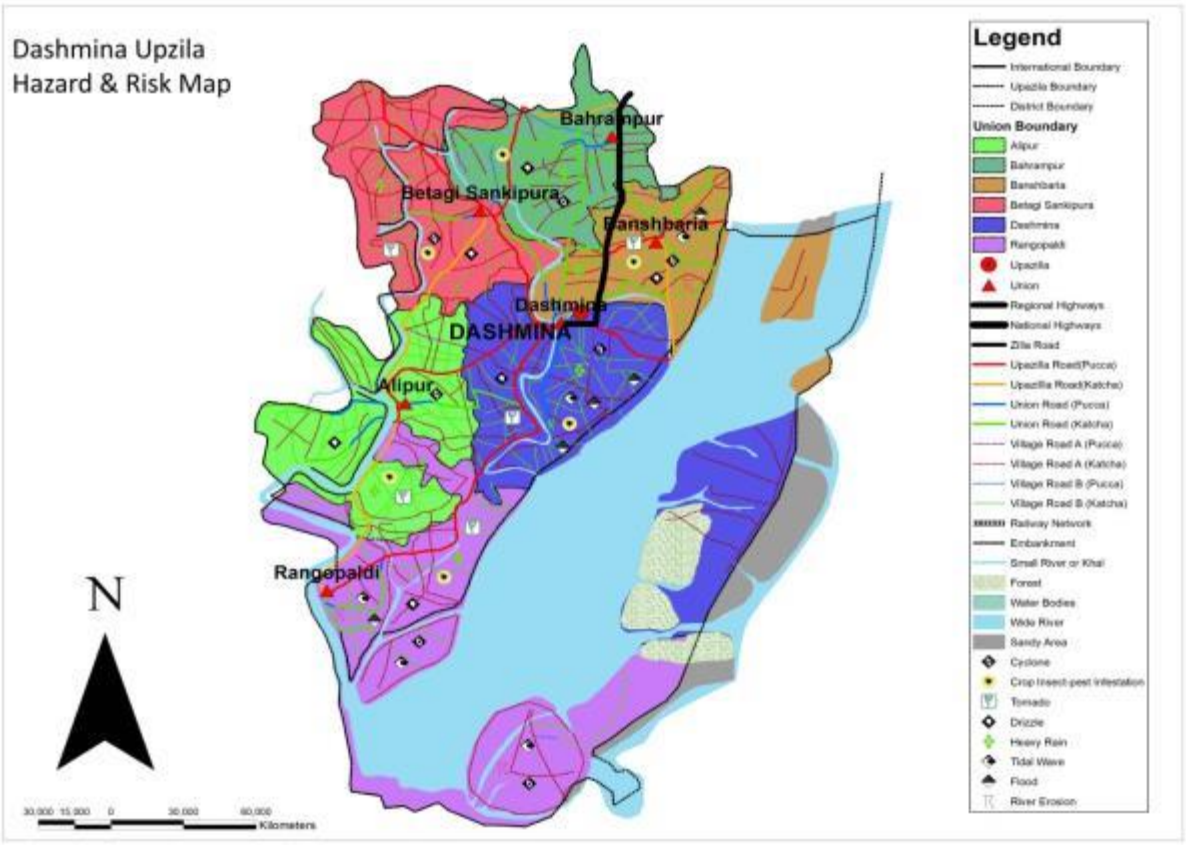
Dashmina Upzila
Hazard & Risk Map
Bahrampur
Betagi Sankipura
Banshbaria
Dashmina
DASHMINA
Alipur
Rangopaldi
N
Legend
International Boundary
Upazila Boundary
District Boundary
Union Boundary
Alipur
Bahrampur
Banshbaria
Betagi Sankipura
Dashmina
Rangopaldi
Upazila
Union
Regional Highways
National Highways
Zilla Road
Upazila Road(Pucca)
Upazila Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Small River or Khal
Forest
Water Bodies
Wide River
Sandy Area
Cyclone
Crop Insect-pest Infestation
Tornado
Drizzle
Heavy Rain
Tidal Wave
Flood
River Erosion
30,000 15,000 0 30,000 60,000
Kilometers

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

দশমিনা উপজেলায় খরার প্রবনতা বেশি না হলেও সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন আপদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ফাল্গুন- চৈত্র মাস থেকেই কালবৈশাখীর প্রবনতা থাকে এবং বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য মাসে ও আশ্বিন-কার্তিক মাসে ঘূর্ণিঝড়ের পাশাপাশি জলচ্ছাস হয়ে থাকে। বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য মাসে জলচ্ছাস কিছুটা কম হলেও আষাঢ়-শ্রাবন মাসে বেশি দেখা দেয়। এছাড়া উপজেলার ভেতর দিয়ে ৫ টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। হঠাৎ বন্যা বা জলোচ্ছাসে নদীর পানি বেড়ে গিয়ে নদী সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হয়। জনসাধারন বৈশাখ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত যে কোন ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ঝড় হয়ে বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি।

আপদসমূহ	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
ঘূর্ণিঝড়	■	■				■	■					
জলোচ্ছাস	▒	▒	■	■	▒	▒	▒					
বন্যা			■	■	■	■	■					
নদীভাঙ্গন			■	■								
কালবৈশাখী	■	■									■	■

তথ্যসুত্রঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, দশমিনা

আপদের দিনপজি বিশ্লেষন

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন কোন মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সিআরএ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়:

ঘূর্ণিঝড়ঃ পটুয়াখালির দশমিনা উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে বৈশাখ মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। তবে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ঘূর্ণিঝড় হয়ার প্রবনতা বেশি থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না.যার ফলে এলাকার প্রায় ২০ শতাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। সালের ঘূর্ণি ঝড় ছিলো ব্যপক।

জলোচ্ছাসঃ পটুয়াখালির দশমিনা উপজিলা ব্যাপক মাত্রায় দূর্যোগ কবলিত। এখানে বৈশাখ মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত দূর্যোগ অব্যাহত থাকে। জলোচ্ছাসের ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস, অবোকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না।

বন্যাঃ মূলত নদী ভরাটের কারণে ও পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকায় বন্যা হয়। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং নদীর মাঝে চর জেগে উঠায় অতিরিক্ত পানির চাপে নদীর পাড় উপচে বন্যার সৃষ্টি করে। দশমিনা উপজেলায় জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয় হয়।

কালবৈশাখীঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ , আশ্বিন ও কার্তিক মাসে কালবৈশাখী বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঋতু বৈচিত্রের কারনে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝড়ের প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে জানমাল ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।প্রতি বছর পটুয়াখালির দশমিনা উপজেলাতে কালবৈশাখির আঘাতে কম বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে।

নদীভাঙ্গনঃ দশমিনা উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এখানে নদীভাঙ্গন প্রকট না হলেও আগস্টের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নদীভাঙ্গন প্রকট আকার ধারন করে।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

কৃষি ও মৎস অত্র এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা। এছাড়া ভূমিহীন শ্রমীক আছে যারা দিনমজুর হিসাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হাট বাজার থাকায় এবং বিপুল পরিমান কৃষি ও মৎস পন্য রপ্তানির জন্য ব্যবসায়ী জীবিকাও গড়ে উঠেছে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি দেওয়া হল-

টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবিকার উৎস	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষক												
কৃষি শ্রমিক												
অকৃষি শ্রমিক												
মৎস্য চাষি												
মৎস্যজীবি												
মাঝি												
ব্যবসায়ী	ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীও অনুষ্ঠানের সময় কাজের চাপ বেশি থাকে											
চাকুরীজীবি	সারা বছরই সমান ব্যস্ত থাকে											
নসিমন/ ভ্যান চালক												
কুটির শিল্পের কাজ												
কাঠ মিস্ত্রির কাজ												
রাজ মিস্ত্রির কাজ												

তথ্যসুত্রঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, দশমিনা

বেশী		মাঝারি		কম	

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

পূর্বে আলোচিত আপদ /দূর্যোগ সমূহ স্বাভাবিক জীবন জীবিকা নির্বাহে বাঁধার সৃষ্টি করে। কৃষি ,মৎস ,দিনমজুর ও ব্যবসায়ী সকলেই কম বেশি বিপদাপন্ন হয়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা দেওয়া হল:

টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকি সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্রমিক	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ				
		ঘূর্ণিঝড়	জলোচ্ছাস	বন্যা	নদীভাঙ্গন	কালবৈশাখী
০১	কৃষি	☑	☑	☑	☑	☑
০২	মৎস্য	☑	☑	☑	☑	
০৩	দিনমজুর	☑	☑	☑	☑	
০৪	ব্যবসায়ী	☑	☑	☑		☑

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

প্রতিটি ইউনিয়নের আপদ সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার সংশ্লিষ্ট বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এলাকা সমূহ নির্ধারণের পর আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত, তালিকা প্রস্তুত ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুই জন করে প্রতিনিধি নিয়ে চারটি (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও মৎস্যজীবী) দলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৬ জন করে মোট ২৪ জন প্রতিনিধির সাথে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকি সমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি সমূহের উপর ভোটাভুটির মাধ্যমে (জিপস্টিকের মাধ্যমে ভোট প্রদান) ঝুঁকির অগ্রাধিকার করণ করা হয়েছে। চারটি দলের অগ্রাধিকার কৃত ঝুঁকিসমূহ একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে তার কারণ বিশ্লেষণ সহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি সমূহ নিম্নরূপ। এগুলো পরবর্তীতে গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরোক্ষ স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে।

টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি।

আপদ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	তাশ্রয়কেন্দ্র
ঘুণীঝড়										
জলচ্ছাস	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
বন্যা	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
নদীভাঙ্গন	☑	☑		☑	☑	☑		☑		☑
কালবৈশাখী ঝড়	☑	☑	☑		☑			☑		☑

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘ কালের (৩০ বছর বা তার অধিক সময়ের) দৈনন্দি আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ুমন্ডলের ভৌত উপাদান গুলোর (বায়ুর তাপ,বায়ুর চাপ,বায়ু প্রবাহর দিক ও তার গতিবেগ , বায়ুর আদ্রতা, মেঘের পরিমান, মেঘের প্রকারভেদ এবং বৃষ্টি পাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ওই স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্য কিরন পৌছায়,ভূ পৃষ্ঠতা শোষণ করে। শোষিত সূর্য কিরন আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। এটাই প্রাক্রিতিক নিয়ম। প্রাক্রিতিক নিয়মের এই শোষন–বিকিরন প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে।

টেবিল ২.১০: জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাত সমূহ	বর্ননা

খাত সমূহ	বর্ননা
কৃষি	২০০৭ (সিডর) সালের মত ঘূণী ঝড় হলে দশমিনা উপজেলায় ঘূণী ঝড়ের আঘাতে ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। জলচ্ছাসের কারণে ১৩,৬০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৭২০ টি পরিবারের ৩৫,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। বন্যার কারণে উপজেলায় ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০২ সালের মত হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। দশমিনা উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২,৪২০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২,৫৫০ টি পরিবারের ১৫,১৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০৮সালের মত প্রবল বর্ষন হলে ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
মৎস্য	২৫শে মে ২০০৯সালের আইলার মত জলচ্ছাস হলে দশমিনা উপজেলায় ২,৭২০ টি পুকুরের পানি নস্ট হয়ে মাছের বিভিন্ন রোগ হয় এবং মাছ ভেসে গিয়ে ৫,৫৫০ টি পরিবারের ২৮,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। ২০০৪ এবং ২৫শে মে ২০০৯ সালের মত বন্যা হলে দশমিনা উপজেলায় ৩,৭২০ টি পুকুরের পানি নস্ট হয়ে মাছের বিভিন্ন রোগ হয় এবং মাছ ভেসে গিয়ে ৪,৩২০ টি পরিবারের ৩০,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দশমিনা উপজেলায় ১৫ই নভেম্বর ২০০৭ সালের মত সিডর, ২০১৩ সালের মত আইলা ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনের কারণে ০৬টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ জলচ্ছাসের কারণে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ১,২৬০ টি পরিবারের ৫,৩০০জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাছাড়া দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২,৬২০ টি পরিবারের ৬,৬০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। দশমিনা উপজেলায় ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০৪ এবং ২৫শে মে ২০০৯,২০১৩ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে এ উপজেলায় প্রায় ৫০%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খরার কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দশমিনা উপজেলায় ঘূণীঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে দশমিনা উপজেলার ৩৭%মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে দশমিনা উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, দশমিনা উপজেলায় ০৬ টি ইউনিয়ন প্রচন্ড জলচ্ছাস, বন্যার কারনে টিউবয়েল ডুবে গিয়ে ভূ-গর্ভস্ত বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ১০২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাত সমূহ	বর্ননা
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২৮শে জুন ২০০৩, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৪ ১৫ই নভেম্বর ২০০৭, ২০১৩সালের মত ঝড় হলেঘূণী ঝড় হলে দশমিনা উপজেলায় প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে ১০,১৫০ টি কাঁচা ও আধা পাঁকা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২,৭৭০টি পরিবারের ৫৫,৩৫৭ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আঘাতে ৬০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৬ টি ইউনিয়ন নদীভাঙ্গনের কারণে প্রায় ৭০ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ, হাটবাজার সহ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

কোন আপদ বা আপদসমূহ, দশমিনা উপজেলার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবেশ- এ তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভবনা অর্থাৎ কোন আপদ ঘটার সম্ভবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভবনা এই দুইয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি। দশমিনা উপজেলার ঝুঁকি ও ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিত করে নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ৩.১: দশমিনা উপজেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ ঘূণী ঝড়ের আঘাতে ১২৬৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৫,২৯০টি পরিবারের ২২,৮০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। ২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য সঠিক ভাবে বাসস্থান না থাকা।
দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ ঘূণী ঝড়ের আঘাতে ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০ টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। ২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন করা এবং সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের কোন ব্যবস্থা না থাকা।
দশমিন উপজেলায় জলচ্ছাসের কারণে ৪,৯০০ গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ২,০৭০ টি পরিবারের ১০,৪০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। ২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য সঠিক ভাবে বাসস্থান না থাকা।
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ২২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৬,৫৮০ টি পরিবারের ৩৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলায় জলচ্ছাসের কারণে ১৩,৬০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৭২০ টি পরিবারের ৩৫,৫০০ জন লোক	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। ২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন করা এবং সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের কোন ব্যবস্থা না থাকা।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।			
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ২২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৬,৫৮০ টি পরিবারের ৩৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০ টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১.জনসচেতনতার অভাব।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন করা এবং সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের কোন ব্যবস্থা না থাকা।
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ২২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৬,৫৮০টি পরিবারের ৩৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১২৬৮০ টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৫,২৯০ টি পরিবারের ২২,৮০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। ২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য সঠিক ভাবে বাসস্থান না থাকা।
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ২২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৬,৫৮০টি পরিবারের ৩৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. পানির প্রবল চাপে বাঁধ ভেসে যাওয়ার কারণে। ২. উজানের ঢল নামার কারণে।	১. নদীর পাড় ভেঙ্গে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া। ২. প্রয়োজনীয় স্থানে বাঁধ না থাকার কারণে।	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে ড্রেজিং এর ব্যবস্থা না থাকা।
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ২২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৬,৫৮০টি পরিবারের ৩৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২,৪৫০টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ২,৫৬০টি পরিবারের ১৩,৩৭৫ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. পানির প্রবল চাপ থাকার কারণে। ২. শ্রাবণ মাসে প্রবল বৃষ্টির কারণে।	১. নদীর গভীরতা কম থাকার কারণে	১. নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব। ২. নদীর বাঁধ তদারকি বাস্থবায়ন কমিটির অভাব।
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ২২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৬,৫৮০টি পরিবারের ৩৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১০১৫০ টি কাঁচা ও আধা পাকা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২৭৭০ টি পরিবারের	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো	১বড় বড় বৃক্ষ নিধনের কারণে। ২.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকার কারণে।	১.ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরি না করার কারণে। ২.সরকারিভাবে বৃক্ষ রোপণ নীতিমালা না থাকার কারণে।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
৫৫,৩৫৭ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।			
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ২২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৬,৫৮০টি পরিবারের ৩৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ৫,৩৮০টি কাঁচা ও আধাপাঁকা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৫,৯৩০টি পরিবারের ২৭,৮০০জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সহ আশ্রয়হীন হতে পারে।	১. উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির চাপের কারণে।	১. নীচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা। ২. অপরিকল্পিত ভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করা।	১. সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকা।
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ২২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৬,৫৮০টি পরিবারের ৩৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ২২০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	১. অতিবৃষ্টিতে নদীর পাড় নরম হবার কারণে।	১.নদীর গভীরতা কমে যাওয়া।	১. নদীর পাড় মজবুত না করা।
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ২২,৯৮০ টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৬,৫৮০ টি পরিবারের ৩৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ১২৬৮০ টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৫,২৯০ টি পরিবারের ২২,৮০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। ২.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২. জন-সচেতনতার অভাব।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য সঠিক ভাবে বাসস্থান না থাকা।
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ২২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৬,৫৮০টি পরিবারের ৩৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ৪৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ৩৫,৫০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো।	১.সর্তকতা মূলক ব্যবস্থা না থাকা। ২.বড় বড় গাছপালা নিধনের কারণে।	১.বৃক্ষরোপণের সঠিক নীতিমালা না থাকা।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.২ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

দশমিনা উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিতে উঠান বৈঠক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনা থেকে উঠে আসা ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসনের সম্ভব্য উপায়সমূহ খুঁজে বের করা হয় যা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

টেবিল ৩.২: দশমিনা উপজেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়।

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ২২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৬,৫৮০টি পরিবারের ৩৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	১.জনসচেতনতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানো ও তার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া।	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদীর ধারে পাথর ফেলে পাড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া।
দশমিনা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ১২,৩৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৬,৮৫০টি পরিবারের ৬৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. বাঁধ তদারকি করা।	১. নদী ড্রেজিং করা। ২. নদীর ধার ব্লক দ্বারা বেঁধে দেয়া ।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা এবং সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা।
দশমিনা উপজেলায় জলচ্ছাসের থাবাতে ১৫,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ১০,৫৮০টি পরিবারের ৫৫,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	১.টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা।	১. নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা। ২. ১টি বাঁধের ব্যবস্থা।	১. নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা। ২. নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা।
দশমিনা উপজেলায় জলচ্ছাসের কারনে ২২,৩৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৮,৮৫০টি পরিবারের ৮৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১.টিন,বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা।	১. নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা। ২. টি বাঁধের ব্যবস্থা করা।	১. নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা। ২. বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়া।
দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর কারনে ৯,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৩,৮৫০টি পরিবারের ৬৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা। ২.সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	১.ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরির ব্যবস্থা করা। ২.সরকারিভাবে বৃক্ষরোপণের নীতিমালা গ্রহণ করা।
দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর কারনে ১২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৪,৩৮০টি পরিবারের ২১,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা করা।	১. উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা।	১.সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ৪,৯৬০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৮,৫৪৫ টি পরিবারের ৩৯,৭২৫ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. নদীর ধার দিয়ে বালির বস্তা দেয়া।	১. ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা।	১. সরকারের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ করা।
দশমিনা উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ২,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩,০৫০ টি পরিবারের ১৪,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১.আবহাওয়া বার্তা রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সঠিক সময়ে পৌঁছানো।	১.সর্তকর্তা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২. জন- সচেতনতা সৃষ্টি করা।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য বাসস্থান তৈরীর নীতিমালা ও বাজেট গ্রহণ।
দশমিনা উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ১,২৫০ টি ঘরবাড়ী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ১,৬৭৫টি পরিবারের ৯,৩৭৫ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১.যথাসময়ে আবহাওয়া বার্তা পৌঁছানো।	১.সর্তকতা মুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা । ২. বৃক্ষরোপণ করা।	১. বৃক্ষ রোপণের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ করা।
দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর কারনে ৫,৩৩০ টি কাঁচা ও আধাপাকা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ৪,৮০৫টি পরিবারের ৫৯,৪৭৫ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।	১.টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা।	১. নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা। ২. ২টি বাঁধের ব্যবস্থা।	১. নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা। ২. নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা।
দশমিনা উপজেলায় বন্যার কারণে ৩,২২০টি ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ২,৮৫০ টি পরিবারের ১৬,৮৩০জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হতে পারে।	১.টিন,বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা।	১. নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা। ২. টি বাঁধের ব্যবস্থা করা।	১. নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা। ২. বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়া।
দশমিনা উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ১,৮০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	১.আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।	১.বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা। ২.সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	১.ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরির ব্যবস্থা করা। ২.সরকারিভাবে বৃক্ষরোপণের নীতিমালা গ্রহণ করা।
দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ১২,৯৮০টি গবাদিপশু মারা গিয়ে ৪,৩৮০টি পরিবারের ২১,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	১. বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা করা।	১. উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা।	১.গবাদিপশু সংরক্ষণের জন্য বাসস্থান তৈরীর নীতিমালা ও বাজেট গ্রহণ।
দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে ৮৮টি শিক্ষা	১. নদীর ধার দিয়ে	১. ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা	১.ঘরবাড়ি মজবুত করে

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ৪০,০০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	বালির বস্তা দেয়া।	বৃদ্ধি করা।	তৈরির ব্যবস্থা করা। ২.সরকারিভাবে বৃক্ষরোপণের নীতিমালা গ্রহণ করা।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

দশমিনা উপজেলায় ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগের কারনে আপদ চিহ্নিত করে প্রশমনের ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে ইদানিংকালে দুর্যোগের প্রবনতা বেরে গেছে। তাই কিছু কিছু এনজিও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল ।সেভ দি চিলড্রেন, স্পীড ট্রাস্ট এই দুইটি এন,জি,ও সংস্থা দুর্যোগ বিষয়ে কাজ করে থাকে।

টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা (আনুমানিক)	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	ব্র্যাক	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, দুর্যোগ বিষয়ে কাজ করে।	২৮০০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
২	আশা	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	১০০০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
৩	প্রশিকা	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	৫২০০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
৪	প্রযুক্তী পীঠ	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	৮০০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
৫	গ্রামীন শক্তি	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সৌর বিদুৎ, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম,	১৫৫০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
৬	সিসিডিপি	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	৫০০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
৭	পিকেএসএফ	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম,	২৪০০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
৮	সেভ দ্যা চিল্ডেন	সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম,	২৭০০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
৯	স্পীড ট্রাস্ট	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, দুর্যোগ বিষয়ে কাজ করে।	৬৩০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
১০	সুশীলন	সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম,	১৩৮০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
১১	স্লোব বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম,	৭০০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
১২	উদ্দীপন	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক কার্যক্রম,	৯৩২ জন		০১ থেকে ০৫ বছর
১৩	মেরীস্টপ	নিরাপদ এম আর ও গর্ভধারন	৬০০ জন		০১ থেকে ০৫ বছর

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

বিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
নদী ড্রেজিং করা	মোট ১৫ কিমি। গভীরতা ৩০-৪০ ফুট, চওড়া ১১০ ফুট। বর্তমানে গভীরতা আছে ৫ ফুট।	১০-১২ কোটি টাকা	দশমিনা উপজেলার যে সমস্ত নদী, খালে নাব্যতা কম। চর বোরহান মেছো মৃধার খাল	মাঘ-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১০০				কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
নদীর ধারে বাঁধ নির্মাণকরা	১২ কি.মি.	১০-১২ কোটি টাকা	চর বোরহান লঞ্চ ঘাট থেকে আদশ্য গ্রাম হইয়া মান্নান ভুইয়াখেয়াঘাট পর্যন্ত। দক্ষিন চর শাহাজালাল হইতে পশ্চিম নদীর তীর হইয়া চর বোরহান মমতাজ	ফাল্গুন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১	২৫	২৫	

			পর্যন্ত।						
গভীর নলকূপ স্থাপন ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ করা	মোট ৩০টি, গভীরতা ২২০ ফুট থেকে ২৫০ফুট	৫কোটি ৬০লক্ষ টাকা	দশমিনা উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে	বছরের যেকোনসময়	৬০	২	১০	২৮	
কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০জন করে দল গঠন করে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	২-৩ লক্ষ টাকা	উপজেলা কৃষি অফিস	অগ্রহায়ণ-মাঘ পর্যন্ত	৪০	৫	১৫	৪০	
জাতীয় পর্যায় থেকে আবহাওয়া বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা	স্থানীয় মেম্বারদের সহযোগিতায় সচেতনতা সৃষ্টি করা	৫-৬ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	২০	১	৬০	২০	
দুর্যোগ সময়ে বার্তার ব্যাখ্যার সাথেজনগণকে অভ্যস্থ করার ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	৩০-৩৫ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	১৫	০৫	২০	৬০	

পুকুর খননের মাধ্যমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা (সরকারী পুকুরসহ)	গভীরতা ২০ফুট করতে হবে, আছে ১০ ফুট	৫০-৬০ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	চৈত্র হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	১৯	০১	৭০	১০	
প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা	প্রতিবন্ধীদের পরনির্ভরতা হ্রাস করা	১৫-২০ লক্ষ টাকা	দশমিনা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে	বছরের যে কোন সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	
সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩দিনের প্রশিক্ষণ	২০-২৫ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	মাঘ-ফাল্গুন মাস পর্যন্ত	৩৫	৫	২৫	৩৫	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন

টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
জানমাল নিরাপদ স্থানে নেওয়া	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	১০	২০	৪০	৩০	

মা, শিশু, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধদের তাৎক্ষণিক নিরাপদে নেওয়া	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	১০	২০	৪০	৩০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা	তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	৩৯	১	২০	৪০	
শুকনা খাবার ও নিরাপদ পানি বিতরন	জীবন ধারন ও রোগমুক্ত রাখা	১০-১২ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	৩০	১	২৯	৩০	
ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা	জীবন ও জানমাল রক্ষা	৮-১০ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	২০	১	১৯	৬০	
নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	স্বাস্থ্য জনিত সমস্যা সমাধান	৩-৪ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	২৫	৫	৩০	৪০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার করা	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা,	৬০-৭০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	১৫	১৫	৫০	২০	

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
	রোগ বালাই কমানো এবং জনজীবনে দুর্ভোগ কমানো								কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
রাস্তা ঘাট তৈরি ও সংস্কার	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ফসল এবং জরুরী উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্তা সচল থাকবে ও আইন শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটবে	২৫-৩০ কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৪০		৫	৫৫	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার	বন্যা, কালবৈশাখী ও ঝড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীবন রক্ষা পাবে এবং শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে	৬০-৭০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	১৯	০১	৭০	১০	
সেচ পাম্পের ব্যবস্থা	জলবদ্ধতা থেকে ফসল রক্ষা করা এবং খাদ্য সংকট দূর করা	৬-৭ লক্ষ টাকা	প্লাবিত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	
আবাসনের ব্যবস্থাকরন	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বসবাস নিশ্চিত করা	৭০-৮০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৫৫	৫	২০	২০	
ত্রাণ সামগ্রী প্রদান	স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করা	৮-১০ কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী	৩৫	১	৯	৫৫	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে

টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
					উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
বাঁধ তৈরি করা	বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করা, অর্থ সংকট দূর করা	২১-২২ কোটি টাকা	ভুইতার খাল হইতে মনসুর চৌকিদার বাড়ীর দঃপুঃদিক পর্যন্ত	মাঘ- বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১৫	২৫	২৫	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা	বন্যা ও ঝড়ে জীবন রক্ষা করা	২৮-২৯ কোটি টাকা	উত্তর রনগোপালদী চরবোরহান,	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৪৫	১০	১০	৩৫	
গভীর নলকূপ স্থাপন	খরা মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ	৫০-৬০ লক্ষ	০৬টি ইউনিয়নে	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৪০	১০	১০	৪০	
বেশি করে গাছ লাগানো	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা	২০-২৫ লক্ষ টাকা	০৬টি ইউনিয়নে ও ভেড়ীবাঁধের উপর	আষাঢ়-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	২০	১০	৫০	২০	
ঘরবাড়ি মজবুত করা	বন্যা, কালবৈশাখী ও ঝড়ে জানমাল রক্ষা করা	২কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	বাশ বাড়ীয়া, রাঙ্গাপালদী, চরবোরহান, আরোজবেগী, কালারানী, হাজিরহাট, চরহাদি, চরশাহাজালাল, দশমিনা,বাঁশবাড়িয়া, রণগোপালদি।	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১৫	৩০	১০	৪৫	
সচেতনতা বৃদ্ধি করা	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা	১৫-২০ লক্ষ টাকা	০৬টি ইউনিয়নে	১২ মাস	২০	২০	২০	৪০	

তথ্যসুত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

চতুর্থ অধ্যায়
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যে কোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সম্বনয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘণ্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেণ্টারে একটি অপারেশন রুম, একটি কণ্ট্রোল রুম ও একটি যোগাযোগ রুম থাকে।

টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১১-৬৩৯৩০৭
২	জনাব আজহারুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৮২৬২১৫৬
৩	সোহরাফ হোসেন	সচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১৮৫১০২২৫
৪	বেগম সামসুন্নাহার খান ডলি	মহিলা সদস্য	০১৯১৩-৫৪৩৩০১
৫	জনাব সনজীব মৃধা	উপজেলা কৃষি অফিসার	০১৭২২০৯৬৯৬৯
৬	জনাব ইন্দ্রজিত কুমার মন্ডল	উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা	০১৭১২১১৭৭৫২
৭	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান খান	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১৭২১৬৩০৭৫৬
৮	জনাব মোঃ শাহজাহান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭২০০১৪৮৭৫
৯	জনাব অবনী মোহন দাস	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	০১৭১৬৫১২৯১৯
১০	মোঃ আব্দুর রশিদ	সহঃ পরিচালক,ঘুর্নিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী	০১৭১৬৭৪০৩০৪
১১	জনাব মোঃ রনজরুল ইসলাম	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৮২৪৬৯৮০৪০
১২	জনাব সুনিল কুমার রায়	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৭১৬২১২৩৩৩
১৩	বেগম শিরিন সুলতানা	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (অঃদাঃ)	০১৭২০৯০৮৭৮৯
১৪	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১৭৭২৮৫৩২৫৫
১৫	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	চেয়ারম্যান, রনগোপালদী ইউনিয়ন	০১৯৩৪৩১৩৮১১
১৬	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান (সাগর)	চেয়ারম্যান, আলীপুর ইউনিয়ন	০১৭৩৯৪০০৫৪৫
১৭	জনাব মশিউর রহমান	চেয়ারম্যান, বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়ন	০১৭১৫৪৩৬৭৩০
১৮	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	চেয়ারম্যান, দশমিনা ইউনিয়ন	০১৭১২১৫৮০১৫
১৯	জনাব সৈয়দ মাহাফুজুর রহমান	চেয়ারম্যান, বহরমপুর ইউনিয়ন	০১৭১৫৫৮৬৭৮৮
২০	জনাব আলতাফ হোসেন	চেয়ারম্যান, বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়ন	০১৭১৮৫০১৯৪৮
২১	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	চেয়ারম্যান, রনগোপালদী ইউনিয়ন	০১৯৩৪৩১৩৮১১

তথ্যসূত্র: দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয় কর্তৃক জরুরী কণ্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩ জন সেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য নিশ্চিত করতে হবে। ৪/
- উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কণ্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (ঘণ্টা ২৪)কণ্ট্রোলরুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- জেলা সদরের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিস্ট্রার থাকবে। উক্ত রেজিস্ট্রারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীণ সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি উপজেলার ম্যাপ বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাধ ইত্তাদি চিহ্নিত থাকবে। দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক।

ক্রমিক	কাজ	লক্ষ্য মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে দুই জন পুরুষ ও একজন মহিলার নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২.	সতর্কবার্তা প্রচার করা	প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩.	নৌকা/গাড়ি/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রতি ইউনিয়নে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ভ্যান মজুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারের পর	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪.	উদ্ধার কাজ	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে উদ্ধার কাজের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও জন শক্তি প্রস্তুত করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় প্রশাসন	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা/ স্বাস্থ্য/মৃত ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা / ঔষধ / স্যালাইন / স্বাস্থ্য / মৃত ব্যবস্থা করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৬.	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	তাৎক্ষণিকভাবে বিতরনের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে পর্যাপ্ত শুকনা খাবার ও ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক	কাজ	লক্ষ্য মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
					সহকারী		
৭.	গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রকে ব্যবহার উপযোগী রাখা	দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৯.	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	বিভিন্ন ত্রান ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করতে হবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	ইউপি চেয়ারম্যান	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১০.	মহড়ার আয়োজন করা	ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবন এলাকা সমূহে অব্যাহতভাবে মহড়ার আয়োজন করতে হবে	প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে	ইউপি	গ্রামবাসীর অংশগ্রহনে সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি
১১	জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা	দুর্যোগ সংঘটিত হবার পর পরই জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে যেখানে অন্তত ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক সার্বক্ষণিকভাবে EOC এর সার্বিক দায়িত্বে থাকবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.২.১ সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখাঃ

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা
- সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা
- সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচারঃ

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল-মাদ্রাসার ঘণ্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদিঃ

- রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসা প্রদানঃ

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে
- উদ্ধারকাজ পরিচারনার জন্য জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদী পশি মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষনঃ

- দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা
- দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরিরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখঃ

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিনচালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সাহায্য প্রদান করবেন

- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত থাকবে

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেতন প্রেরণঃ

- দুর্যোগ অব্যবহিত পর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে "এস ও এস ফর্ম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড ফর্ম" ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করাঃ

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রাণসামগ্রী ও পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোলরুমকে জানাতে হবে
- ইউনিয়নদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন

৪.২.৯ শুকনোখাবার, জীবনরক্ষাকারী ঔষুধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখাঃ

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরনের জন্য শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহনির্মানের উপকরন যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়জনীয় ঔষুধ পত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ত্রান সামগ্রী পরিবহন ও ত্রান কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীট্যাক্সি, ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদীপশুর চিকিৎসা / টিকাঃ

- উপজেলা প্রাণি সম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণিচিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদ কালীন সময়ে প্রাণি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করাঃ

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাসপ্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণিঝড়/ বন্যা প্রবণ এলাকা সমূহে অব্যাহত ভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ন গ্রামে করা।

৪.২.১২ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/ উপজেলা /ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের মাধ্যমে জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে এক সঙ্গে কম পক্ষে ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোলরুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কম পক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল,কলেজ, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচুঁ রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটির কিল্লা/ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	আউলিয়াপুর মাটির কেল্লা	রনগোপালদী	১০০০	-
	চর বোরহান মাটির কেল্লা	রনগোপালদী	১০০০	-
	চাদপুর মাটির কেল্লা	আলীপুর	১০০০	-
	পাতারচর মাটির কেল্লা	রনগোপালদী	১০০০	-
	দশমিনা মাটির কেল্লা	দশমিনা	১০০০	-
	নলখোলা মাটির কেল্লা	দশমিনা	১০০০	-
	কাটাখালী মাটির কেল্লা	দশমিনা	১০০০	-
	চর হাদী মাটির কেল্লা	দশমিনা	১০০০	-
ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্কুল কাম শেল্টার	পাতার চর সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	রনগোপালদী	১০০০	-
	পূর্ব যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	রনগোপালদী	১০০০	-
	চরবোরহান সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	রনগোপালদী	১০০০	-
	উত্তর রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	রণগোপালদী	৫০০	-
	মধ্য গুলি আউলিয়াপুর সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	রণগোপালদী	৫০০	-
	রণগোপালদী হাট সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	রনগোপালদী	৫০০	-
	চর বোরহান ৫নং সীট আদর্শ বেঃ সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	রনগোপালদী	১০০০	-
	দক্ষিণ পশ্চিম চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	আলীপুর	১০০০	-
	মধ্য খলিশাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	আলীপুর	১০০০	-
	পশ্চিম আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	আলীপুর	৫০০	-
	পূর্ব বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	বেতাগী সাঙ্কিপুর	১৫০০	-
	পূর্ব দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	দশমিনা	১০০০	-
	সৈয়দ জাফর সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	দশমিনা	৫০০	-
	লক্ষীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	দশমিনা	৫০০	-
	দক্ষিণ আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	দশমিনা	৫০০	-
	বাশবাড়ীয়া বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	বাশবাড়ীয়া	১০০০	-
	মধ্য বাশবাড়ীয়া সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	বাশবাড়ীয়া	৫০০	-
	গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	বহরাম্পুর	৫০০	-

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	মধ্য বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সাঙ্কিপুর	৫০০	-
	পূর্ব বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সাঙ্কিপুর	৫০০	-
	মাছুয়াখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সাঙ্কিপুর	৫০০	-
	বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	রনগোপালদী	৫০০	-
	খারিজা বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সাঙ্কিপুর	৫০০	-
	পশ্চিম আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	মধ্য খলিশাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	উত্তর চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	দক্ষিণ চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	পূর্ব খলিশাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	আলীপুর হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	দশমিনা মডেল সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	লক্ষ্মীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	পূর্ব দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	উত্তর দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	সৈয়দ জাফর সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	উত্তর আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	পাতার চর সঃ প্রাঃ বিঃ	রনগোপালদী	৫০০	-
	মধ্য রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	দক্ষিণ রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	পূর্ব যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	মধ্য গুলি আউলিয়াপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	চর ভোলাইশিং সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	পূর্ব আউলিয়াপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	উত্তর রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরামপুর	৫০০	-
	নেহালগঞ্জ সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	মধ্য বহরমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	বগুড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	উত্তর আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	দক্ষিণ আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	বাশবাড়ীয়া	৫০০	-
	মধ্য বাশবাড়ীয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	বাশবাড়ীয়া	৫০০	-
	ঢনঢনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	বাশবাড়ীয়া	৫০০	-
	চরহোসনাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ	বাশবাড়ীয়া	৫০০	-
	দক্ষিণ পশ্চিম গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	বাশবাড়ীয়া	৫০০	-
	দক্ষিণ দাসপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	বাশবাড়ীয়া	৫০০	-
	রণগোলদী হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোলদী	৫০০	-
	পূর্ব আলীপুর রমানাথসেন সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	দাবাড়ী বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সাঙ্কিপুর	৫০০	-
	উ. আদমপুর কালু মোল্লার হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	উত্তর বহরমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	পূর্ব আলীপুর চাঁন্দার বাধ সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	গুলি আউলিয়াপুর আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোলদী	৫০০	-
	দক্ষিণ বাঁশবাড়িয়া ইসলামিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশবাড়িয়া	৫০০	-
	চরঘুনী সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোলদী	৫০০	-
	ঠাকুরের হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোলদী	৫০০	-
	পূর্ব আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	রামবল্লভ অগ্রণী সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সাঙ্কিপুর	৫০০	-
	পশ্চিম খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	পূর্ব লক্ষীপুর জনতা সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	উত্তর কাটাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	গোপালদী নিজাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	উ. পূর্ব বগুড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	বহরামপুর	৫০০	-
	দক্ষিণ খারিজাবেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সাঙ্কিপুর	৫০০	-
	বাঁশ. শাহ কেরামতিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশবাড়িয়া	৫০০	-
	কাউনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশবাড়িয়া	৫০০	-
	বাঁশবাড়িয়া আক্রাম খান সঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশবাড়িয়া	৫০০	-
	দক্ষিণ গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশবাড়িয়া	৫০০	-
	গোপালদী নিজাবাদ উ. সিংহের হাওলা সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	দ. প. আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	চিংগুড়িয়া ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সাঙ্কিপুর	৫০০	-
	উ. পূর্ব খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	দ. প. আলীপুর স্লুইজ সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	উ. আদমপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	উ. খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	দক্ষিণ রামবল্লভ সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সাঙ্কিপুর	৫০০	-
	পশ্চিম বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	মধ্য যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	দ. খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	উত্তর পূর্ব আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	উ. পশ্চিম গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশবাড়িয়া	৫০০	-
	মধ্য দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	দক্ষিন আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	উ. প. মীরমদন সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	মধ্য আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	পূর্ব রণগোপালদী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	উত্তর পূর্ব চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	দ. পূর্ব দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	উ. পূর্ব রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	দ. পূর্ব রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	বেতাগী সানকিপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সানকিপুর	৫০০	-
	সানকিপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সানকিপুর	৫০০	-
	উত্তর গুলি সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	সৈয়দজাফর প. পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	পশ্চিম লক্ষীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	চরমাছুয়াখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সানকিপুর	৫০০	-
	আদমপুর বজলুর রহ. ফাউ. সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	মধ্য চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	পূর্ব চাঁদপুরা রেডক্রিসেন্ট সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	চাঁদপুরা মৌজা. প. দ. মধু. সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	উত্তর আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	মধ্য চরঘুনী সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	পশ্চিম যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	চরবোরহান সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	রণগোপালদী আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	পূর্ব দণি আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	মধ্য গচানী সঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশবাড়ীয়া	৫০০	-
	দক্ষিণ পশ্চিম চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	দ. প. যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	মধ্য চরবোরহান সঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	পশ্চিম দাবারী বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সানকিপুর	৫০০	-
	দক্ষিণ আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	মীরমদন সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	চাঁদপুরা আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	রহিতপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর		-
	মধ্য খারিজাবেতাগী আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	বেতাগী সানকিপুর		-
	মৌবাড়িয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	মধ্য আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	উ. প. আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	আদমপুর মৃধাপাড়া কমিঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	দ. প. আদমপুর কমিঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	উত্তর গোপালদী কমিঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	পশ্চিম চরহোসনাবাদ কমিঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশবাড়ীয়া	৫০০	-
	দক্ষিণ আরজবেগী কমিঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশবাড়ীয়া	৫০০	-
	উত্তর লক্ষ্মীপুর কমিঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	দক্ষিণ চরহোসনাবাদ কমিঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশবাড়ীয়া	৫০০	-
	বগুড়া কাঁঠালবাড়ীয়া মাতুব্বর পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	নং বহরমপুর আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	দঃ আদমপুর সোমবাড়ীয়া হাট বেঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	মধ্য আদমপুর বেঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	রনগোপালদী ইউনিয়ন বেঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	উঃ পঃ রনগোপালদী গ্রামে বেঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	পূর্ব বড়গোপালদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	দঃ আদমপুর হাং পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	বহরমপুর	৫০০	-
	উঃ চরহাদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	উঃ চর বোরহান বেঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	দঃ পূঃ চাঁদপুরা প্যাদার চর বেঃ প্রাঃ বিঃ	আলীপুর	৫০০	-
	উঃ রনগোপালদী আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	রনগোপালদী	৫০০	-
	দঃ চর শাহজালাল বেঃ প্রাঃ বিঃ	রনগোপালদী	৫০০	-
	মধ্য আরজবেগী সিকদারিয়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশবাড়ীয়া	৫০০	-
	সৈয়দ জাফর দঃ পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	চরহাদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	যৌথা গাজীবাড়ী সংলগ্ন আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	রনগোপালদী	৫০০	-
	চর বোরহান ৫নং সীট আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	চর বোরহান ২নং সীট আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	কাটাখালী গাজীবাড়ী বেঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	উঃ রণগোপালদী মৌজায় চরের মধ্যস্থিত বেঃ প্রাঃ বিঃ	রণগোপালদী	৫০০	-
	চরশাহজালাল উঃ পাড় বেঃ প্রাঃ বিঃ	দশমিনা	৫০০	-
	চর শাহজালাল আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	রনগোপালদি	৫০০	-
	আউলিয়াপুর স্কুলে এন্ড কলেজ	রনগোপালদি	৫০০	-
	ডাঃডলি আকবার মহিলা কলেজ	দশমিনা	৫০০	-
	বড়গোপালদি মাধ্যমিক বিঃ	বেতাগী সানকিপুর	৫০০	-
সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	উপজেলা পরিষদ অফিস	দশমিনা	৩০০০-৫০০০	-
	উপজেলা প্রানী সম্পদ অফিস	দশমিনা	৫০০-১০০০	-
ইউপি ভবন	দশমিনা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	দশমিনা	১০০০-১২০০	-
	বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	বাঁশবাড়িয়া	৫৫০-১২০০	-
	আলিপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	আলিপুর	৫৫০-১২০০	-
	বহরমপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	বহরমপুর	৫৫০-১২০০	-
	বেতাগী সান্কিপুরইউনিয়ন পরিষদ ভবন	বেতাগী সান্কিপুর	৫৫০-১২০০	-
	রনগোপালদি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রনগোপালদি	৫৫০-১২০০	-
উঁচু রাস্তা	দশমিনা রনগোপালদি থেকে টাগরীরহাট হয়ে পটুয়াখালী (দশমিনার অংশ) পর্যন্ত রাস্তা	দশমিনা এবং রনগোপালদি	১০০০-১৫০০	-
	বাংগালের হাট থেকে বাশারিয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা	দশমিনা	১০০০-১৫০০	-
	দশমিনা থেকে হাজিরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা	দশমিনা	১০০০-১৫০০	-
	দশমিনা ইউপি থেকে খাইরহাট পর্যন্ত রাস্তা	দশমিনা	১০০০-১৫০০	-
	দশমিনা U.P থেকে আরজবেগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা	দশমিনা	১০০০-১৫০০	-
	দশমিনা HQ থেকে আলিপুর হাট পর্যন্ত রাস্তা	আলিপুর	১০০০-১৫০০	-

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	দশমিনা HQ থেকে রাঙ্গাপালদী হাট হয়ে উলানিয়া গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তা	রানগোপালদী	১০০০-১৫০০	-
	গাছানি গ্রথসেন্টার হাজিরহাট গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তা	দশমিনা	১০০০-১৫০০	-
বাঁধ	দশমিনা উপজেলাতে ৩৫.৫কিঃমিঃ বাধঁ রয়েছে। দশমিনা কলেজ গেট থেকে হাজির হাট পর্যন্ত ০৬ কিঃমিঃ।	দশমিনা	৪০০০-৫০০০ জন	-
	উত্তর রনগোপালদী শরিফ জোমাদ্দার বাড়ী থেকে পশ্চিম দিকে আমির উদ্দিন চৌকিদার বাড়ী হইয়া কালীবাড়ী বাড়ী বাধঁ পর্যন্ত ১০ কিঃমিঃ ভেড়ী বাধঁ।	রনগোপালদি	৪০০০-৬০০০	-
	উত্তর চরঘুণী লঞ্চঘাট হইতে দঃদিকে আইজ উদ্দিন চৌকিদার বাড়ী পশ্চিম পাশদিয়া ফকিরবাড়ী বাধঁ ঘাট পর্যন্ত ০৩ কিঃমিঃ ভেরীবাধঁ।	রনগোপালদি	২০০০-৫০০০	-

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.৪আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেনঃ

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদী পশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে
- কমিটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বণ্টন এবং সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেনঃ

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবেঃ

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাঁবু/ পলিথিন/ ওআরএস/ ফিটকিরি/ কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফেলাজিল, ইত্যাদি)/ পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখা
- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী- পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)

- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে

টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মধ্য বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃমোসলেম উদ্দিন	০১৭১৪৬৯৬৭০৯	-
পূর্ব বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবু জাফর	০১৭১০১১১৫২৫	-
মাছুয়াখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	অধীর চন্দ্র শীল	০১৭১০০২০১৮৫	-
বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ তহমিনা বেগম	০১৭১৮৭৯৭২১১	-
খারিজা বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	এ,কে,এম খলিলুর রহমান	০১৭২৮৬১২৪৬৫	-
পশ্চিম আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ মোসলেম উদ্দীন	০১৭১২১৩৭৬৭৪	-
মধ্য খলিশাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	হালিমা খাতূন	০১৯২৪৬৯৯৬৫১	-
উত্তর চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ইউসুফ আলী খান	১৭১৯৫৮৮৯০৫	-
দক্ষিণ চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আব্দুস ছালাম	০১৭১৪৭৩৮৭০৯	-
পূর্ব খলিশাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবদুস ছালাম	০১৭২৯৩৬৫৫৭৭	-
আলীপুর হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ হেমায়েত হোসেন	০১৭১৬৮০১৯৫৫	-
দশমিনা মডেল সঃ প্রাঃ বিঃ	বেগম সাবিকুন্নাহার	০১৭২১১৯০১৬৮	-
লক্ষ্মীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	জয়ন্ত কুমার মন্ডল	০১৭৪০৮৪৮৯৮৭	-
পূর্ব দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহজাহান	০১৭২৫৬৭৯২৮২	-
উত্তর দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	মেরী সুলতানা (বুলু)	০১৭৬৭৪১৭৭৬০	-
সৈয়দ জাফর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আখতার ফারুক	০১৭২৫৩৮৫৯১১	-
উত্তর আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাম্মৎ নাজমা বেগম	০১৯১৪৭২১৯০৬	-
পাতার চর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ মনিরুল ইসলাম	০১৭২৫৩৭৬৫৭৪	-
মধ্য রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	হাস্নাহেনা বেগম	০১৭২৮৪০৬২২৫	-
দক্ষিণ রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আওলাদ হোসেন	০১৭৩৬৯১৭৭৩৫	-
পূর্ব যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জামাল হোসেন	০১৭১৬৫৫৩৬৯৫	-
মধ্য গুলি আউলিয়াপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ ছালাম খান	০১৭৭৩০৪৯৭৭৩	-
চর ভোলাইশিং সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শামসুল হক	০১৭২৯৪৮৮১৬৪	-
পূর্ব আউলিয়াপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ নাসির উদ্দিন	০১৭১৩৯৫৮৬৩৯	-
উত্তর রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	আবদুল খালেক	০১৭২৬০৭৫০৫৮	-
আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	০১৭৩৫১০৯৮৮০	-
নেহালগঞ্জ সঃ প্রাঃ বিঃ	রাশিদা শবনম	০১৭৪৬৮৪৬৭০৫	-
মধ্য বহরমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আনোয়ার হোসেন	০১৭১৬৫৯৯৯৫৩	-
বগুড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	আয়েশা আফরোজ	০১৯১৩৯৯৪৮৮৭	-
উত্তর আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	কে,এম, মোফাজ্জেল হোসেন	০১৭২৭০৩৭৪৫৪	-
দক্ষিণ আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মিনারা বেগম	০১৭৪৫২০৯৩৪৭	-
গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ হোসেন আহাম্মদ	০১৭২৫১৭৩৩৫১	-
মধ্য বাশবাড়ীয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ নজরুল ইসলাম	০১৭২৪০৫৫৯৮৯	-
ঢনঢনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	রীনা খানম	০১৭৩১৪০৮৬৩৬	-

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
চরহোসনাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ	নাজমুননাহার	০১৯২০২৬৭৪৪৬	-
দক্ষিণ পশ্চিম গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ হাতেম আলী	০১৭২৬৩৯৬৩০৩	-
দক্ষিণ দাসপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ মরিয়ম বেগম	০১৭১২৪৩৪৬৩৩	-
রণগোলদী হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	ফ্লোয়ারা বেগম	০১৭৩৯০৬২৮৭৪	-
পূর্ব আলীপুর রমানাথসেন সঃ প্রাঃ বিঃ	নুরুন নাহার রুমা	০১৭৩২৬৮৫৮০৮	-
দাবাড়ী বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	গোপাল চন্দ্র দেবনাথ	০১৭৩৫৭২৭৬৫৩	-
উ. আদমপুর কালু মোল্লার হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	সুনিল চন্দ্র বিশ্বাস	০১৭৩৫৯৯৭০৬৭	-
উত্তর বহরমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ মালেক	০১৭৩৬-৯১৭৫৮১	-
পূর্ব আলীপুর চাঁন্দার বাধ সঃ প্রাঃ বিঃ	আমির হোসেন	০১৭২৫-৯৬৫৭০৭	-
গুলি আউলিয়াপুর আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ সোহরাব হোসেন	০১৭১৯-৩০৫৮২৬	-
দক্ষিণ বাঁশবাড়িয়া ইসলামিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোস্তাফিজুর রহমান	০১৭২৯-৬৩৮৫১৫	-
চরঘুনী সঃ প্রাঃ বিঃ	আবুল কালাম আজাদ	০১৭২৬-৩১৯৫৮৮	-
ঠাকুরের হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জাকির হোসেন	০১৭২৪-৩৮৫৬৪৯	-
পূর্ব আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আলমগীর শাহ	০১৭২৫-৯৪৯৩৭৪	-
রামবল্লভ অগ্রণী সঃ প্রাঃ বিঃ	আবদুর রব	০১৭৩৪-৩৮৪২০৬	-
পশ্চিম খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহজাহান	০১৭৩৫-৯৪৪২০৪	-
পূর্ব লক্ষীপুর জনতা সঃ প্রাঃ বিঃ	নুরমোহাম্মদ	০১৯২৯-৩১০৩৯১	-
উত্তর কাটাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ হারুন সিদ্দিকী	০১৭৩৬-১২০৪৩৭	-
গোপালদী নিজাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ সেকান্দার আলী	০১৯৩২৯৫০৭৯৪	-
উ. পূর্ব বগুড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবু তাহের	০১৭৩৬-৪৬৪৩৯০	-
দক্ষিণ খারিজাবেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন	০১৭২৩-৮৪৮০৯৬	-
বাঁশ. শাহ কেরামতিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ফারুক আলম	০১৭১২-৪৩১৬৯৭	-
কাউনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আমিন	০১৯১৫-৮৪৬২১৮	-
বাঁশবাড়িয়া আক্রাম খান সঃ প্রাঃ বিঃ	সুলতানা	০১৭১৫৪০৩৭৩৩	-
দক্ষিণ গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ মালেক খান	০১৭৩৫-৯৮৫৭১৯	-
গোপালদী নিজাবাদ উ. সিংহের হাওলা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খাঁন	০১৭১১-২১৯৮৯৪	-
দ. প. আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ ইসরাত জাহান মিনু	০১৭৩৫-৬৬৬৮৬৬	-
চিংগুড়িয়া ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	আবুয়াল কাশেম	০১৭২৮-৮৭৪১১৯	-
উ. পূর্ব খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	রিজিয়া বেগম	০১৭৪৯-৫৯২৯৯৬	-
দ. প. আলীপুর স্লুইজ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ইউসুফ দেওয়ান	০১৭৪৯-৮২৫৬৭৩	-
উ. আদমপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	০১৭৭৮-১৭১৯১৪	-
উ. খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোহাম্মদ হোসেন	০১৭২০-২০১৮৩৯	-
দক্ষিণ রামবল্লভ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহ আলম	০১৭৪৫-৩৩৯৭৫৭	-
পশ্চিম বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ রাজ্জাক	০১৭৩২-৯৪০০৯৮	-
মধ্য যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহ আলম	০১৭৪৯-৮৭৪৪৮১	-
দ. খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ সোহরাব হোসাইন	০১৭২৫-১২২৩০২	-
উত্তর পূর্ব আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আলতাফ হোসন	০১৭৬২-১০৩৬৪২	-
বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবদুস সালাম	০১৯২৫-০৩৫৩২৫	-
উ. পশ্চিম গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	কাজী মাইন উদ্দীন	০১৭২৮-২৫১৯৩৮	-
মধ্য দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ খলিলুর রহমান	০১৭১০-৫৯৬৮২৭	-
দক্ষিন আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ মোজাম্মেল হক	০১৭১০-৮৩২৮৬৩	-

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উ. প. মীরমদন সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ খালেক	০১৭৬৪-৬৮১৭৭২	-
মধ্য আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মনরঞ্জন শীল	০১৭৬৬-৭৩৩৩৫১	-
পূর্ব রণগোপালদী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ মর্জিনা খাতুন	০১৭২৮-৫৪৪০৬৪	-
উত্তর পূর্ব চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	শিশির কুমার	০১৭১৬-৯২৫৮৫০	-
দ. পূর্ব দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আঃ রহমান	০১৭১৫-৪৯৭৮০২	-
উ. পূর্ব রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোহাম্মদ কবির আলম	০১৭৫৩-৬২৩৪৭৫	-
দ. পূর্ব রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শামিম	০১৭২৪-৫৭৮৮৪৮	-
বেতাগী সানকিপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবদুর রব	০১৭২৪-৮০০৯৬০	-
সানকিপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ খানে রেজা	০১৭১৬-২৬৫৩৭৪	-
উত্তর গুলি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহজাহান	০১৭১৮-৭৪৫৭১২	-
সৈয়দজাফর প. পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ইসমাইল হোসেন	০১৭৪৩-৬৮৫১৫০	-
পশ্চিম লক্ষীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	বাবুল চন্দ্র ভক্ত	০১৭৭২৩৫০৫০৫	-
চরমাছুয়াখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবিদ হোসেন	০১৮১৫-৪৫৪৯৭৫	-
আদমপুর বজলুর রহ. ফাউ. সঃ প্রাঃ বিঃ	বাবুল চন্দ্র শীল	০১৭৩৬-২৮১০৩৬	-
মধ্য চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবুবক্কর সিদ্দিক	০১৭২১-৮০৯০৫৩	-
পূর্ব চাঁদপুরা রেডক্রিসেন্ট সঃ প্রাঃ বিঃ	ইদ্রিসুর রহমান	০১৭২৮-৩৬৬৮৪৯	-
চাঁদপুরা মৌজা. প. দ. মধু. সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	০১৭৩৫-৬৬৩০৪২	-
উত্তর আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	রুমা বেগম	০১৭৬৪-৮৪৮৫৩৪	-
মধ্য চরঘুনী সঃ প্রাঃ বিঃ	আবদুর রহিম জমাদ্দার	০১৭৩৪-১২৬২২৫	-
পশ্চিম যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ মন্নান হাওলাদার	০১৭২৪-৭৭০৯৮২	-
চরবোরহান সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবুল কালাম	০১৭১৫-৭৮৭২৬৭	-
রণগোপালদী আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	আলাউদ্দিন আল অজাদ	০১৭২১-৫৩৮৭৪৯	-
পূর্ব দণি আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ সাকিনুর বেগম	০১৭১৯-৯৩৯৮১১	-
মধ্য গচানী সঃ প্রাঃ বিঃ	মঞ্জর আলম	০১৭২৫-৬৭৯২৬০	-
দক্ষিণ পশ্চিম চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	শিব কান্তি বসু	০১৭৬৩-২০৬৬৭১	-
দ. প. যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ওমর ফারুক	০১৭১৭-২০৩৫৩৭	-
মধ্য চরবোরহান সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ রাজ্জাক	০১৯৬৫৭১৩১৮৩	-
পশ্চিম দাবারী বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	উম্মে কুলসুম	০১৭৪৮-২৬৬৯৬২	-
দক্ষিণ আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ সেলিম	০১৭৫২-৪৪৭৯০৩	-
মীরমদন সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ হামিদা	০১৭২৩-৫৮২২১৩	-
চাঁদপুরা আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	নাসিমা বেগম	০১৭১৫-২৫৮৮৫৬	-
রহিতপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ হাবিবুর রহমান	০১৭১৯-৫৮৮৯০৫	-
মধ্য খারিজাবেতাগী আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	আবদুর রব	০১৭২৪-৭৭১১৩৭	-
মৌবাড়িয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আলাউদ্দিন	০১৭৩২-০৩০১৭৬	-
মধ্য আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	দেলোয়ার হোসেন	০১৭১৩-৬১০৮৮৯	-
উ. প. আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃমাহবুবুর রহমান	০১৭৫৪০১৬২৪৪	-
আদমপুর মৃধাপাড়া কমিঃ প্রাঃ বিঃ	মাকসুদা বেগম	০১৯৩৭-৩২৩২১৩	-
দ. প. আদমপুর কমিঃ প্রাঃ বিঃ	শাহিনা আক্তার	০১৭৩৩-৪২৩৩০১	-
উত্তর গোপালদী কমিঃ প্রাঃ বিঃ	রাহিমা আক্তার	০১৭৪৪-৭০৫০৬৯	-
পশ্চিম চরহোসনাবাদ কমিঃ প্রাঃ বিঃ	মোর্শেদা বেগম	০১৯২৮-০৪৫৯৩৭	-
দক্ষিণ আরজবেগী কমিঃ প্রাঃ বিঃ	অমল চন্দ্র দাস	০১৭১৩-৯৬২২১৩	-

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উত্তর লক্ষ্মীপুর কমিঃ প্রাঃ বিঃ	অর্চনা কর্মকার	০১৭৫৪-৯৪০১৮৩	-
দক্ষিণ চরহোসনাবাদ কমিঃ প্রাঃ বিঃ	অঞ্জনা রানী রায়	০১৭২৪-৭৭১১৩৬	-
বগুড়া কাঁঠালবাড়ীয়া মাতুব্বর পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ কামরল ইসলাম	০১৯১১-৬১১০৬৭	-
বহরমপুর আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আরিফুর রহমান	০১৭১৩-৮৬৯৩৬৪	-
দঃ আদমপুর সোমবাড়ীয়া হাট বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আনোয়ার হোসাইন	০১৭২৪-৮৯৫৯৬১	-
মধ্য আদমপুর বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ আরিফা বেগম	০১৭৬০৬০৪১০৭	-
রনগোপালদী ইউনিয়ন বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আল মামুন	০১৭২৯-৩৬২৭৭১	-
উঃ পঃ রনগোপালদী গ্রামে বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ আসমা বেগম	০১৭৩৪-০৪০০৬৩	-
পূর্ব বড়গোপালদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	বিপুল চন্দ্র শীল	০১৭৪৮-১৭০০৬৫	-
দঃ আদমপুর হাং পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ নাসিমা বেগম	০১৭৬০-৪২৬১৭০	-
উঃ চরহাদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ শাহানাজ খানম	০১৭১০-৫৯৬৮২৭	-
উঃ চর বোরহান বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ সোহাগ	০১৭৩৬-৯৪০৬৪৫	-
দঃ পূঃ চাঁদপুরা প্যাদার চর বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ রামিজ উদ্দিন	০১৭৩৭-৪৩২৫৯৮	-
উঃ রনগোপালদী আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ খলিলুর রহমান	০১৭২০-৬৯১০৫২	-
দঃ চর শাহজালাল বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ রুহুল আমিন	০১৭৩৪-৮৮১৫০৬	-
মধ্য আরজবেগী সিকদারিয়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ রাহিমা বেগম	০১৭২৮-৮৭৫০০১	-
সৈয়দ জাফর দঃ পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবু তাহের	০১৮৩৩-৩১৫৭১৫	-
চরহাদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	তপন কুমার হাং	০১৭৩৩-৮৩৪৩৫১	-
যৌথা গাজীবাড়ী সংলগ্ন আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ আকলিমা বেগম	০১৯৮১-১৮৯৩৬২	-
চর বোরহান ৫নং সীট আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ জান্নাতুল ফেরদাউস	০১৭৭১-৭৬২৯৪৮	-
চর বোরহান ২নং সীট আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ কুলসুম	০১৭৭০-৫৬৬৪৯৭	-
কাটাখালী গাজীবাড়ী বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহ ওয়ালিউল ইসলাম	০১৭১৬-৮৩৮০৯০	-
উঃ রণগোপালদী মৌজায় চরের মধ্যস্থিত বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ ফারজানা বেগম	০১৭৪৭-৬৯৬৮৫৫	-
চরশাহজালাল উঃ পাড় বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ রেজাউল করিম	০১৭৭৬-৭৬৯০৩৫	-
চর শাহজালাল আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবুল হাসেম	০১৭২৫-৩৯৭০৪৩	-

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

- আশ্রিত মানুষের রেজিস্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও স্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিক মত ফেরত দেওয়া
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নিদিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা-সেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারঃ

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়্যারলেস স্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষনঃ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইড লাইন অনুসরন করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার সম্পদ সমূহের তালিকা ও বর্ণনা।

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	৩৯	পি আই ও	এ উপজেলাতে ৩৪টি আশ্রয় কেন্দ্র, ১৪১ টি স্কুল কাম আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে।
নৌকা	১৫০০	ইউনিয়ন চেয়ারম্যান	এ উপজেলায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় কোন নৌকা নাই।
মাটির কিল্লা	০৮	পি আই ও	এ উপজেলায় তিনটি ইউনিয়নে ৮টি মাটিরকেল্লা রয়েছে।
গাড়ি	০২	ইউ এন ও, উপজেলা চেয়ারম্যান	উপজেলায় সরকারী ২টি গাডী রয়েছে যা উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউ,এন,ও এর তত্যাবধায়নে রয়েছে।
স্পীড বোট	০১	ইউ এন ও	এ উপজেলায় ০১টি স্পীড বোট রয়েছে যা ইউ,এন,ও এর তত্যাবধায়নে। বর্তমানে অকেজ অবস্তায় রয়েছে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.৬ অর্থায়ন

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার ইজারা, খাল/বিল ইজারার মাধ্যমে এবং ব্যবসা/বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানীং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই যাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন যা পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানীং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি
    - হাট-বাজার ইজারা বাবদ
    - ঘাট ইজারা বাবদ
    - খাস পুকুর ইজারা বাবদ
    - খোয়াড় ইজারা বাবদ
- মটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়

- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- উন্নয়ন খাত
  - কৃষি
  - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী
  - রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত
  - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজিএসপি)
- সংস্থাপন
  - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা
  - সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি
- অন্যান্য
  - ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

- এনজিও
- সিডিএমপি

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পররেছে সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গূলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাঁধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করনঃ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

টেবিল ৪.৬: ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন	চেয়ারম্যান	০১৭১১-৬৩৯৩০৭
২	সোহরাফ হোসেন	সচিব	০১৭১৮৫১০২২৫
৩	জহিদুজ্জামান	টীম লিডার স্প্রীড ট্রাস্ট	০১৭৫৭৬৮৬২৭২
৪	মোঃমোসলেম উদ্দিন	সদস্য	০১৭৪-৫৭০৭৪৮৪
৫	মোঃ হোসেন	সদস্য	০১৭২১-৭৩৪২৩৮

তথ্যসূত্র: দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

কমিটির কাজ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণ
- বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া
- দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

টেবিল ৪.৭: ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন	চেয়ারম্যান	০১৭১১-৬৩৯৩০৭
২	সোহরাফ হোসেন	সচিব	০১৭১৮৫১০২২৫
৩	বেগম সামসুন্নাহার খান ডলি	মহিলা সদস্য	০১৯১৩-৫৪৩৩০১
৪	এস এম শাহাজাদা	সরকারী প্রতিনিধি	০১৭১০-১৫০২২৮
৫	মাহফুজা রহমান	টেকনিক্যাল অফিসার সেভ দি চিলড্রেন	০১৭৫৭৬৮৬২৭২
৬	সনজীব মৃধা	সদস্য	০১৭২২০৯৬৯৬৯
৭	ইন্দ্রজিৎ কুমার মন্ডল	সদস্য	০১৭১২১১৭৭৫২

তথ্যসূত্র: দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

কমিটির কাজ

- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা, আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

পঞ্চম অধ্যায়
উদ্ধার ও পূনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন বর্ননা।

খাত	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দশমিনা উপজেলায় ২৩শে মে ২০০৪, ১১ই সেপ্টেম্ব ২০০৪, ১১ই মাচ ২০০৫, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে সিডর, ১৫ই নভেম্বর ২০০৮, ২৫শে মে ২০০৯, ৮ই অক্টোবার ২০১০, ১৬ই জুন ২০১১ সালের মত ঘূণী ঝড় হলে উপজেলায় ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, ১৫ই নভেম্বর ২০০৭, ১৫ই নভেম্বর ২০০৮, ২৫শে মে ২০০৯, ১৬ই জুন ২০১১ সালের মত জলচ্ছাস হলে দশমিনা উপজেলায় জলচ্ছাসের কারণে ১৩,৬০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৭২০টি পরিবারের ৩৫,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২০০৪ এবং ২৫শে মে ২০০৯ সালের হঠাৎ বন্যার কারণে দশমিনা উপজেলায় ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ৬ই মে ২০০২ সালের মত হঠাৎ কালবৈশাখীর আঘাতে দশমিনা উপজেলায় ১০,৫৯০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪,৮৫০টি পরিবারের ৪৯,২৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। দশমিনা উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ২,৪২০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২,৫৫০ টি পরিবারের ১৫,১৫০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ১৫ই নভেম্বর ২০০৮সালের মত প্রবল বর্ষন হলে দশমিনা উপজেলায় ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। দশমিনা উপজেলায় খরার কারণে ১৫,৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৭,৩০৭ টি পরিবারের ৩৯,৫০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
মৎস্য	২৫শে মে ২০০৯সালের আইলার মত জলচ্ছাস হলে দশমিনা উপজেলায় ২,৭২০ টি পুকুরের পানি নস্ট হয়ে মাছের বিভিন্ন রোগ হয় এবং মাছ ভেসে গিয়ে ৫,৫৫০ টি পরিবারের ২৮,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। ২০০৪ এবং ২৫শে মে ২০০৯ সালের মত বন্যা হলে দশমিনা উপজেলায় ৩,৭২০ টি পুকুরের পানি নস্ট হয়ে মাছের বিভিন্ন রোগ হয় এবং মাছ ভেসে গিয়ে ৪,৩২০ টি পরিবারের ৩০,৯০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দশমিনা উপজেলায় ১৫ই নভেম্বর ২০০৭সালের মত সিডর ২০১৩ সালের মত আইলা ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গানের কারণে ১৪টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ জলচ্ছাসের কারণে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ১,২৬০ টি পরিবারের ৫,৩০০জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাছাড়া এ উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২,৬২০ টি পরিবারের ৬,৬০০জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলায় ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০৪ এবং ২৫শে মে ২০০৯ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে এ উপজেলায় প্রায় ৫০%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খরার কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দশমিনা উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে এ উপজেলার ৩৮%মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে দশমিনা উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।

পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দশমিনা উপজেলায় ০৬টি ইউনিয়নে বন্যা, জলচ্ছাস এর কারনে টিউবোয়েল ডুবে গিয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব দেখা দিতে পারে। বন্যা, জলচ্ছাসের ফলে ২২৭৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ১৫ই নভেম্বর ২০০৭,২০১৩সালের মত ঝড় হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৬০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৬টি ইউনিয়ন নদীভাঙ্গনের কারণে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ২৮শে জুন ২০০৩, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালের মত ঘূণী ঝড় হলে দশমিনা উপজেলায় ১০,১৫০ টি কাঁচা ও আধা পাঁকা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২,৭৭০টি পরিবারের ৫৫,৩৫৭ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ৬ই মে ২০০২সালের কালবৈশাখী হলে দশমিনা উপজেলায় ১০১৫০ টি কাঁচা ও আধা পাকা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২৭৭০ টি পরিবারের ৫৫,৩৫৭ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৯৫, ১৯৯৮,সালের মত দশমিনা উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২,৪৫০টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ২,৫৬০টি পরিবারের ১৩,৩৭৫ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। দশমিনা উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ৫,৩৮০টি কাঁচা ও আধাপাঁকা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৫,৯৩০টি পরিবারের ২৭,৮০০জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	জনাব আজহারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১৮২৬২১৫৬
২	সোহরাব হোসেন	সদস্য সচিব	০১৭১৮৫১০২২৫
৩	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	সরকারী প্রতিনিধি	০১৯৩৪৩১৩৮১১
৪	দ্বীপ শীখা জয়ন্তী	মহিলা প্রতিনিধি	০১৭২৫-১৩৪৮৬১
৫	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান (সাগর)	সদস্য	০১৭৩৯৪০০৫৪৫
৬	জনাব মশিউর রহমান	সদস্য	০১৭১৫৪৩৬৭৩০

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.২ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	জনাব আজহারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১৮২৬২১৫৬
২	সোহরাব হোসেন (PIO)	সদস্য সচিব	০১৭১৮৫১০২২৫
৩	জনাব সনজীব মৃধা	সরকারী প্রতিনিধি	০১৭২২০৯৬৯৬৯
৪	বেগম শিরিন সুলতানা	মহিলা প্রতিনিধি	০১৭২০৯০৮৭৮৯

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
৫	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	সদস্য	০১৭১২১৫৮০১৫
৬	জনাব সনজীব মৃধা	সদস্য	০১৭২২০৯৬৯৬৯

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরাম্ভ

টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	জনাব আজহারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১৮২৬২১৫৬
২	সোহরাব হোসেন	সদস্য সচিব	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭
৩	জনাব ডাঃ মসিউল আলম	সরকারী প্রতিনিধি	০১৭১৬৫৪৬৩৯৬
৪	জনাব আঃ মজিদ সিকদার	সদস্য	০১৯৩৮০১১৩০২
৫	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	সদস্য	০১৯৩৪৩১৩৮১১
৬	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান (সাগর)	সদস্য	০১৭৩৯৪০০৫৪৫

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

টেবিলঃ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তা প্রদান কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	জনাব আজহারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১৮২৬২১৫৬
২	সোহরাব হোসেন (PIO)	সদস্য সচিব	০১৭১৭-৯৫৬৮৪৭
৩	দ্বীপ শীখা জয়ন্তী	সরকারী প্রতিনিধি	০১৭২৫-১৩৪৮৬১
৪	জনাব সুনিল কুমার রায়	সদস্য	০১৭১৬২১২৩৩৩
৫	জনাব মোঃ রনজরুল ইসলাম	সদস্য	০১৮২৪৬৯৮০৪০
৬	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	সদস্য	০১৭১২১৫৮০১৫

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

সংযুক্তি ১:

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেকলিষ্ট

রেডিও) "ছক" নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত৫টিভির মাধ্যমে /চেক লিস্টপরীক্ষা করে (দেখতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রমিক	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি আছে কিনা।	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রন কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭.	অন্যান্য	

বি: দ্র:

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যে ক্ষেত্রে নানারূপ ত্রুটি দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেকলিস্ট পূরণ করে উপজেলার নির্বাহি অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রমিক	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য মজুদ আছে	✓
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	✓
৩	১থেকে ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	✓
৪	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	✓
৫	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	✓
৬	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	✓
৭	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	✓
৮	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নলকূপ আছে	✓
৯	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	
১০	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	
১১	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	
১২	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	✓
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে	
১৪	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	✓
১৫	আশ্রায়কেন্দ্র গুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	✓
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	✓
১৭	কমপক্ষে২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষ করার জন্য জনগনকে সজাগ করা হয়েছে	✓
১৮	অন্যান্য	

সংযুক্তি-২:

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন	উপজেলা চেয়ারম্যান	চেয়ারপার্সন	০১৭১১-৬৩৯৩০৭
২	জনাব আজহারুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	কো-চেয়ারপার্সন	০১৭১৮২৬২১৫৬
৩	বেগম শামসুনাহার খান ডলি	ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৯১৩৫৪৩৩০১
৪	জনাব সনজীব মৃধা	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭২২০৯৬৯৬৯
৫	জনাব ইন্দ্রজিত কুমার মন্ডল	উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২১১৭৭৫২
৬	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান খান	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭২১৬৩০৭৫৬
৭	জনাব মোঃ শাহজাহান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)	সদস্য	০১৭২০০১৪৮৭৫
৮	জনাব অবনী মোহন দাস	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য	০১৭১৬৫১২৯১৯
৯	মোঃ আব্দুর রশিদ	সহঃ পরিচালক,ঘুর্নিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী	সদস্য	০১৭১৬৭৪০৩০৪
১০	জনাব মোঃ রনজরুল ইসলাম	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮২৪৬৯৮০৪০
১১	জনাব সুনিল কুমার রায়	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬২১২৩৩৩
১২	বেগম শিরিন সুলতানা	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (অঃ দাঃ)	সদস্য	০১৭২০৯০৮৭৮৯
১৩	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৭২৮৫৩২৫৫
১৪	জনাব আজহারুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য	০১৭১৮২৬২১৫৬
১৫	জনাব মোঃ নাজমুল আলম চৌধুরি	অফিসার ইন-চার্জ,দশমিনা থানা	সদস্য	০১৭১৩৩৭৪৩২১
১৬	জনাব ডাঃ মসিউল আলম	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য	০১৭১৬৫৪৬৩৯৬
১৭	মোঃহোসেন আলী	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১৩৩৭৬০৮৩
১৮	জনাব আবুল বাশার	উপসহকারী প্রকৌশলী-, জনস্বাস্থ্য	সদস্য	০১৯১৪১৪১৯৮৩
১৯	জনাব আঃ মজিদ সিকদার	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯৩৮০১১৩০২
২০	জহিদুজ্জামান	টীম লিডার স্প্রীড ট্রাস্ট	সদস্য	০১৭৫৭৬৮৬২৭২
২১	সৈয়দ মাহাফুজ	সভাপতি বি,আর,ডিবি	সদস্য	
২২	মাহফুজা রহমান	টেকনিক্যাল অফিসার সেভ দি চিলড্রেন	সদস্য	০১৭৫৭৬৮৬২৭২
২৩	এইচ এম ফোরকান	সভাপতি প্রেসক্লাব	সদস্য	০১৭১৮৭২১৫৪৪
২৪	এম এ মামুন সিকদার	অধ্যক্ষ, এ আর টি ডিগ্রি কলেজ	সদস্য	০১৭১২৩৪৪৬৬৩
২৫	জনাব আজহারুল ইসলাম	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার (ইউএনও)		০১৭১৮২৬২১৫৬
২৬	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	চেয়ারম্যান, রনগোপালদী ইউনিয়ন	সদস্য	০১৯৩৪৩১৩৮১১
২৭	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান (সাগর)	চেয়ারম্যান, আলীপুর ইউনিয়ন	সদস্য	০১৭৩৯৪০০৫৪৫
২৮	জনাব মশিউর রহমান	চেয়ারম্যান, বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়ন	সদস্য	০১৭১৫৪৩৬৭৩০
২৯	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	চেয়ারম্যান, দশমিনা ইউনিয়ন	সদস্য	০১৭১২১৫৮০১৫
৩০	জনাব সৈয়দ মাহাফুজুর রহমান	চেয়ারম্যান, বহরমপুর ইউনিয়ন	সদস্য	০১৭১৫৫৮৬৭৮৮
৩১	জনাব আলতাফ হোসেন	চেয়ারম্যান, বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়ন	সদস্য	০১৭১৮৫০১৯৪৮
৩২	সোহরাব হোসেন	পি আই ও	সদস্য সচিব	০১৭১৮৫১০২২৫

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

সংযুক্তি-৩:

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্রমিক	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মুকুল আহম্মেদ	দশমিনা	সংকেত	০১৭১৮৭০০৩৭৯
০২	মোঃ আলাউদ্দিন	দশমিনা	উদ্ধার	০১৭২২২০৩৯৩৬
০৩	অজুফা বেগম	দশমিনা	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭১৩৬২৯৪৩৩
০৪	মোঃ খোরশেদ আলম হাওলাদার	দশমিনা	আশ্রয়	০১৭৫২১৬৭৭২৭
০৫	চান মিয়া	আলিপুর	সংকেত	০১৭৮৮০৭৫৬৭১
০৬	মোঃ শাহ আলম মৃধা	আলিপুর	সংকেত	০১৯৩০৭৬২১১৯
০৭	মোঃ আব্দুল আজিজ হাওলাদার	আলিপুর	আশ্রয়	০১৭৪২৪০৬০৯০
০৮	মোসাঃ তহমিনা বেগম	আলিপুর	ত্রান	০১৯১৮৩৩৪২৪৬
০৯	আব্দুল হাই	বেতাগী সানকীপুর	সংকেত	০১৭২০১১৬৭৪৭
১০	জালাল সরদার	বেতাগী সানকীপুর	সংকেত	০১৭৪৪৭০৫০৯৮
১১	কল্যাণ চন্দ্র অধিকারী	বেতাগী সানকীপুর	আশ্রয়	০১৭২৯৩২২০৯২
১২	নমিতা রানি	বেতাগী সানকীপুর	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭৪৮২৬৬৯৩০
১৩	মোসলেম উদ্দিন	বহরমপুর	সংকেত	০১৭৪৫৭০৭৪৮৩
১৪	মনির হোসেন	বহরমপুর	সংকেত	০১৭১০৬২০৬৭১
১৫	বাবুল হোসেন	বহরমপুর	আশ্রয়	০১৭৭৭৯৯৮২৫৭
১৬	করিম জান	বহরমপুর	সংকেত	০১৭২০৫৯৩০৮৯
১৭	মুজিবর খান	বাশবাড়িয়া	সংকেত	০১৭৩৫৭২৭৯৪৬
১৮	মোঃ নুরুল হক হাওলাদার	বাশবাড়িয়া	সংকেত	০১৯১৭৯৮৩৮২১
১৯	মোঃ আনোয়ার	বাশবাড়িয়া	উদ্ধার	০১৯১৬৭১৬৮২৮
২০	মোসাঃ তাসলিমা	বাশবাড়িয়া	আশ্রয়	০১৭৪৬৩০৮৫৪৯
২১	মোঃ হোসেন	রণগোপালদি	সংকেত	০১৭২১৭৩৪২৩৮
২২	নাসির উদ্দিন	রণগোপালদি	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭১২৭৩৩২৭৭
২৩	মোঃ জাহিদ হোসেন	রণগোপালদি	ত্রান	০১৭২৯৫৫৭৯৮০
২৪	মোসাঃ নাজমুন নাহার	রণগোপালদি	আশ্রয়	০১৭৩৬৭৯৭১২৮

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

সংযুক্তি-৪:

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
আউলিয়াপুর মাটির কেল্লা	সোহরাব হোসেন (পি আই ও)	০১৭১৮৫১০২২৫	রনগোপালদী
চর বোরহান মাটির কেল্লা	সোহরাব হোসেন (পি আই ও)	০১৭১৮৫১০২২৫	রনগোপালদী
চাদপুর মাটির কেল্লা	সোহরাব হোসেন (পি আই ও)	০১৭১৮৫১০২২৫	আলীপুর
পাতারচর মাটির কেল্লা	সোহরাব হোসেন (পি আই ও)	০১৭১৮৫১০২২৫	রনগোপালদী
দশমিনা মাটির কেল্লা	সোহরাব হোসেন (পি আই ও)	০১৭১৮৫১০২২৫	দশমিনা
নলখোলা মাটির কেল্লা	সোহরাব হোসেন (পি আই ও)	০১৭১৮৫১০২২৫	দশমিনা
কাটাখালী মাটির কেল্লা	সোহরাব হোসেন (পি আই ও)	০১৭১৮৫১০২২৫	দশমিনা
চর হাদী মাটির কেল্লা	সোহরাব হোসেন (পি আই ও)	০১৭১৮৫১০২২৫	দশমিনা
আউলিয়াপুর মাটির কেল্লা	সোহরাব হোসেন (পি আই ও)	০১৭১৮৫১০২২৫	রনগোপালদী
চর বোরহান মাটির কেল্লা	সোহরাব হোসেন (পি আই ও)	০১৭১৮৫১০২২৫	রনগোপালদী

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মধ্য বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃমোসলেম উদ্দিন	০১৭১৪৬৯৬৭০৯	-
পূর্ব বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবু জাফর	০১৭১০১১১৫২৫	-
মাছুয়াখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	অধীর চন্দ্র শীল	০১৭১০০২০১৮৫	-
বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ তহমিনা বেগম	০১৭১৮৭৯৭২১১	-
খারিজা বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	এ,কে,এম খলিলুর রহমান	০১৭২৮৬১২৪৬৫	-
পশ্চিম আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ মোসলেম উদ্দীন	০১৭১২১৩৭৬৭৪	-
মধ্য খলিশাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	হালিমা খাতূন	০১৯২৪৬৯৯৬৫১	-
উত্তর চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ইউসুফ আলী খান	১৭১৯৫৮৮৯০৫	-
দক্ষিণ চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আব্দুস ছালাম	০১৭১৪৭৩৮৭০৯	-
পূর্ব খলিশাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবদুস ছালাম	০১৭২৯৩৬৫৫৭৭	-
আলীপুর হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ হেমায়েত হোসেন	০১৭১৬৮০১৯৫৫	-
দশমিনা মডেল সঃ প্রাঃ বিঃ	বেগম সাবিকুন্নাহার	০১৭২১১৯০১৬৮	-
লক্ষ্মীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	জয়ন্ত কুমার মন্ডল	০১৭৪০৮৪৮৯৮৭	-
পূর্ব দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহজাহান	০১৭২৫৬৭৯২৮২	-
উত্তর দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	মেরী সুলতানা (বুলু)	০১৭৬৭৪১৭৭৬০	-
সৈয়দ জাফর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আখতার ফারুক	০১৭২৫৩৮৫৯১১	-
উত্তর আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাম্মৎ নাজমা বেগম	০১৯১৪৭২১৯০৬	-
পাতার চর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ মনিরুল ইসলাম	০১৭২৫৩৭৬৫৭৪	-
মধ্য রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	হাস্নাহেনা বেগম	০১৭২৮৪০৬২২৫	-
দক্ষিণ রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আওলাদ হোসেন	০১৭৩৬৯১৭৭৩৫	-
পূর্ব যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জামাল হোসেন	০১৭১৬৫৫৩৬৯৫	-
মধ্য গুলি আউলিয়াপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ ছালাম খান	০১৭৭৩০৪৯৭৭৩	-
চর ভোলাইশিং সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শামসুল হক	০১৭২৯৪৮৮১৬৪	-

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
পূর্ব আউলিয়াপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ নাসির উদ্দিন	০১৭১৩৯৫৮৬৩৯	-
উত্তর রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	আবদুল খালেক	০১৭২৬০৭৫০৫৮	-
আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	০১৭৩৫১০৯৮৮০	-
নেহালগঞ্জ সঃ প্রাঃ বিঃ	রাশিদা শবনম	০১৭৪৬৮৪৬৭০৫	-
মধ্য বহরমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আনোয়ার হোসেন	০১৭১৬৫৯৯৯৫৩	-
বগুড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	আয়েশা আফরোজ	০১৯১৩৯৯৪৮৮৭	-
উত্তর আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	কে,এম, মোফাজ্জেল হোসেন	০১৭২৭০৩৭৪৫৪	-
দক্ষিণ আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মিনারা বেগম	০১৭৪৫২০৯৩৪৭	-
গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ হোসেন আহাম্মদ	০১৭২৫১৭৩৩৫১	-
মধ্য বাশবাড়ীয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ নজরুল ইসলাম	০১৭২৪০৫৫৯৮৯	-
ঢনঢনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	রীনা খানম	০১৭৩১৪০৮৬৩৬	-
চরহোসনাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ	নাজমুননাহার	০১৯২০২৬৭৪৪৬	-
দক্ষিণ পশ্চিম গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ হাতেম আলী	০১৭২৬৩৯৬৩০৩	-
দক্ষিণ দাসপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ মরিয়ম বেগম	০১৭১২৪৩৪৬৩৩	-
রণগোলদী হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	ফ্লোয়ারা বেগম	০১৭৩৯০৬২৮৭৪	-
পূর্ব আলীপুর রমানাথ সেন সঃ প্রাঃ বিঃ	নুরুন নাহার রুমা	০১৭৩২৬৮৫৮০৮	-
দাবাড়ী বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	গোপাল চন্দ্র দেবনাথ	০১৭৩৫৭২৭৬৫৩	-
উ. আদমপুর কালু মোল্লার হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	সুনিল চন্দ্র বিশ্বাস	০১৭৩৫৯৯৭০৬৭	-
উত্তর বহরমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ মালেক	০১৭৩৬-৯১৭৫৮১	-
পূর্ব আলীপুর চাঁন্দার বাধ সঃ প্রাঃ বিঃ	আমির হোসেন	০১৭২৫-৯৬৫৭০৭	-
গুলি আউলিয়াপুর আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ সোহরাব হোসেন	০১৭১৯-৩০৫৮২৬	-
দক্ষিণ বাঁশবাড়িয়া ইসলামিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোস্তাফিজুর রহমান	০১৭২৯-৬৩৮৫১৫	-
চরঘুনী সঃ প্রাঃ বিঃ	আবুল কালাম আজাদ	০১৭২৬-৩১৯৫৮৮	-
ঠাকুরের হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জাকির হোসেন	০১৭২৪-৩৮৫৬৪৯	-
পূর্ব আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আলমগীর শাহ	০১৭২৫-৯৪৯৩৭৪	-
রামবল্লভ অগ্রণী সঃ প্রাঃ বিঃ	আবদুর রব	০১৭৩৪-৩৮৪২০৬	-
পশ্চিম খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহজাহান	০১৭৩৫-৯৪৪২০৪	-
পূর্ব লক্ষীপুর জনতা সঃ প্রাঃ বিঃ	নুরমোহাম্মদ	০১৯২৯-৩১০৩৯১	-
উত্তর কাটাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ হারুন সিদ্দিকী	০১৭৩৬-১২০৪৩৭	-
গোপালদী নিজাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ সেকান্দার আলী	০১৯৩২৯৫০৭৯৪	-
উ. পূর্ব বগুড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবু তাহের	০১৭৩৬-৪৬৪৩৯০	-
দক্ষিণ খারিজাবেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন	০১৭২৩-৮৪৮০৯৬	-
বাঁশ. শাহ কেরামতিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ফারুক আলম	০১৭১২-৪৩১৬৯৭	-
কাউনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আমিন	০১৯১৫-৮৪৬২১৮	-
বাঁশবাড়িয়া আক্রাম খান সঃ প্রাঃ বিঃ	সুলতানা	০১৭১৫৪০৩৭৩৩	-
দক্ষিণ গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ মালেক খান	০১৭৩৫-৯৮৫৭১৯	-
গোপালদী নিজাবাদ উ. সিংহের হাওলা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খাঁন	০১৭১১-২১৯৮৯৪	-
দ. প. আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ ইসরাত জাহান মিনু	০১৭৩৫-৬৬৬৮৬৬	-
চিংগুড়িয়া ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	আবুয়াল কাশেম	০১৭২৮-৮৭৪১১৯	-
উ. পূর্ব খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	রিজিয়া বেগম	০১৭৪৯-৫৯২৯৯৬	-
দ. প. আলীপুর স্লুইজ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ইউসুফ দেওয়ান	০১৭৪৯-৮২৫৬৭৩	-

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উ. আদমপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	০১৭৭৮-১৭১৯১৪	-
উ. খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোহাম্মদ হোসেন	০১৭২০-২০১৮৩৯	-
দক্ষিণ রামবল্লভ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহ আলম	০১৭৪৫-৩৩৯৭৫৭	-
পশ্চিম বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ রাজ্জাক	০১৭৩২-৯৪০০৯৮	-
মধ্য যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহ আলম	০১৭৪৯-৮৭৪৪৮১	-
দ. খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ সোহরাব হোসাইন	০১৭২৫-১২২৩০২	-
উত্তর পূর্ব আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আলতাফ হোসন	০১৭৬২-১০৩৬৪২	-
বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবদুস সালাম	০১৯২৫-০৩৫৩২৫	-
উ. পশ্চিম গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	কাজী মাইন উদ্দীন	০১৭২৮-২৫১৯৩৮	-
মধ্য দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ খলিলুর রহমান	০১৭১০-৫৯৬৮২৭	-
দক্ষিন আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ মোজাম্মেল হক	০১৭১০-৮৩২৮৬৩	-
উ. প. মীরমদন সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ খালেক	০১৭৬৪-৬৮১৭৭২	-
মধ্য আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	মনরঞ্জন শীল	০১৭৬৬-৭৩৩৩৫১	-
পূর্ব রণগোপালদী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ মর্জিনা খাতুন	০১৭২৮-৫৪৪০৬৪	-
উত্তর পূর্ব চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	শিশির কুমার	০১৭১৬-৯২৫৮৫০	-
দ. পূর্ব দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আঃ রহমান	০১৭১৫-৪৯৭৮০২	-
উ. পূর্ব রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোহাম্মদ কবির আলম	০১৭৫৩-৬২৩৪৭৫	-
দ. পূর্ব রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শামিম	০১৭২৪-৫৭৮৮৪৮	-
বেতাগী সানকিপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবদুর রব	০১৭২৪-৮০০৯৬০	-
সানকিপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ খানে রেজা	০১৭১৬-২৬৫৩৭৪	-
উত্তর গুলি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহজাহান	০১৭১৮-৭৪৫৭১২	-
সৈয়দজাফর প. পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ইসমাইল হোসেন	০১৭৪৩-৬৮৫১৫০	-
পশ্চিম লক্ষীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	বাবুল চন্দ্র ভক্ত	০১৭৭২৩৫০৫০৫	-
চরমাছুয়াখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবিদ হোসেন	০১৮১৫-৪৫৪৯৭৫	-
আদমপুর বজলুর রহ. ফাউ. সঃ প্রাঃ বিঃ	বাবুল চন্দ্র শীল	০১৭৩৬-২৮১০৩৬	-
মধ্য চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবুবক্কর সিদ্দিক	০১৭২১-৮০৯০৫৩	-
পূর্ব চাঁদপুরা রেডক্রিসেন্ট সঃ প্রাঃ বিঃ	ইদ্রিসুর রহমান	০১৭২৮-৩৬৬৮৪৯	-
চাঁদপুরা মৌজা. প. দ. মধু. সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	০১৭৩৫-৬৬৩০৪২	-
উত্তর আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	রুমা বেগম	০১৭৬৪-৮৪৮৫৩৪	-
মধ্য চরঘুনী সঃ প্রাঃ বিঃ	আবদুর রহিম জমাদ্দার	০১৭৩৪-১২৬২২৫	-
পশ্চিম যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ মন্নান হাওলাদার	০১৭২৪-৭৭০৯৮২	-
চরবোরহান সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবুল কালাম	০১৭১৫-৭৮৭২৬৭	-
রণগোপালদী আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	আলাউদ্দিন আল অজাদ	০১৭২১-৫৩৮৭৪৯	-
পূর্ব দণি আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ সাকিনুর বেগম	০১৭১৯-৯৩৯৮১১	-
মধ্য গচানী সঃ প্রাঃ বিঃ	মঞ্জর আলম	০১৭২৫-৬৭৯২৬০	-
দক্ষিণ পশ্চিম চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	শিব কান্তি বসু	০১৭৬৩-২০৬৬৭১	-
দ. প. যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ওমর ফারুক	০১৭১৭-২০৩৫৩৭	-
মধ্য চরবোরহান সঃ প্রাঃ বিঃ	আঃ রাজ্জাক	০১৯৬৫৭১৩১৮৩	-
পশ্চিম দাবারী বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	উম্মে কুলসুম	০১৭৪৮-২৬৬৯৬২	-
দক্ষিণ আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ সেলিম	০১৭৫২-৪৪৭৯০৩	-
মীরমদন সঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ হামিদা	০১৭২৩-৫৮২২১৩	-

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
চাঁদপুরা আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	নাসিমা বেগম	০১৭১৫-২৫৮৮৫৬	-
রহিতপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ হাবিবুর রহমান	০১৭১৯-৫৮৮৯০৫	-
মধ্য খারিজাবেতাগী আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	আবদুর রব	০১৭২৪-৭৭১১৩৭	-
মৌবাড়িয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আলাউদ্দিন	০১৭৩২-০৩০১৭৬	-
মধ্য আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	দেলোয়ার হোসেন	০১৭১৩-৬১০৮৮৯	-
উ. প. আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃমাহবুবুর রহমান	০১৭৫৪০১৬২৪৪	-
আদমপুর মৃধাপাড়া কমিঃ প্রাঃ বিঃ	মাকসুদা বেগম	০১৯৩৭-৩২৩২১৩	-
দ. প. আদমপুর কমিঃ প্রাঃ বিঃ	শাহিনা আক্তার	০১৭৩৩-৪২৩৩০১	-
উত্তর গোপালদী কমিঃ প্রাঃ বিঃ	রাহিমা আক্তার	০১৭৪৪-৭০৫০৬৯	-
পশ্চিম চরহোসনাবাদ কমিঃ প্রাঃ বিঃ	মোর্শেদা বেগম	০১৯২৮-০৪৫৯৩৭	-
দক্ষিণ আরজবেগী কমিঃ প্রাঃ বিঃ	অমল চন্দ্র দাস	০১৭১৩-৯৬২২১৩	-
উত্তর লক্ষ্মীপুর কমিঃ প্রাঃ বিঃ	অর্চনা কর্মকার	০১৭৫৪-৯৪০১৮৩	-
দক্ষিণ চরহোসনাবাদ কমিঃ প্রাঃ বিঃ	অঞ্জনা রানী রায়	০১৭২৪-৭৭১১৩৬	-
বগুড়া কাঁঠালবাড়ীয়া মাতুব্বর পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ কামরল ইসলাম	০১৯১১-৬১১০৬৭	-
বহরমপুর আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আরিফুর রহমান	০১৭১৩-৮৬৯৩৬৪	-
দঃ আদমপুর সোমবাড়ীয়া হাট বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আনোয়ার হোসাইন	০১৭২৪-৮৯৫৯৬১	-
মধ্য আদমপুর বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ আরিফা বেগম	০১৭৬০৬০৪১০৭	-
রনগোপালদী ইউনিয়ন বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আল মামুন	০১৭২৯-৩৬২৭৭১	-
উঃ পঃ রনগোপালদী গ্রামে বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ আসমা বেগম	০১৭৩৪-০৪০০৬৩	-
পূর্ব বড়গোপালদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	বিপুল চন্দ্র শীল	০১৭৪৮-১৭০০৬৫	-
দঃ আদমপুর হাং পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ নাসিমা বেগম	০১৭৬০-৪২৬১৭০	-
উঃ চরহাদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ শাহানাজ খানম	০১৭১০-৫৯৬৮২৭	-
উঃ চর বোরহান বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ সোহাগ	০১৭৩৬-৯৪০৬৪৫	-
দঃ পূঃ চাঁদপুরা প্যাদার চর বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ রামিজ উদ্দিন	০১৭৩৭-৪৩২৫৯৮	-
উঃ রনগোপালদী আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ খলিলুর রহমান	০১৭২০-৬৯১০৫২	-
দঃ চর শাহজালাল বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ রুহুল আমিন	০১৭৩৪-৮৮১৫০৬	-
মধ্য আরজবেগী সিকদারিয়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ রাহিমা বেগম	০১৭২৮-৮৭৫০০১	-
সৈয়দ জাফর দঃ পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবু তাহের	০১৮৩৩-৩১৫৭১৫	-
চরহাদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	তপন কুমার হাং	০১৭৩৩-৮৩৪৩৫১	-
যৌথা গাজীবাড়ী সংলগ্ন আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ আকলিমা বেগম	০১৯৮১-১৮৯৩৬২	-
চর বোরহান ৫নং সীট আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ জান্নাতুল ফেরদাউস	০১৭৭১-৭৬২৯৪৮	-
চর বোরহান ২নং সীট আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ কুলসুম	০১৭৭০-৫৬৬৪৯৭	-
কাটাখালী গাজীবাড়ী বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শাহ ওয়ালিউল ইসলাম	০১৭১৬-৮৩৮০৯০	-
উঃ রণগোপালদী মৌজায় চরের মধ্যস্থিত বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোসাঃ ফারজানা বেগম	০১৭৪৭-৬৯৬৮৫৫	-
চরশাহজালাল উঃ পাড় বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ রেজাউল করিম	০১৭৭৬-৭৬৯০৩৫	-
চর শাহজালাল আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আবুল হাসেম	০১৭২৫-৩৯৭০৪৩	-

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
রনগোপালদী ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	০১৯৩৪৩১৩৮১১	--
আলীপুর ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান (সাগর)	০১৭৩৯৪০০৫৪৫	--
বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মশিউর রহমান	০১৭১৫৪৩৬৭৩০	--
দশমিনা ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	০১৭১২১৫৮০১৫	--
বহরমপুর ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব সৈয়দ মাহাফুজুর রহমান	০১৭১৫৫৮৬৭৮৮	--
বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব আলতাফ হোসেন	০১৭১৮৫০১৯৪৮	--

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
দশমিনা রনগোপালদি থেকে টাগরীরহাট হয়ে পটুয়াখালী (দশমিনার অংশ) পর্যন্ত রাস্তা	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	০১৭১২১৫৮০১৫	--
বাংগালের হাট থেকে বাশারিয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা	জনাব আলতাফ হোসেন	০১৭১৮৫০১৯৪৮	--
দশমিনা থেকে হাজিরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	০১৭১২১৫৮০১৫	--
দশমিনা ইউপি থেকে খাইরহাট পর্যন্ত রাস্তা	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	০১৭১২১৫৮০১৫	--
দশমিনা U.P থেকে আরজবেগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	০১৭১২১৫৮০১৫	--
দশমিনা HQ থেকে আলিপুর হাট পর্যন্ত রাস্তা	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	০১৭১২১৫৮০১৫	--
দশমিনা HQ থেকে রাঙ্গাপালদী হাট হয়ে উলানিয়া গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তা	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	০১৯৩৪৩১৩৮১১	--
গাছানি গ্রথসেন্টার হাজিরহাট গ্রথসেন্টার পর্যন্ত রাস্তা	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	০১৭১২১৫৮০১৫	--
বাংগালের হাট থেকে বাশারিয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা			--
দশমিনা উপজেলাতে ৩৫.৫কিঃমিঃ বাধঁ রয়েছে। দশমিনা কলেজ গেট থেকে হাজির হাট পর্যন্ত ০৬ কিঃমিঃ।	জনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন	০১৭১২১৫৮০১৫	--
উত্তর রনগোপালদী শরিফ জোমাদ্দার বাড়ী থেকে পশ্চিম দিকে আমির উদ্দিন চৌকিদার বাড়ী হইয়া কালীবাড়ী বাড়ী বাধঁ পর্যন্ত ১০ কিঃমিঃ ভেড়ী বাধঁ।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	০১৯৩৪৩১৩৮১১	--
উত্তর চরঘুণী লঞ্চঘাট হইতে দঃদিকে আইজ উদ্দিন চৌকিদার বাড়ী পশ্চিম পাশদিয়া ফকিরবাড়ী বাধঁ ঘাট পর্যন্ত ০৩ কিঃমিঃ ভেরীবাধঁ।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	০১৯৩৪৩১৩৮১১	--

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	ডাঃ মোঃ শওকত ওসমান	০৪৪২৩-৫৬১১৮/০১৭২০৫৫৫২২২	--
	ডাঃ আওলাদ হোসেন	০১৯১৫৮৫৪২০২	--
	ডাঃ সরোয়ার জাহান তৌহিদ	০১৭১৭৭৯৬৬১৭	--
	ডাঃ ইসতিয়াক আসিফ খান	০১৭০০৪৪৪৭৪৭	--
	আফসানা পারভীন	০১৭৬০০৫৫৯৭৭	--
রনগোপালদী	মোঃ শাহ আলম	০১৭১৬৯৯৩৯১৫	--

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ইউনিয়ন	মোঃ জাকির হোসেন	০১৭১৮৪৮৬৫৪২	--
	মোসাঃ মাহামুদা	০১৭২০৪৬২৯২৩	--
	মোঃ জামাল হোসেন	০১৭১৭৪৬১০৫৬	--
	কাজী জহিরুন্নল ইসলাম	০১৯১৩৮৯৩০০৮	--
আলীপুর ইউনিয়ন	মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান	০১৭২৮৬৬১৮০৯	--
	মোষাঃ রাফেজা খাতুন	০১৭১২৪৯১৪৩৩	--
	মোঃ রবিউল ইসলাম	০১৯১৩৫৭৮২৩৪	--
	মোসাঃ নাছরিন জাহান রেখা	০১৭১৪৮৯২৩৫৬	--
	হালিমা বেগম	০১৭২৪৭৪৯২৭৭	--
বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়ন	মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান	০১৭২৮৬৬১৮০৯	--
	মোসাঃ শাহনেওয়াজ পারভীন	০১৭১০৪৮০৬৫৭	--
	মোসাঃ শিরীন বেগম	০১৭১৮৬৯৯৬২৭	--
	নিপা আক্তার	০১৭৪৯৯৭৮৬২৬	--
	কিসমত জাহান তাছলিমা	০১৭১২৪৫৬০৭৪	--
দশমিনা ইউনিয়ন	মোঃ খলিলুর রহমান	০১৭৩৬২৫০১৮০	--
	মোসাঃ আসমা বেগম	০১৭২০২১৭২৯৬	--
	মোসাঃ খালেদা আক্তার	০১৭৪৯৭৯১৯৯৯	--
	স্বাস্থ্য সহকারী	০১৭৩৯১১৫৩০২	--
বহরমপুর ইউনিয়ন	স্বাস্থ্য সহকারী	০০১৭২৮০২৬২০২	--
	স্বাস্থ্য সহকারী	০১৭২১৭৭৮১১১	--
	খালেদা বেগম	০১৭২৯৬৪৬৪২১	--
বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়ন	মোঃ মোশারেফ হোসেন	০১৯১৪৮৫৩৮৬১	--
	মিঃ অনিল চন্দ্র পাল	০১৭২০৪৬২৬৮৬	--
	নুসরাত জাহান ফাহিমা	০১৭২৮৩০৯২৫১	--
আলীপুর ইউনিয়ন	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৭৩৪৬৭৯৬৬৮	--
	মোঃ ইমাম হোসেন	০১৭২১৪৮১০৬৬	--
	নাজমুন নাহার	০১৭৩১২৭২৫৪৪	--
	হাবিবা বেগম	০১৭৩৪৪১৩৮৪৬	--
	মোঃ কামরুন্নল খান	০১৭২৭২৯৫২৮০	--

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
এ উপজেলায় কোন ফায়ার স্টেশনের নেই।	এ উপজেলায় কোন ফায়ার স্টেশনের নেই।	এ উপজেলায় কোন ফায়ার স্টেশনের নেই।	এ উপজেলায় কোন ফায়ার স্টেশনের নেই।

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
রনগোপালদী ইউনিয়ন	মোঃ হোসেন	০১৭২১৭৩৪২৩৮	--
	নাসির উদ্দিন	০১৭১২৭৩৩২৭৭	--
	মোঃ জাহিদ হোসেন	০১৭২৯৫৫৭৯৮০	--
আলীপুর ইউনিয়ন	মোঃ আব্দুল আজিজ	০১৭৪২৪০৬০৯০	--

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	হাওলাদার		
	মোঃ শাহ আলম মৃধা	০১৯৩০৭৬২১১৯	--
	চান মিয়া	০১৭৮৮০৭৫৬৭১	--
	আব্দুল হাই	০১৭২০১১৬৭৪৭	--
	জালাল সরদার	০১৭৪৪৭০৫০৯৮	--
বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়ন	কল্যাণ চন্দ্র অধিকারী	০১৭২৯৩২২০৯২	--
	মোঃ আলাউদ্দিন	০১৭২২২০৩৯৩৬	--
	মুকুল আহম্মেদ	০১৭১৮৭০০৩৭৯	--
	মোঃ খোরশেদ আলম	০১৭৫২১৬৭৭২৭	--
দশমিনা ইউনিয়ন	হাওলাদার		
	মোসলেম উদ্দিন	০১৭৪৫৭০৭৪৮৩	--
	মনির হোসেন	০১৭১০৬২০৬৭১	--
	বাবুল হোসেন মোল্লা	০১৭৭৭৯৯৮২৫৭	--
বহরমপুর ইউনিয়ন	করিম জান	০১৭২০৫৯৩০৮৯	--
	মুজিবর খান	০১৭৩৫৭২৭৯৪৬	--
	মোঃ নুরুল হক হাওলাদার	০১৯১৭৯৮৩৮২১	--
বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়ন	মোঃ আনোয়ার	০১৯১৬৭১৬৮২৮	--

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
	মোঃ জামাল হোসেন	০১৯৩১-৫৭৫৪৬২	--
বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়ন	মোঃ দুলাল হোসেন	০১৯২৭-৬৬০৩৫৪	--
	মোঃ মোর্শিদ আলম	০১৯২২-৯১৩০৯৬	--
	মোঃ মীর হোসেন	০১৭৩৩-৯১৬৮২৭	--
বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়ন	মোঃ আবুল হোসেন	০১৭৭২-৭৭৭৫৮০	--
	মোঃ রেজাউল করিম	০১৯২৫-১৪০০৯১ ০১৮১৭-২২০৫৮৫	--
	মো:মজিবার	০১৭২১৩৬৬৯২০	--
দশমিনা ইউনিয়ন	মো: নেছার উদ্দিন	০১৭১৫৭৬১৩০৮	--
	মুজিবুর প্যাদা	০১৭১৬৫১২৬৬৯	--
	মো: সেলিম মোল্লা	০১৭২৩৫১৯৯৯২	--
	মোঃ আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮-৪৬১৪৫৯	--
আলীপুর ইউনিয়ন	মোঃ শাহ আলম	০১৭৭১-৪০৩৯৯৫	--
	মোঃ ইউনুছ চোকিদার	০১৮২১-৬০৩৫৯৮	--
	মো: মোসারেফ হাওলাদার	০১৭৫০০৭৯২৬৮	--
বহরমপুর ইউনিয়ন	মো: গিয়াস উদ্দিন মৃধা	০১৭৬১৮৫১৪১	--
	মো: শফিকুল ইসলাম	০১৯২৬২৯১৯৪৩	--
	মো :বাদশা রাড়ী	০১৭৩৬১২০০৪৭	--
	মো: রাকিবুল ইসলাম সোহাগ	০১৭২৪০৫০৯২০	--
রনগোপালদী ইউনিয়ন	মো: হানিফ হোসেন	০১৭২৪০৫০৯২০	--

তথ্য সূত্রঃ দশমিনা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

সংযুক্তি-৫

এক নজরে দশমিনা উপজেলা

আয়তন	৩০০.৭৪		গীর্জা	নাই
ইউনিয়ন	০৬		ঈদগাঁহ্	৯০
মৌজা	৫৫		ব্যাংক	৫
গ্রাম	৫১		পোস্ট অফিস	০৭
পরিবার	৮২,৯৭০ টি		ক্লাব	২২
মোট জনসংখ্যা	১,২৩,৩৯২		হাট বাজার	২১
পুরুষ	৬০,২৪৫		কবরস্থান	৫৮
মহিলা	৬৩,১৪৭		শ্মশান ঘাট	১৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২২৪		মুরগির খামার	৯৬টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০		তাঁত শিল্প কারখানা	নাই
বেঃসঃপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮		গভীর নলকূপ	৪২৭৬
মাধ্যমিক উচচ বিদ্যালয়	১৬		অগভীর নলকূপ	২৪২৩
আন্যান্ন	২৬		হস্ত চালিত নলকূপ	৪৮৮
কলেজ	০২		নদী	০২
মাদ্রাসা (দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	১৬+৩+৩=২২		খাল	২১
শিক্ষার হার	৬৫%		বিল	৩
কমিউনিটি ক্লিনিক	১৬		পুকুর	১১,৮৮৪
বাঁধ	৩৫.৫কিঃমিঃ		জলাশয়	০৬
স্লুইচ গেট	২৫		পাকা রাস্তা	১৪৭.০০ কিঃমিঃ
ব্রীজ/কালভার্ট (ঢালাই,স্টিল,)	৪৬৬		অর্ধ পাকা রাস্তা	৮.০০কিঃমিঃ
মসজিদ	১২৬		কাঁচা রাস্তা	৩৩৪ কিঃমিঃ
মন্দির	৪৪		মোবাইল টাওয়ার	৫
			খেলার মাঠ	৭০

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

* সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	

ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)

দুর্যোগ সর্তকবার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাধারণ জনগনের মাঝে পৌঁছানোর নামই হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)। ১০৯৪১ এই নম্বরে ফোন করে আবহাওয়া ও বন্যা পূর্বাভাস এবং নদী বন্দরের পূর্ব সতর্কতা জানা সম্ভব।

সংযুক্তি-৭

উপজেলা দুর্যোগ কমিটির সাথে মত বিনিময়/শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমুহ
(ভেলিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)
দশমিনা উপজেলা

 সুচনাঃ ইংরেজী ১০/৭/২০১৪ তারিখ (বহঃস্পতি বার) সকাল ১১:৩০মিঃ স্থানঃ দশমিনা উপজেলা কনফারেন্স রুমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন-মোঃ শাখাওয়াত হোসেন (উপজেলা চেয়ারম্যান), কো-চেয়ারপার্সন- জনাব আজহারুল ইসলাম (ইউএনও), সদস্য সচিব সোহরাব হোসেন (পিআইও) সহ ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন চেয়ারপার্সন-মোঃ শাখাওয়াত হোসেন (উপজেলা চেয়ারম্যান)। সভাটি পরিচালনা করেন সদস্য সচিব সোহরাব হোসেন (পিআইও)। মিটিং এর মুল উদ্দেশ্য ছিল মত বিনিময় /শেয়ারিং এবং শুপারিশ সমুহ ভেলিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং। মুল কার্যক্রম, ফিডব্যাক সম্মুহ ও উপস্থিতিদের বিশেষ আলোচনা নিম্নে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হলঃ

 মুল কার্যক্রমঃ

- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা।
- দুর্যোগ ও ঝুঁকিপুর্ণ এলাকার চিত্র ও মানচিত্র প্রদর্শন।
- উপস্থাপনা ও ফিডব্যাক গ্রহন ও সম্মতিক্রমে রিপোর্টে অন্তভুক্তিকরন।

 ফিডব্যাক সম্মুহঃ

- অনিয়মিত বৃস্টিপাত উপজেলার আপদ গুলোর সাথে নতুন আপদ হিসাবে যোগ না করার পরামর্শ।
- ভেংগে যাওয়া ও ত্রুটি পুর্ন বাঁধ পুনঃসংস্কারনের জন্য প্রস্তাব ও সিডিএমপি-এর কাছে সহোযোগীতা।
- বন্যা ও জলচ্ছাসের কারনে উপজেলার রাস্তাঘাট গুলি তারাতারি নস্ট হওয়া।
- উপজেলার উত্তর রনগোপালদী শরিফ জোমাদ্দার বাড়ী থেকে পশ্চিম দিকে আমির উদ্দিন চৌকিদার বাড়ী হইয়া কালীবাড়ী বাড়ী বাধঁ পর্যন্ত ৭ কিমি ভেড়ী বাধঁ এর স্থলে ১০কিঃমিঃ হবে (যা পুনঃনিরমান দরকার)।
- উপজেলার চরবোরহান ও আউলিয়াপুর গ্রাম উপকুলীয় চর অঞ্চল হওয়ায় এই এলাকা ঝুঁকিপুর্ণ এলাকা হিসাবে রিপোর্টে সংযুক্তি করার পরামর্শ।
- ইউনিয়ন সেচ্চাসেবক হিসাবে ইউনিয়ন মেম্বার ও গ্রাম পুলিশদের রাখার প্রস্তাব।

 বিশেষ আলোচনাঃ উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ শাখাওয়াত হোসেন তার আলোচনায় সুশীলনের এই কার্যক্রমকে স্বাগত জানান এবং সেই সাথে ধন্যবাদ জানান তাদের উপজেলার এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন রিপোর্টটি সঠিক ও নির্ভুল ভাবে তুলে ধরার জন্য। উপজেলার ভবিষ্যতে দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রনয়নে এই রিপোর্টটি ফলপ্রসু হবে। অনেক প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে সুশীলনের কর্মীদের অক্লান্ত প্ররিশ্রমে এই রিপোর্ট তৈরী হয়েছে এর সাথে জরিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আজহারুল ইসলাম উপজেলা দুর্যোগ ও ঝুঁকিপুর্ণ এলাকার চিত্র সঠিক বলে তিনি মনে করেন। ঝড় ও জলচ্ছাস এই উপজেলার প্রধান আপদ হয়ায় ভেংগে যাওয়া ও ত্রুটি পুর্ন বাধ পুনঃসংস্কারনের দরকার। এখানকার প্রত্যেকটি আপদ এক উপজেলার আপদ অন্য উপজেলার সাথে মিল রয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব সনজীব মৃধা বলেন উপজেলার কৃষি সম্পৃক্ত যাবতীয় তথ্য সঠিক রয়েছে। তেতুলিয়া নদী ভাংগনে ২০১২-২০১৪ সাল পর্যন্ত উপজেলার প্রায় ১০ একর জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়েছে। একটি সুন্দর ও সচ্ছ রিপোর্টের জন্য সিডিএমপি ও সুশীলনকে ধন্যবাদ জানান। উপজেলা প্রকৌশলী- মোঃ হোসেন আলী বলেন সুশীলন যে উপজেলার ইউনিয়নে কাজ করেছে তা তাদের তথ্য, উপাত্ত দেখে বোঝা যায়। বিশেষ করে ব্রীজ,কালভার্ট,রাস্তাঘাটের বিস্তারিত তথ্য দেখে আমি অত্যান্ত আনন্দিত ও মুগ্ধ। উপজেলার সকল রাস্তা উচু করলে জলচ্ছাস ও বন্যায় উপজেলা রক্ষ পাবে। দশমিনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃজনাব ইকবাল মাহামুদ লিটন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দুর্যোগের সময় ইউনিয়ন সেচ্চাসেবক হিসাবে ইউনিয়ন মেম্বার ও গ্রাম পুলিশদের রাখার প্রস্তাব রাখেন। টীম লিডার জহিদুজ্জামান (স্প্রীড ট্রাস্ট) ও টেকনিক্যাল অফিসার সেভ দি চিলড্রনের মাহফুজা রহমান মন্তব্য করেন যে দূর্যো্গ নিয়ে স্প্রীড ট্রাস্ট কাজ করে থাকে কিন্তু সুশীলনের কাছে যে তথ্য রয়েছে যা স্প্রীড ট্রাস্টএর কাছে নাই। এই রিপোর্টটি তাদের কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছে। সোহরাব হোসেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বক্তব্যে বলেন এই রিপোর্টটি করার জন্য সুশীলনের প্রতিনিধি আমার সাথে সর্বাক্ষনিক যোগাযোগ রেখেছে অনেক পরামর্শ, মতামত নিয়েছে। আমি অত্যান্ত আনন্দিত হব উপজেলার এই রিপোটটি ফাইনাল কপি হাতে পেলে। সভাপতি সুশীলনকে উপজেলার সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ও সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সভা সমাপ্তি করেন।

সংযুক্তি ৮:

ইউনিয়ন ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা্নের তালিকা

টেবিল নম্বর ১.৬: ইউনিয়ন ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত তালিকা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
১	মধ্য বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	৩২৭	৬	বেতাগী সাঙ্কিপুর	হ্যা
২	পূর্ব বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	২৪৮	৫	বেতাগী সাঙ্কিপুর	হ্যা
৩	মাছুয়াখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	৩৪৫	৭	বেতাগী সাঙ্কিপুর	হ্যা
৪	বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	৪১৫	৭	রনগোপালদী	হ্যা
৫	খারিজা বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	২১০	৪	বেতাগী সাঙ্কিপুর	হ্যা
৬	পশ্চিম আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	২০১	৪	আলীপুর	হ্যা
৭	মধ্য খলিশাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৭৭	৪	আলীপুর	হ্যা
৮	উত্তর চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	২৫২	৫	আলীপুর	হ্যা
৯	দক্ষিণ চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	২০৪	৪	আলীপুর	হ্যা
১০	পূর্ব খলিশাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	২০৯	৫	আলীপুর	হ্যা
১১	আলীপুর হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	২৫৪	৪	আলীপুর	হ্যা
১২	দশমিনা মডেল সঃ প্রাঃ বিঃ	৭৯৯	১০	দশমিনা	হ্যা
১৩	লক্ষ্মীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	২২৭	৬	দশমিনা	হ্যা
১৪	পূর্ব দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	২৫৯	৪	দশমিনা	হ্যা
১৫	উত্তর দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	৩৪৩	৬	দশমিনা	হ্যা
১৬	সৈয়দ জাফর সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৩৭	৬	দশমিনা	হ্যা
১৭	উত্তর আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	২৩৬	৪	দশমিনা	হ্যা
১৮	মধ্য রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	২৫৮	৬	রনগোপালদী	হ্যা
১৯	দক্ষিণ রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	২৬৬	৪	রণগোপালদী	হ্যা
২০	পূর্ব যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	৩০২	৫	রণগোপালদী	হ্যা
২১	মধ্য গুলি আউলিয়াপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	২৭৭	৪	রণগোপালদী	হ্যা
২২	চর ভোলাইশিং সঃ প্রাঃ বিঃ	৮৯	৬	রণগোপালদী	হ্যা
২৩	পূর্ব আউলিয়াপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	৩২৩	২	রণগোপালদী	হ্যা
২৪	উত্তর রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৬৫	৬	রণগোপালদী	হ্যা
২৫	আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯৫	৫	রণগোপালদী	হ্যা
২৬	নেহালগঞ্জ সঃ প্রাঃ বিঃ	৩২৮	৬	বহরামপুর	হ্যা
২৭	মধ্য বহরমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	১৬৮	৪	বহরমপুর	হ্যা
২৮	বগুড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	২১৮	৬	বহরমপুর	হ্যা
২৯	উত্তর আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	১৭১	৪	বহরমপুর	হ্যা
৩০	দক্ষিণ আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	২৫১	৪	বহরমপুর	হ্যা
৩১	গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	৪০৬	৬	বহরমপুর	হ্যা
৩২	মধ্য বাশবাড়ীয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	২৭৮	৮	বাশবাড়ীয়া	হ্যা
৩৩	ঢনঢনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	২৪৭	৬	বাশবাড়ীয়া	হ্যা
৩৪	চরহোসনাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ	২০২	৩	বাশবাড়ীয়া	হ্যা
৩৫	দক্ষিণ পশ্চিম গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	২১৭	৫	বাশবাড়ীয়া	হ্যা
৩৬	দক্ষিণ দাসপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	৩০৯	৪	বাশবাড়ীয়া	হ্যা
৩৭	রণগোলদী হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	৩৯৬	৬	বাশবাড়ীয়া	হ্যা
৩৮	পূর্ব আলীপুর রমানাথসেন সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৯৯	৫	রণগোলদী	হ্যা
৩৯	দাবাড়ী বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯০	৮	আলীপুর	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
৪০	উ. আদমপুর কালু মোল্লার হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	২৯৩	৪	বেতাগী সাঙ্কিপুর	হ্যা
৪১	উত্তর বহরমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	২২৩	৪	বহরমপুর	হ্যা
৪২	পূর্ব আলীপুর চাঁন্দার বাধ সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯০	৪	বহরমপুর	হ্যা
৪৩	গুলি আউলিয়াপুর আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	১৫১	৪	আলীপুর	হ্যা
৪৪	দক্ষিণ বাঁশবাড়িয়া ইসলামিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮১	৪	রণগোলদী	হ্যা
৪৫	চরঘুনী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৩০	৪	বাঁশবাড়িয়া	হ্যা
৪৬	ঠাকুরের হাট সঃ প্রাঃ বিঃ	২১৩	৪	রণগোলদী	হ্যা
৪৭	পূর্ব আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯২	৪	রণগোলদী	হ্যা
৪৮	রামবল্লভ অগ্রণী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৬২	৪	আলীপুর	হ্যা
৪৯	পশ্চিম খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৩০	৪	বেতাগী সাঙ্কিপুর	হ্যা
৫০	পূর্ব লক্ষীপুর জনতা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৮	৪	আলীপুর	হ্যা
৫১	উত্তর কাটাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	২৫৮	৪	দশমিনা	হ্যা
৫২	গোপালদী নিজাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯০	৪	দশমিনা	হ্যা
৫৩	উ. পূর্ব বগুড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	১৮১	৪	দশমিনা	হ্যা
৫৪	দক্ষিণ খারিজাবেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯৩	৪	বহরামপুর	হ্যা
৫৫	বাঁশ. শাহ কেরামতিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	২২০	৪	বেতাগী সাঙ্কিপুর	হ্যা
৫৬	কাউনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৬	৪	বাঁশবাড়িয়া	হ্যা
৫৭	বাঁশবাড়িয়া আক্রাম খান সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৯	৪	বাঁশবাড়িয়া	হ্যা
৫৮	দক্ষিণ গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮১	৪	বাঁশবাড়িয়া	হ্যা
৫৯	গোপালদী নিজাবাদ উ. সিংহের হাওলা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯৬	৪	বাঁশবাড়িয়া	হ্যা
৬০	দ. প. আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	১৭৯	৪	দশমিনা	হ্যা
৬১	চিংগুড়িয়া ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৭	৪	আলীপুর	হ্যা
৬২	উ. পূর্ব খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৫০	৪	বেতাগী সাঙ্কিপুর	হ্যা
৬৩	দ. প. আলীপুর স্লুইজ সঃ প্রাঃ বিঃ	১৬০	৪	আলীপুর	হ্যা
৬৪	উ. আদমপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৫	৪	আলীপুর	হ্যা
৬৫	উ. খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮১	৪	বহরমপুর	হ্যা
৬৬	দক্ষিণ রামবল্লভ সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৬	৪	আলীপুর	হ্যা
৬৭	পশ্চিম বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৪৮	৪	বেতাগী সাঙ্কিপুর	হ্যা
৬৮	মধ্য যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯০	৪	রণগোপালদী	হ্যা
৬৯	দ. খলিসাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৩	৪	রণগোপালদী	হ্যা
৭০	উত্তর পূর্ব আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯৭	৪	আলীপুর	হ্যা
৭১	বড়গোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৬	৪	আলীপুর	হ্যা
৭২	উ. পশ্চিম গছানী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮০	৪	রণগোপালদী	হ্যা
৭৩	মধ্য দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮১	৪	বাঁশবাড়িয়া	হ্যা
৭৪	দক্ষিন আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৭৪	৪	দশমিনা	হ্যা
৭৫	উ. প. মীরমদন সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৩	৪	দশমিনা	হ্যা
৭৬	মধ্য আরজবেগী সঃ প্রাঃ বিঃ	৭৮	৪	দশমিনা	হ্যা
৭৭	পূর্ব রণগোপালদী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	১৭২	৪	দশমিনা	হ্যা
৭৮	উত্তর পূর্ব চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৭৮	৪	রণগোপালদী	হ্যা
৭৯	দ. পূর্ব দশমিনা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮০	৪	আলীপুর	হ্যা
৮০	উ. পূর্ব রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯২	৪	দশমিনা	হ্যা
৮১	দ. পূর্ব রণগোপালদী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯২	৪	রণগোপালদী	হ্যা
৮২	বেতাগী সানকিপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯৭	৪	রণগোপালদী	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
৮৩	সানকিপুর ভিডিসি সঃ প্রাঃ বিঃ	১৯৭	৪	বেতাগী সানকিপুর	হ্যা
৮৪	উত্তর গুলি সঃ প্রাঃ বিঃ	১৭৫	৪	বেতাগী সানকিপুর	হ্যা
৮৫	সৈয়দজাফর প. পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	২০০	৪	রণগোপালদী	হ্যা
৮৬	পশ্চিম লক্ষীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	২০৪	৪	দশমিনা	হ্যা
৮৭	চরমাছুয়াখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৬	৪	দশমিনা	হ্যা
৮৮	আদমপুর বজলুর রহ. ফাউ. সঃ প্রাঃ বিঃ	১৭৭	৪	বেতাগী সানকিপুর	হ্যা
৮৯	মধ্য চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৭৯	৪	বহরমপুর	হ্যা
৯০	পূর্ব চাঁদপুরা রেডক্রিসেন্ট সঃ প্রাঃ বিঃ	১৭০	৪	আলীপুর	হ্যা
৯১	চাঁদপুরা মৌজা. প. দ. মধু. সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৬	৪	আলীপুর	হ্যা
৯২	উত্তর আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	১২১	৪	আলীপুর	হ্যা
৯৩	মধ্য চরঘুনী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৪	৪	আলীপুর	হ্যা
৯৪	পশ্চিম যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৩৫	৪	রণগোপালদী	হ্যা
৯৫	চরবোরহান সঃ প্রাঃ বিঃ	২৪৮	৪	রণগোপালদী	হ্যা
৯৬	রণগোপালদী আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	২০৭	৪	রণগোপালদী	হ্যা
৯৭	পূর্ব দণি আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৫	৪	রণগোপালদী	হ্যা
৯৮	মধ্য গচানী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮০	৪	বহরমপুর	হ্যা
৯৯	দক্ষিণ পশ্চিম চাঁদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৩০	৪	বাঁশবাড়ীয়া	হ্যা
১০০	দ. প. যৌতা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৩০	৪	আলীপুর	হ্যা
১০১	মধ্য চরবোরহান সঃ প্রাঃ বিঃ	২০৪	৪	রণগোপালদী	হ্যা
১০২	পশ্চিম দাবারী বেতাগী সঃ প্রাঃ বিঃ	১৬৯	৪	রণগোপালদী	হ্যা
১০৩	দক্ষিণ আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮১	৪	বেতাগী সানকিপুর	হ্যা
১০৪	মীরমদন সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮০	৪	আলীপুর	হ্যা
১০৫	চাঁদপুরা আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৩	৪	আলীপুর	হ্যা
১০৬	রহিতপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৭১	৪	আলীপুর	হ্যা
১০৭	মধ্য খারিজাবেতাগী আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	১৭২	৪	আলীপুর	হ্যা
১০৮	মৌবাড়িয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৮	৪	বেতাগী সানকিপুর	হ্যা
১০৯	মধ্য আলীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	১৫২	৪	আলীপুর	হ্যা
১১০	উ. প. আদমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	১৬৮	৪	আলীপুর	হ্যা
১১১	বগুড়া কাঁঠালবাড়ীয়া মাতুব্বর পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৯৫	৪	বহরমপুর	হ্যা
১১২	নং বহরমপুর আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৯২	৪	বহরমপুর	হ্যা
১১৩	দঃ আদমপুর সোমবাড়ীয়া হাট বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৮১	৪	বহরমপুর	হ্যা
১১৪	মধ্য আদমপুর বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৪	৪	বহরমপুর	হ্যা
১১৫	রনগোপালদী ইউনিয়ন বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৭৫	৪	রণগোপালদী	হ্যা
১১৬	উঃ পঃ রনগোপালদী গ্রামে বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৭৬	৪	রণগোপালদী	হ্যা
১১৭	পূর্ব বড়গোপালদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৯৪	৪	রণগোপালদী	হ্যা
১১৮	দঃ আদমপুর হাং পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৮২	৪	বহরমপুর	হ্যা
১১৯	উঃ চরহাদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৭	৪	দশমিনা	হ্যা
১২০	উঃ চর বোরহান বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৫৫	৪	রণগোপালদী	হ্যা
১২১	দঃ পূঃ চাঁদপুরা প্যাদার চর বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৫৩	৪	আলীপুর	হ্যা
১২২	উঃ রনগোপালদী আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	২০৭	৪	রনগোপালদী	হ্যা
১২৩	দঃ চর শাহজালাল বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৬৯	৪	রনগোপালদী	হ্যা
১২৪	মধ্য আরজবেগী সিকদারিয়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৮	৪	বাঁশবাড়ীয়া	হ্যা
১২৫	সৈয়দ জাফর দঃ পাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৭৫	৪	দশমিনা	হ্যা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কি না
১২৬	চরহাদী বেঃ প্রাঃ বিঃ	২০০	৪	দশমিনা	হ্যা
১২৭	যৌথা গাজীবাড়ী সংলগ্ন আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৫৪	৪	রনগোপালদী	হ্যা
১২৮	চর বোরহান ৫নং সীট আদর্শ বেঃ প্রাঃ বিঃ	১৬০	৪	রণগোপালদী	হ্যা
১২৯	দ. প. আদমপুর কমিঃ প্রাঃ বিঃ	১৮২	৪	বহরমপুর	হ্যা
১৩০	উত্তর গোপালদী কমিঃ প্রাঃ বিঃ	১৩০	৪	রণগোপালদী	হ্যা
১৩১	পশ্চিম চরহোসনাবাদ কমিঃ প্রাঃ বিঃ	১৮৭	৪	বাঁশবাড়ীয়া	হ্যা
১৩২	দক্ষিণ আরজবেগী কমিঃ প্রাঃ বিঃ	১৭২	৪	বাঁশবাড়ীয়া	হ্যা
১৩৩	উত্তর লক্ষ্মীপুর কমিঃ প্রাঃ বিঃ	১৩৫	৪	দশমিনা	হ্যা
১৩৪	দক্ষিণ চরহোসনাবাদ কমিঃ প্রাঃ বিঃ	৫৫	৪	বাঁশবাড়ীয়া	হ্যা
১৩৫	আউলিয়াপুর স্কুলে এন্ড কলেজ	৪৫	৪	রনগোপালদি	হ্যা
১৩৬	ডাঃ ডলি আকবার মহিলা কলেজ	২৫৬	১৪	দশমিনা	হ্যা
১৩৭	মধ্য বেতাগি শরিয়াতিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৮২	১২	বেতাগী সানকিপুর	না
১৩৮	বড়গোপালদি অজুফাখানম বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	২৮২	১২	বেতাগী সানকিপুর	না
১৩৯	পুর্ব আলিপুরা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৫২	১৫	আলিপুর	না
১৪০	দক্ষিন আরোজবেগি দাখিল মাদ্রাসা	২৮৬	১৫	দশমিনা	না
১৪১	আউলিয়াপুর দাখিল মাদ্রাসা	৩৪১	১৬	রনগোপালদি	না
১৪২	মধ্য বেতাগি শরিয়াতিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২০৬	১০		না
১৪৩	বড়গোপালদি অজুফাখানম বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	২৩০	১২	বহরামপুর	না
১৪৪	পুর্ব আলিপুরা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৫৬	১৩	আলিপুরা	না
১৪৫	হাজীরহাট নিম্ন মাধ্যমিক বিঃ	১৪৬	৮	দশমিনা	না
১৪৬	বিবি আয়শা বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিঃ	১৩৫	৭		না
১৪৭	পশ্চিম বড়গোপালদি নিম্ন মাধ্যমিক বিঃ	১২০	৬	বহরামপুর	না
১৪৮	মর্দনা পি এম এস নিম্ন মাধ্যমিক বিঃ	১২২	৮		না
১৪৯	উত্তর রণগোপালদী নিম্ন মাধ্যমিক বিঃ	১৪৫	৮	বহরামপুর	না
		৩১০৩৮	৭৪৪		

(তথ্যসূত্রঃ উপজেলার শিক্ষাঅফিস, দশমিনা)

সংযুক্তি ৯: আপদ মানচিত্র

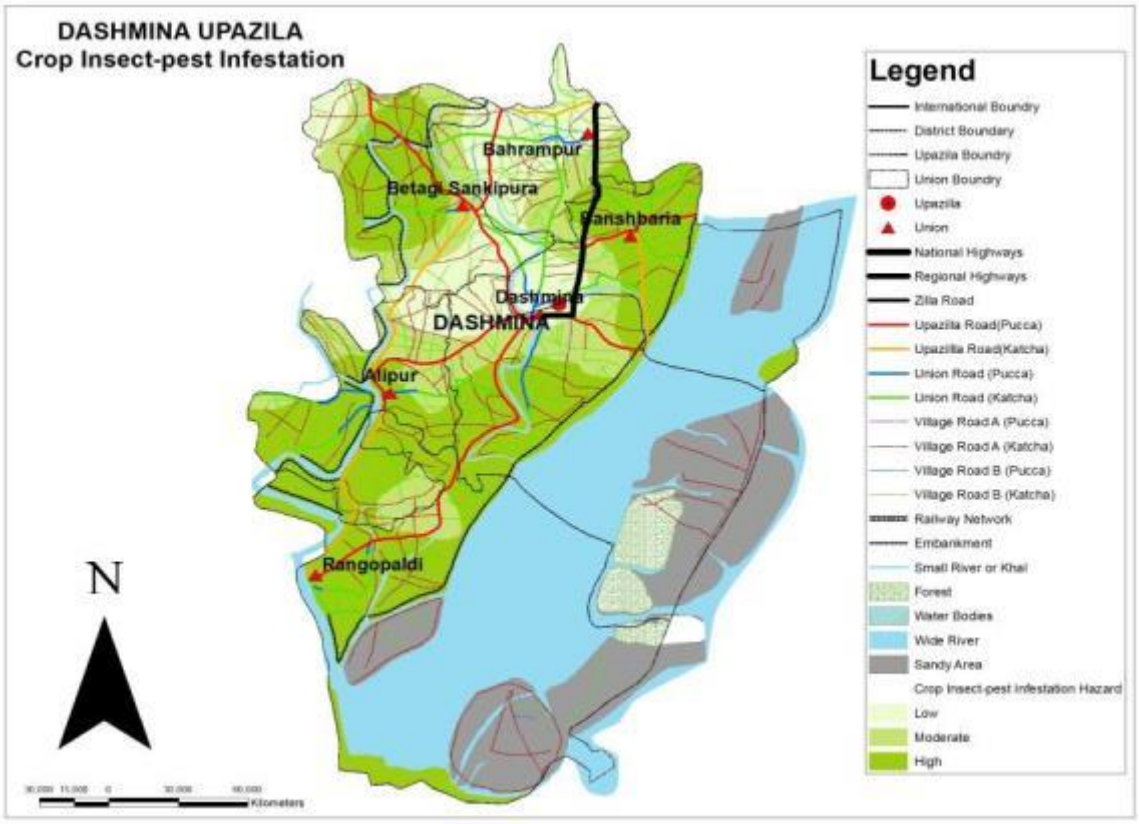

সংযুক্তি ১০: আপদ মানচিত্র (সাইক্লোন)

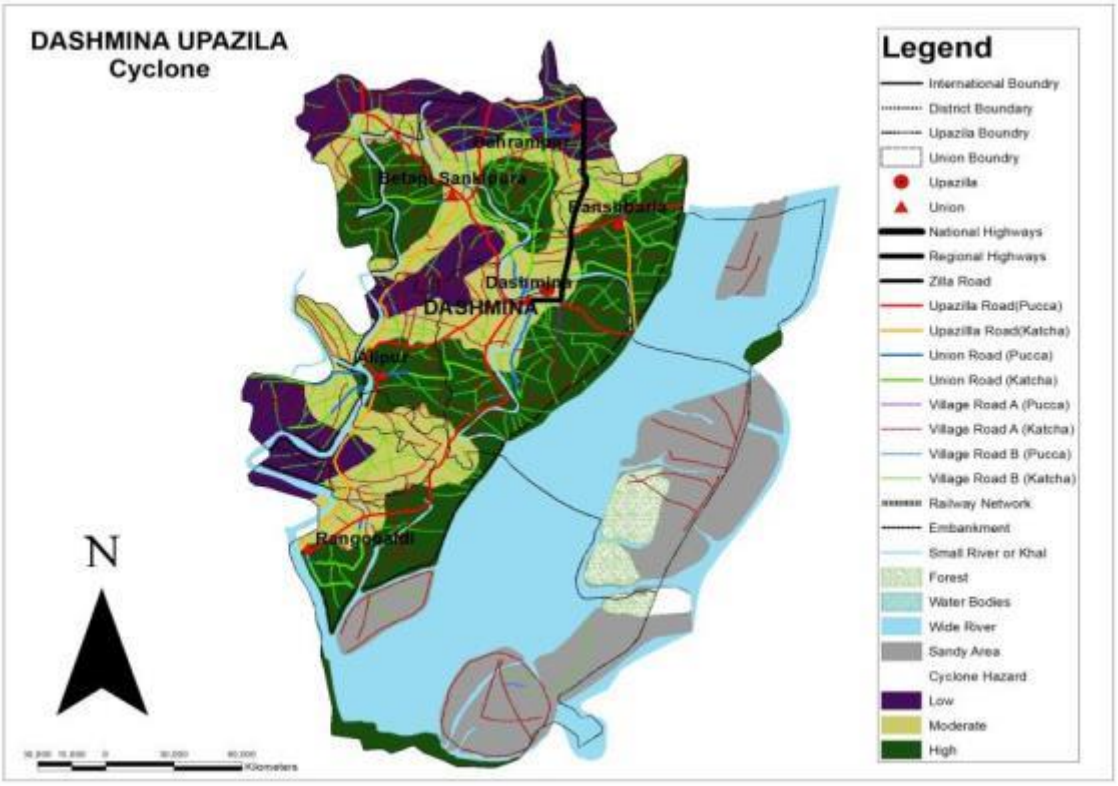

সংযুক্তি ১১: আপদ মানচিত্র (গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি)

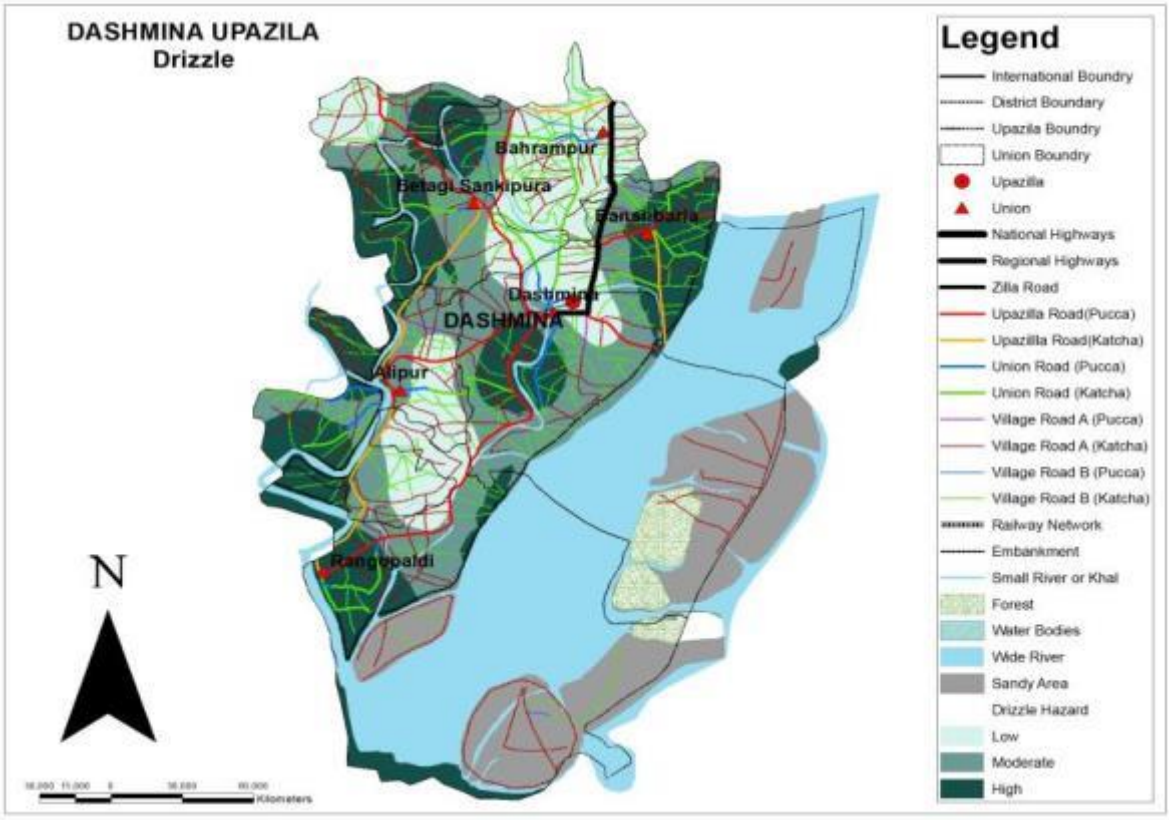

সংযুক্তি ১২: আপদ মানচিত্র (বন্যা)

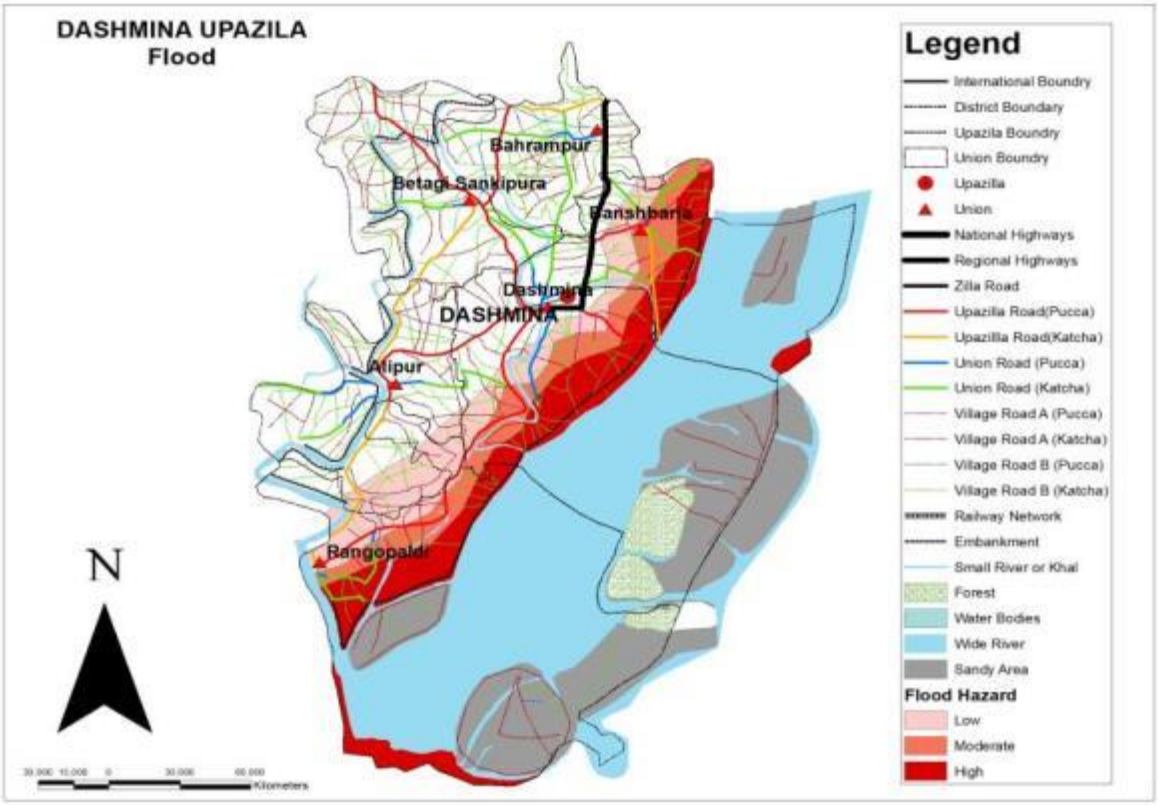

সংযুক্তি ১৩: আপদ মানচিত্র

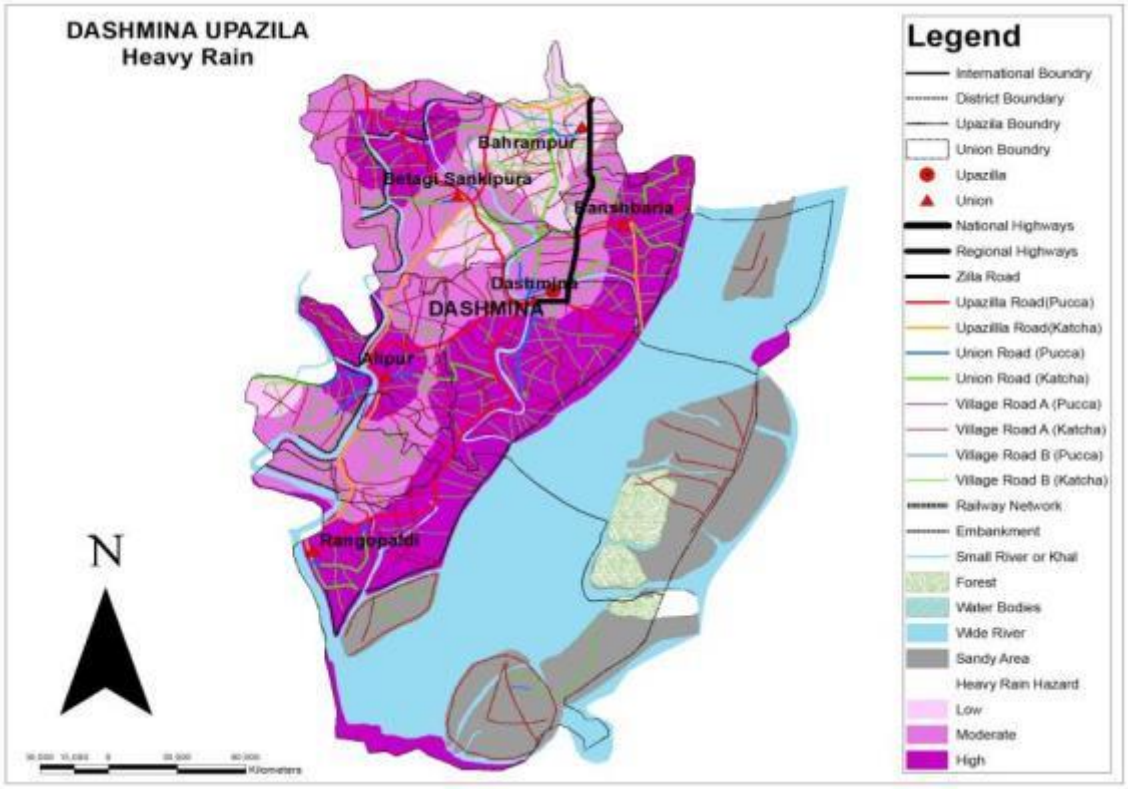

সংযুক্তি ১৪: আপদ মানচিত্র (নদী ভাঙন)

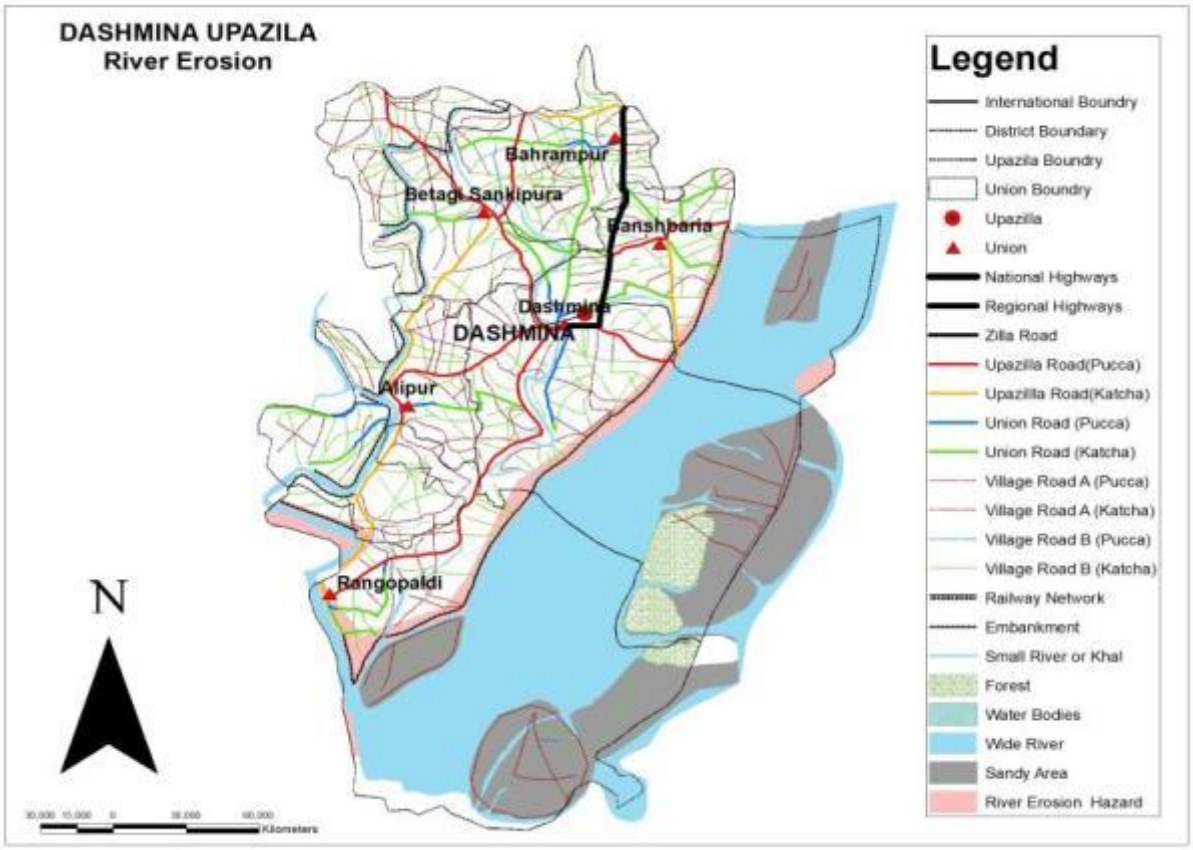

সংযুক্তি ১৫: আপদ মানচিত্র (জলচ্ছাস)

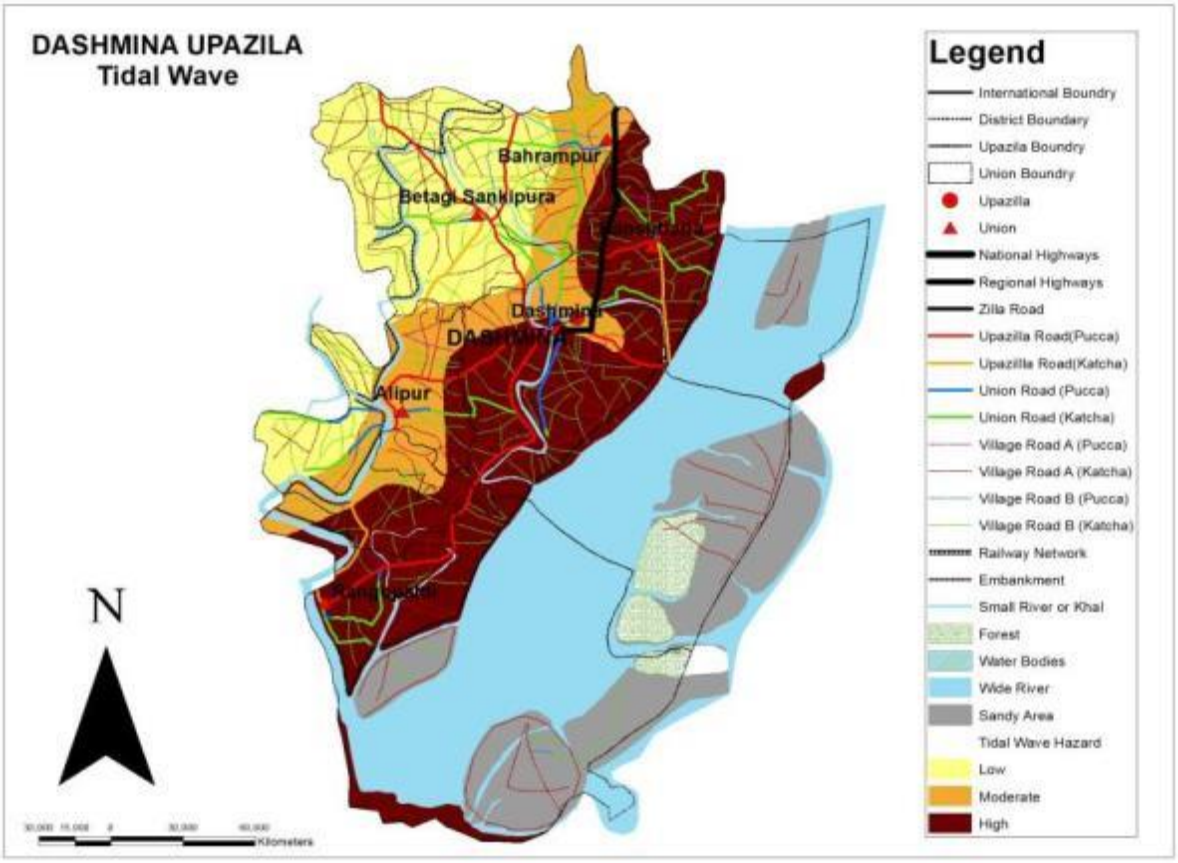

সংযুক্তি ১৬: আপদ মানচিত্র (টর্নেডো)

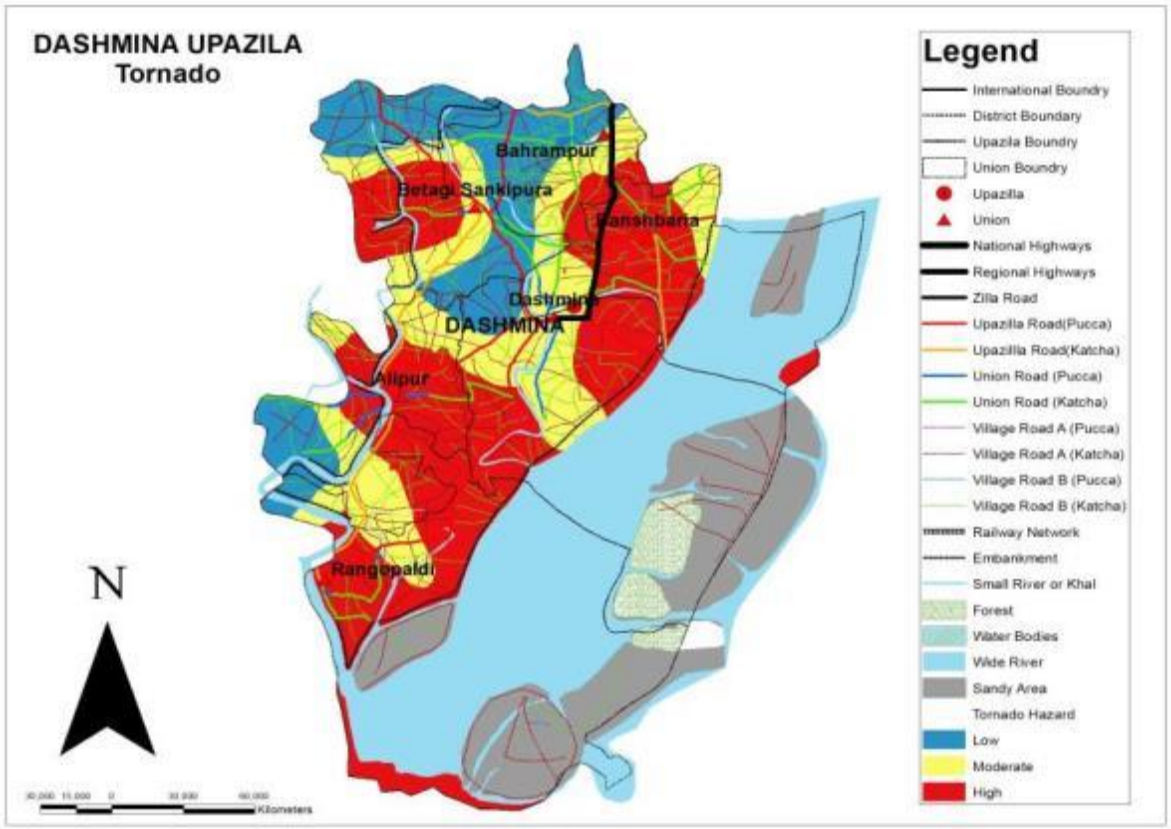

সংযুক্তি ১৭: আপদ মানচিত্র (পোকার আক্রমন)

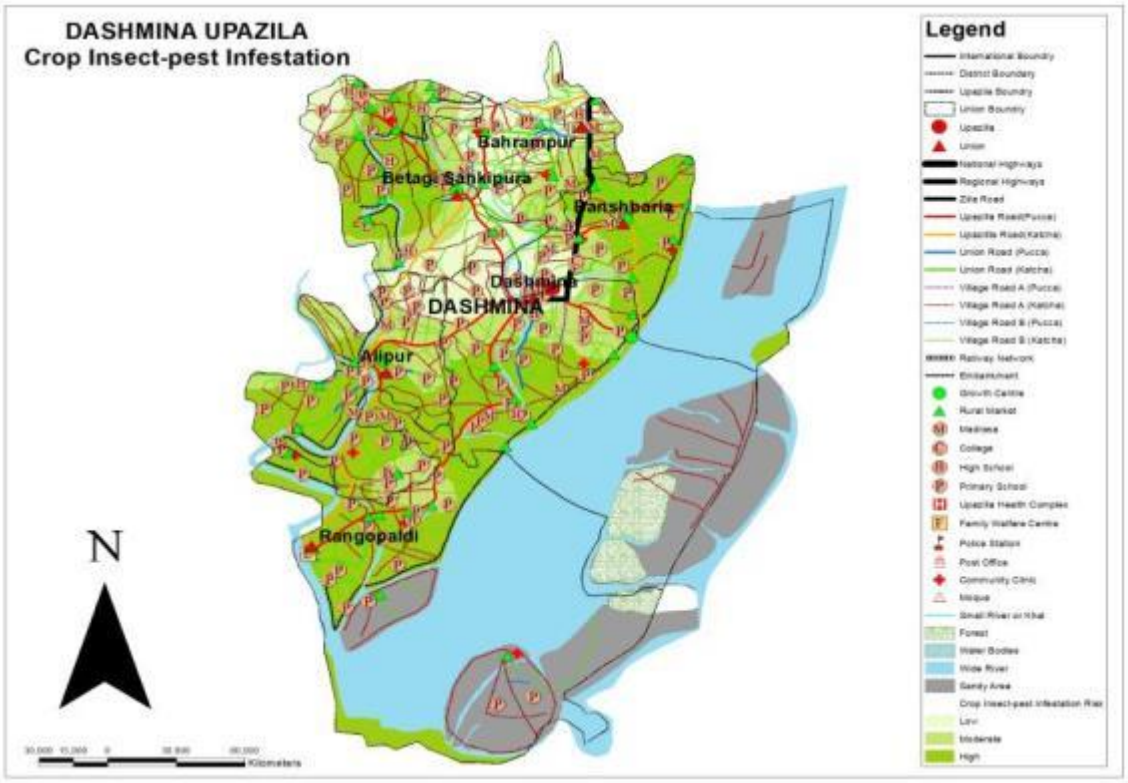

সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (সাইক্লোন)

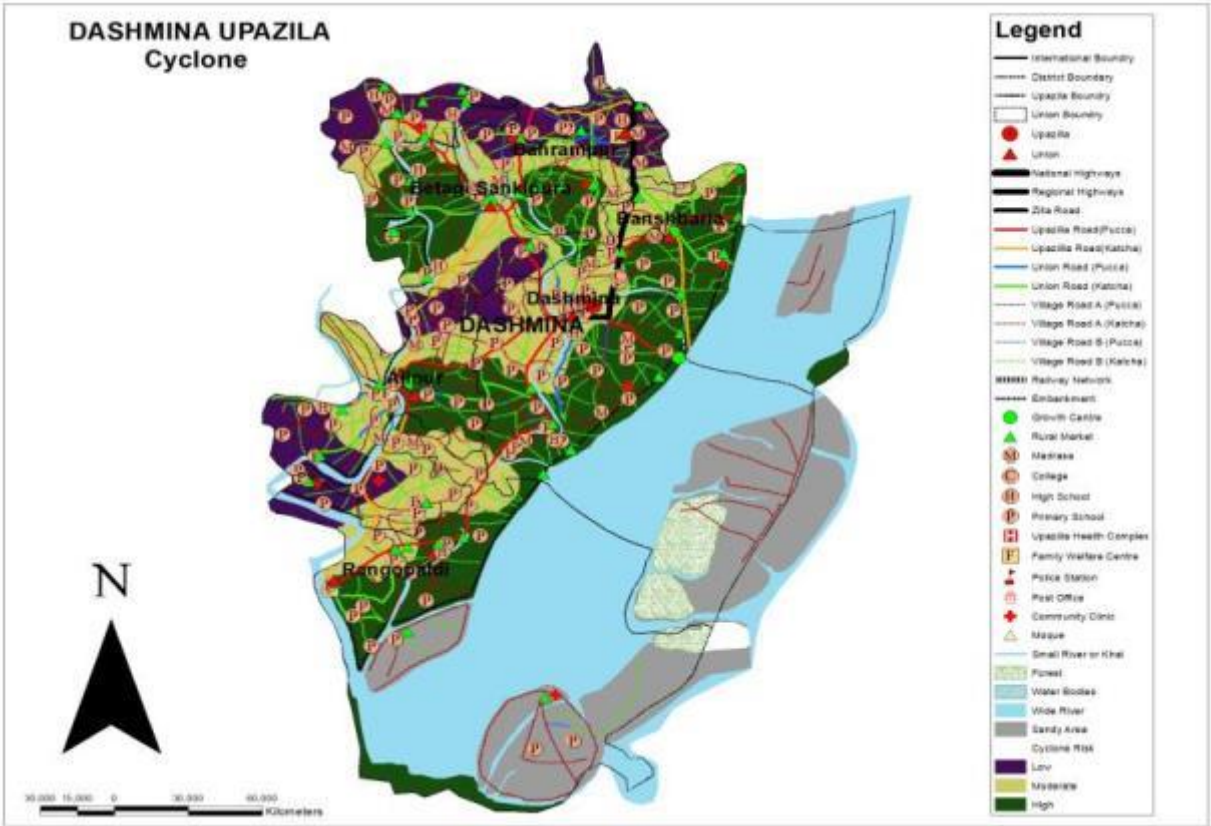

সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি)

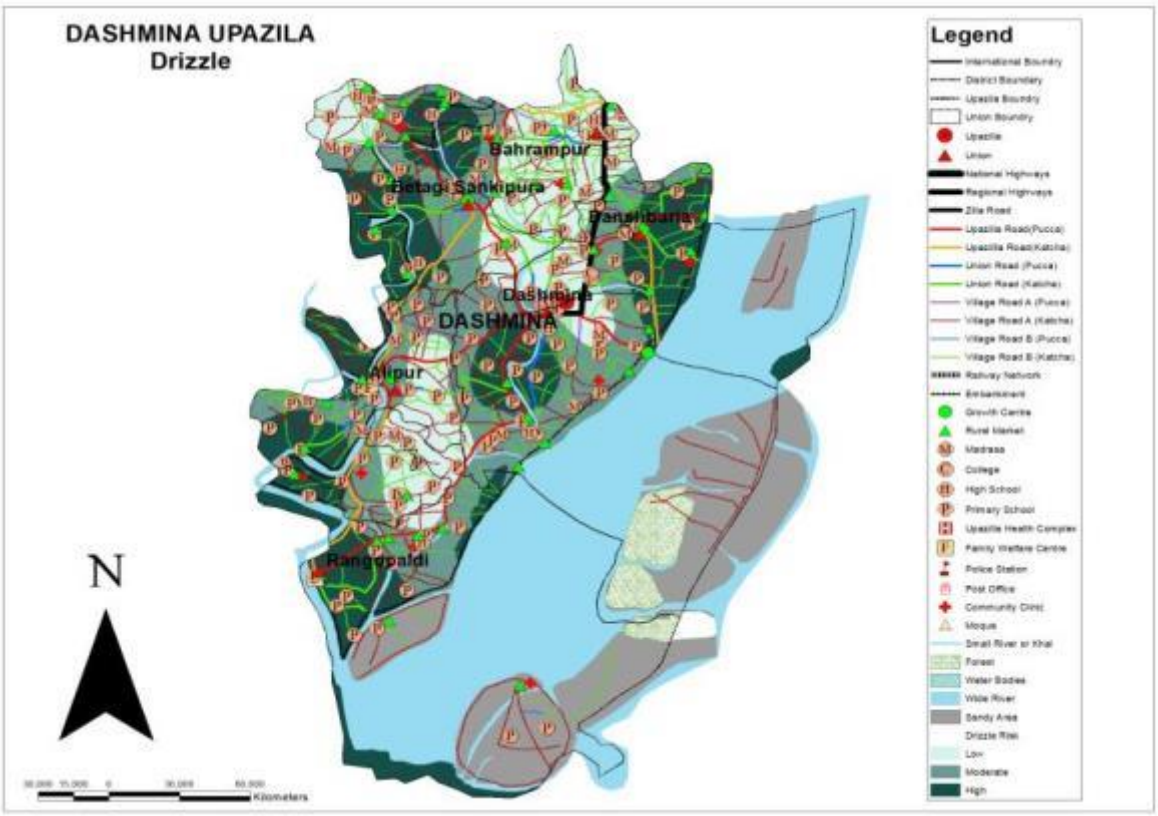

সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)

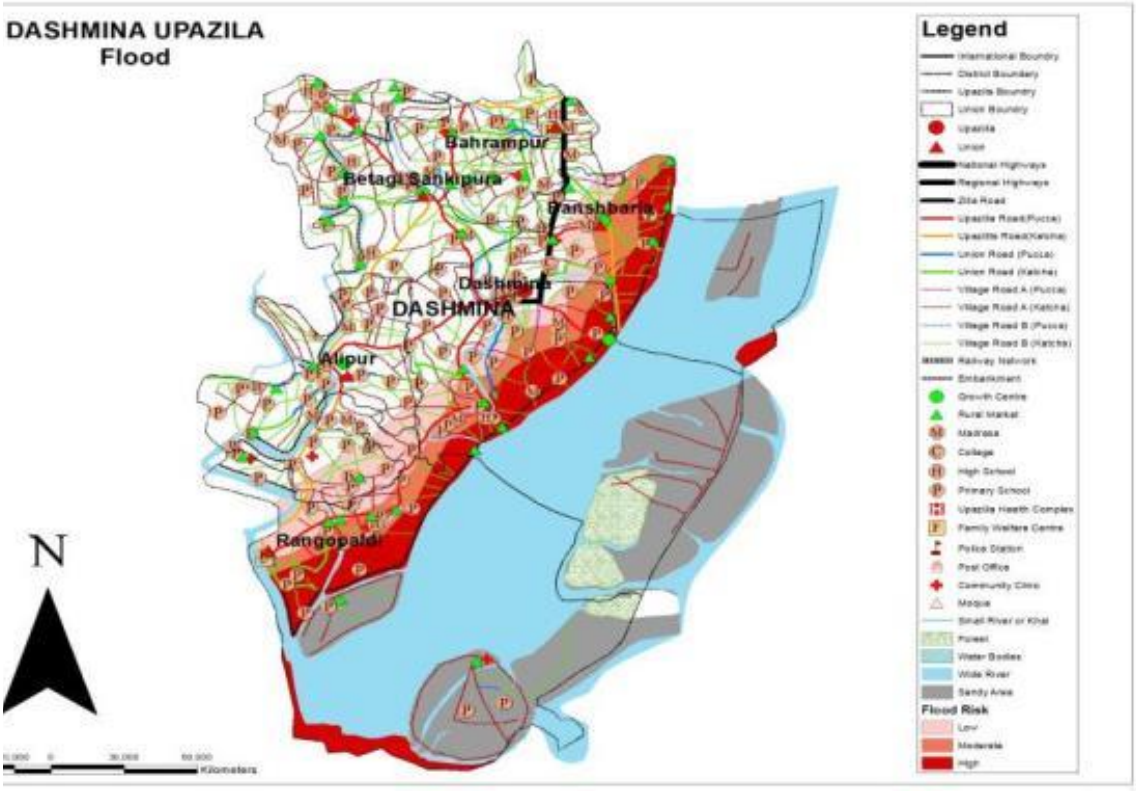

সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র

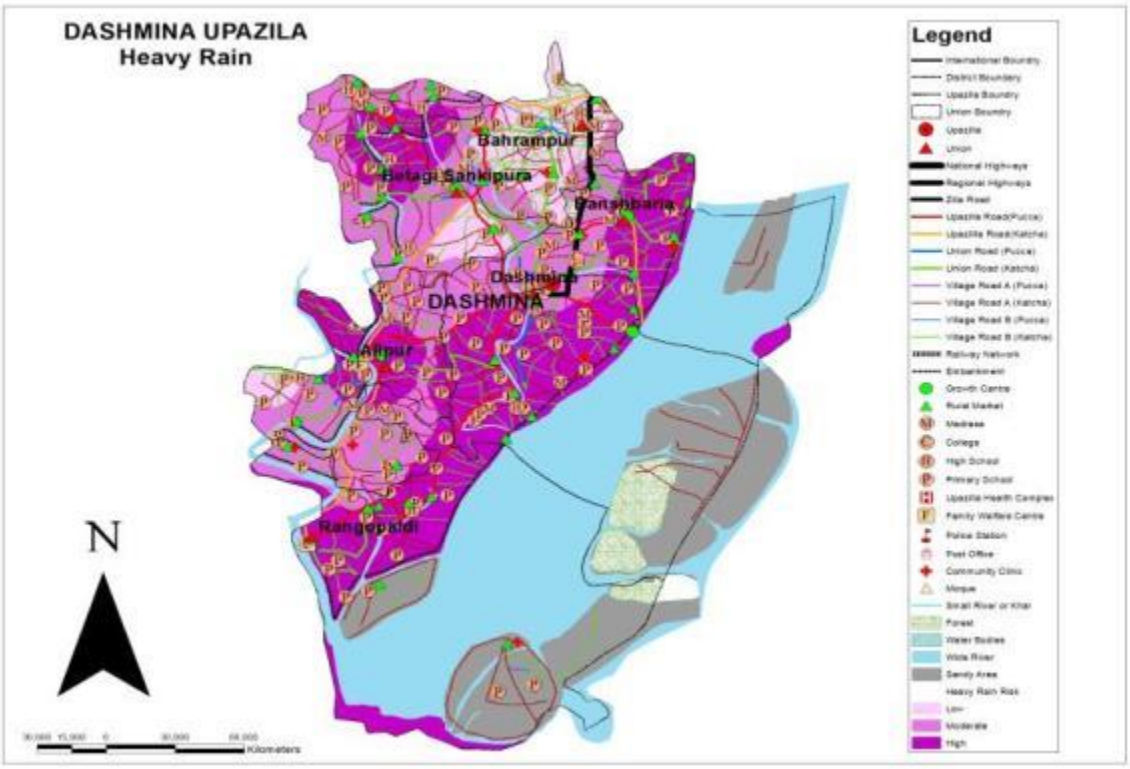

সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (নদী ভাঙন)

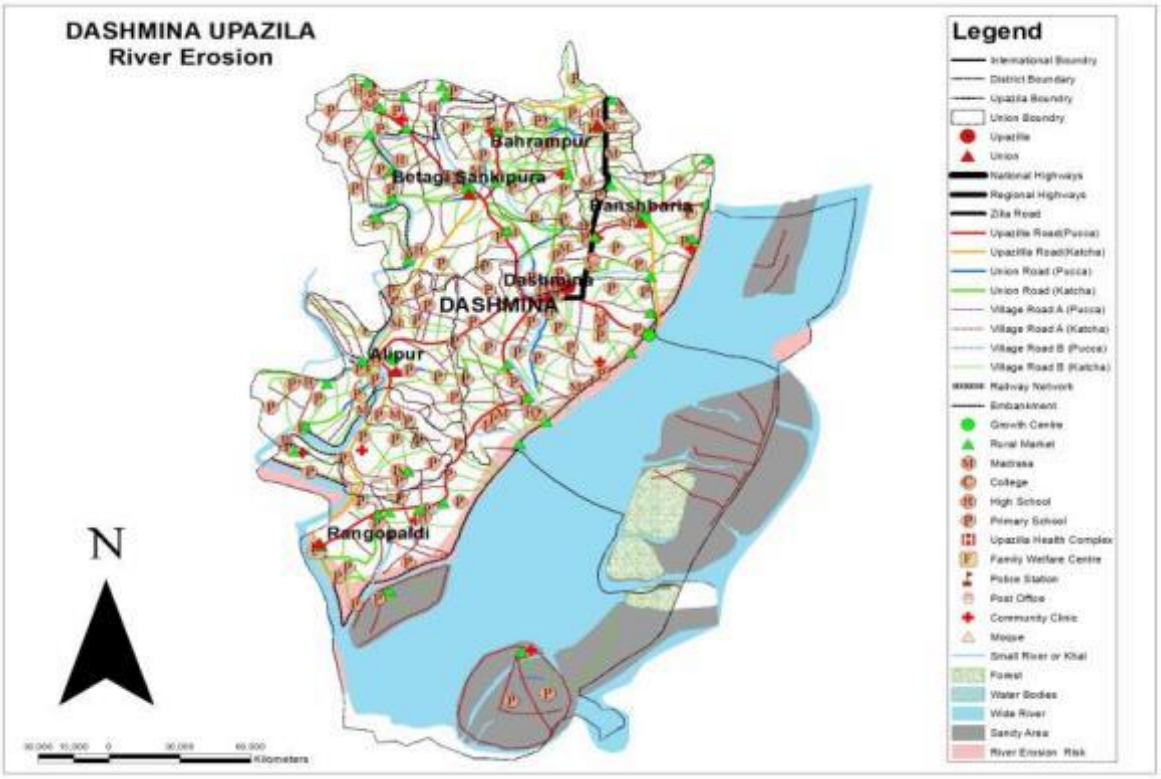

সংযুক্তি ২৩: ঝুঁকির মানচিত্র (জলচ্ছাস)

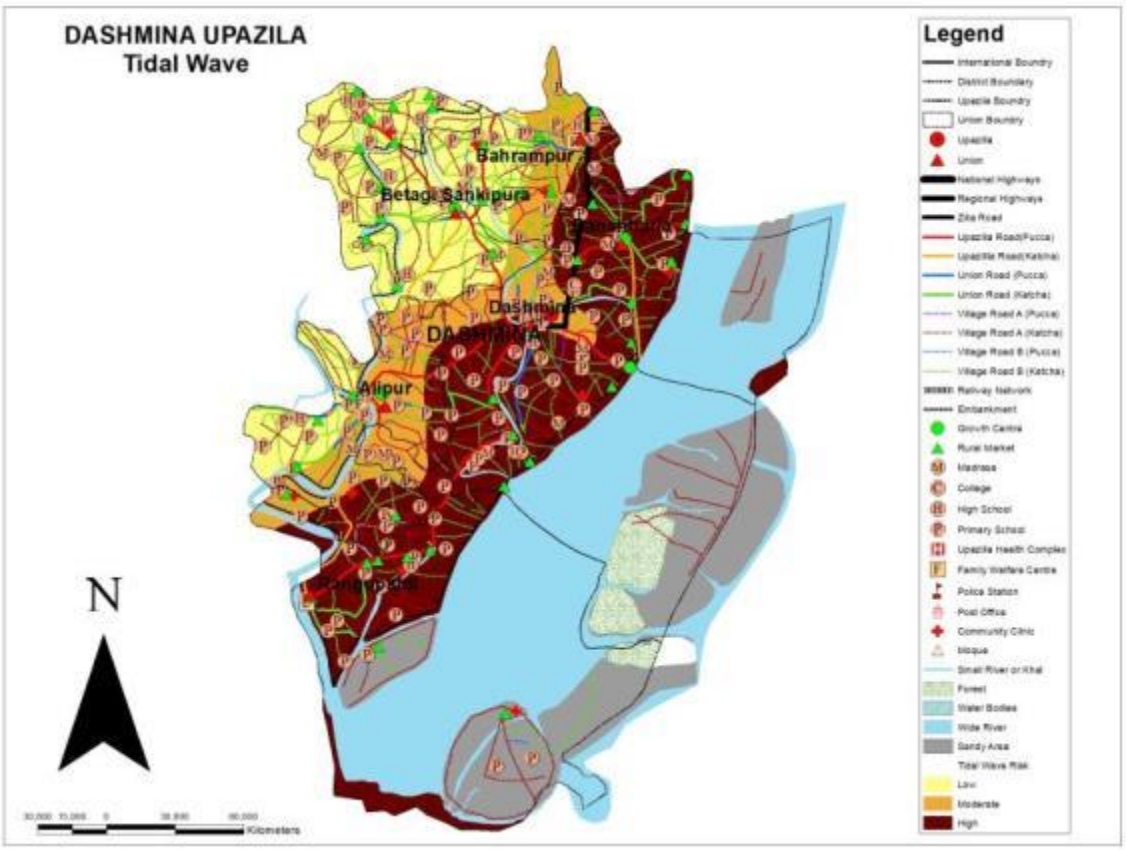

সংযুক্তি ২৪: ঝুঁকির মানচিত্র (টর্নেডো)

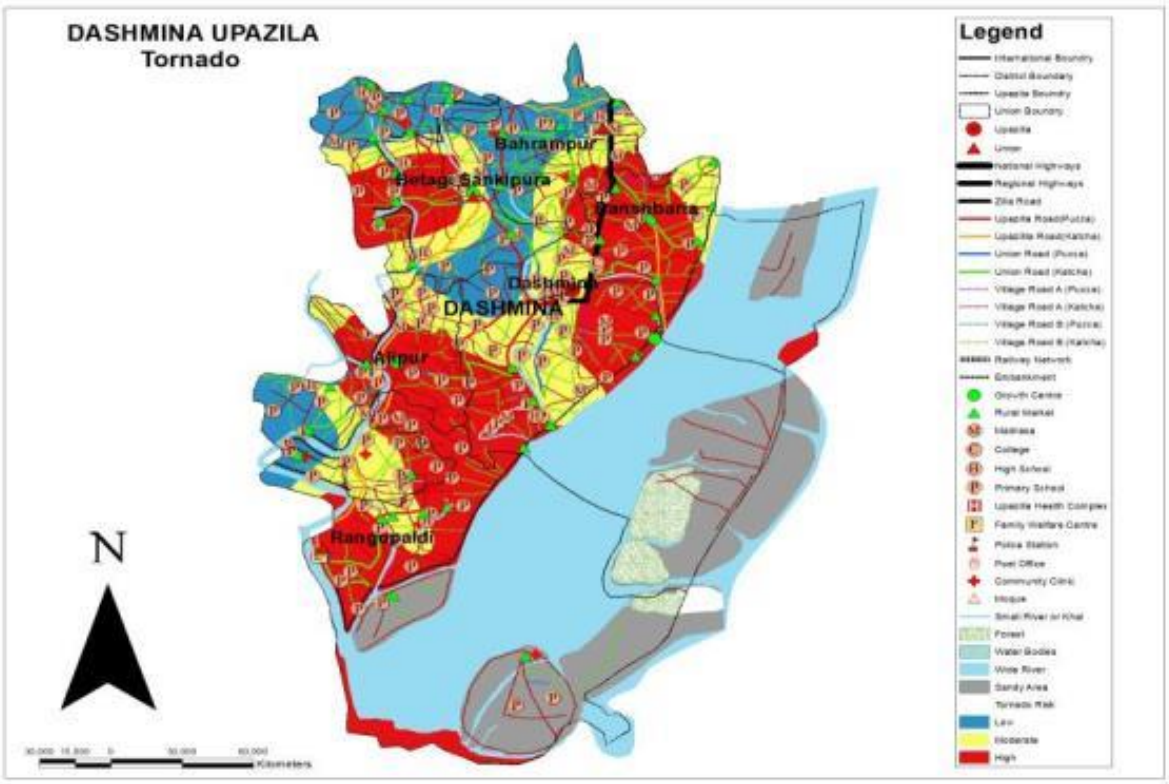

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

UKaid

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian
Aid

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.